প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন: ২৬

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষক
এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (ইএডিএস)

জুন ২০১৫

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

"পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬"

ইএডিএস সমীক্ষা টিমঃ

ড. এম. মনিরুজ্জামান
টিম লিডার ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

সৈয়দ খাইরুল ইসলাম
আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ

এ.কে.এম. শামসুল আলম
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

মোঃ রাজভী হাসান
সমীক্ষা কো-অর্ডিনেটর

আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দঃ

সালমা মাহমুদ
মহাপরিচালক

মালিহা নার্গিস
পরিচালক

মোঃ মাহমুদুল হাসান
সহকারী পরিচালক

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষক
এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (ইএডিএস)

জুন ২০১৫

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০০৩ - ২০১২ সাল পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগের মোট ২৬টি জেলায় "পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন: ২৬" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করেছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল- গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা; গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য সমূহ ছিল- প্রকল্পের আইটেমঅনুযায়ীকাজের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অগ্রগতি পর্যালোচনাও কোন প্রকার বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তার কারণ অনুসন্ধান করা; প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান কার্যসমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং মতামত প্রদান করা; প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী (যেমন-টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ন, টেন্ডার অনুমোদন, টেন্ডার কার্যাদেশ প্রদান) এবং বিভিন্ন প্যাকেজ সমূহ (যেমন-পণ্য, নির্মাণকাজও সেবা ইত্যাদি) পিপিআর-২০০৮/অন্যান্য নিয়ম/বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা; প্রকল্পদলিল, প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ; উপজেলা এবং ইউনিয়ন রাস্তা নির্মাণ / রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ বাজার ও ঘাট/ জেটি নির্মাণ/উন্নয়নের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব পর্যালোচনা করা; গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি খামার ও খামার বহির্ভূত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রারমান পর্যালোচনা করা; গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণ পরিমাপ করা; গ্রামীণ অবকাঠামো আরও কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশ প্রদান করা এবং ভবিষ্যতে সমধর্মীপ্রকল্পে প্রতিফলনের সুপারিশ করা।

দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গম্যতা, স্বাস্থ্যসেবা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব বেশ ইতিবাচক। তবে জলাবদ্ধতা, শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক প্রভাবের কথা উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন। প্রকল্প মারফৎ এলজিইডি'র প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের দুর্বল দিক হচ্ছে, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব। স্থানীয় পর্যায়ের অনেকেই প্রকল্প সম্পর্কে তেমন অবহিত নন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ অনেকটা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হলেও রক্ষণাবেক্ষণে এখনো ঘাটতি রয়েছে ও প্রতিটি সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল করায় স্থায়িত্ব কম হচ্ছে বলে সমীক্ষায় জানা যায়।

আমি মূল্যায়ন সমীক্ষাটি পরিচালনায় সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য এলজিইডি, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যবৃন্দকে ও সফলভাবে সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য আইএমইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইএডিএস- কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি নিশ্চিত যে, সমীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশসমূহ ভবিষ্যতে সমধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার)
সচিব
আইএমইডি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়াধীন "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)"-এর মূল্যায়ন সেক্টর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত "পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন: ২৬" শীর্ষক প্রকল্পটি মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল- গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা; গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ীকাজের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কোন প্রকার বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তার কারণ অনুসন্ধান; প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান কার্যসমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং মতামত প্রদান; প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী (যেমন-টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ন, টেন্ডার অনুমোদন, টেন্ডার কার্যাদেশ প্রদান) এবং বিভিন্ন প্যাকেজ সমূহ (যেমন-পণ্য, নির্মাণকাজও সেবা ইত্যাদি) পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা; প্রকল্পদলিল, প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ; উপজেলা এবং ইউনিয়ন রাস্তা নির্মাণ / রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ বাজার ও ঘাট/ জেটি নির্মাণ/উন্নয়নের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব পর্যালোচনা; গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি খামার ও খামার বহির্ভূত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রারমান পর্যালোচনা; গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণ পরিমাপ; গ্রামীণ অবকাঠামো আরও কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশ প্রদান এবং ভবিষ্যতে সমধর্মীপ্রকল্পে প্রতিফলনের সুপারিশ- এর উদ্দেশ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (ইএডিএস) মূল্যায়ন সমীক্ষাটি পরিচালনা করে।

প্রকল্পের আওতাধীন ২৬ জেলার মধ্যে ১৩টি জেলার নির্বাচিত ২৬টি উপজেলায় ২২টি উপজেলা সড়ক ও ৮টি ইউনিয়ন সড়কের এবং উপরিউক্ত সড়কে অবস্থিত ১১টি সেতু ২৪টি বক্স কালভার্ট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া ৪টি গ্রোথ সেন্টার, ৮টি জেটি/ঘাট ও ১টি বিদ্যালয়ের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। রাস্তার গুণগতমান পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুযায়ী রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য- ঠিক থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে স্লপ ও শোল্ডার সঠিক পাওয়া যায়নি। মোট ২৬টি রাস্তার মধ্যে ১৪টির নির্মাণ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়নি। উত্তরদাতাদের মতে, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার সকল উত্তরদাতাই বলেছেন যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। উত্তরদাতার মতে মূলত আয়বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে।

সফলভাবে সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য আইএমইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইএডিএস- এবং সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য এলজিইডি, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যবৃন্দ ও সর্বোপরি আইএমিডি-এর মাননীয় সচিব মহোদয়কে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সমীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশসমূহ ভবিষ্যতে সমধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সালমা মাহমুদ
মহাপরিচালক
মূল্যায়ন সেক্টর, আইএমইডি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ACRONYMS

ADP	:	Annual Development Program
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
BC	:	Bituminous Carpeting
BIDS	:	Bangladesh Institute of Development Studies
CNG	:	Compressed Natural Gas
DPP	:	Development Project Proposal
FGD	:	Focus Group Discussion
GC	:	Growth Center
GoB	:	Government of Bangladesh
HH	:	House Hold
HIES	:	Household Income and Expenditure Survey
ICB	:	International Competitive Bidding
IDA	:	International Development Association
KII	:	Key Informant Interview
LCS-F	:	Labour Contracting Society-Female
LGED	:	Local Government Engineering Department
MMC	:	Market Management Committee
NCB	:	National Competitive Bidding
NGO	:	Non Government Organization
PCR	:	Project Completion Report
RTIP	:	Rural Transport Improvement Project
SC	:	Seal Coat
TOR	:	Terms of Reference
WBM	:	Water Bound Macadam

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ..... i-iv

১ প্রথম পরিচ্ছেদঃ ভূমিকা **১**

১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১

১.২ প্রকল্পের এলাকা ২

১.৩ প্রকল্পের বিশদ বিবরণ ২

১.৪ প্রকল্পের সমীক্ষার উদ্দেশ্য ৩

২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সমীক্ষা পদ্ধতি **৫**

২.১ ধারণাগত কাঠামো ৫

২.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ৬

২.৩ নমুনায়ন পদ্ধতি ৭

২.৪ যানবাহন জরিপ (ট্রাফিক কাউন্ট) ৮

২.৫ সাক্ষাৎকার ৯

২.৬ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ৯

৩ তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নির্বাচিত খানার বৈশিষ্ট্য **১১**

৩.১ সমীক্ষা এলাকার জনমিতি বিশ্লেষণ ১১

৩.২ খামার আয়তন ও কৃষি উৎপাদন ১৩

৩.৩ আয় ও ব্যয় ১৪

৩.৪ স্কুলগামী ছেলে-মেয়ে ১৮

৩.৫ ফসল উৎপাদন ১৮

৪ চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ অবকাঠামো জরিপ **১৯**

৪.১ সূচনা ১৯

৪.২ অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদি ১৯

৪.৩ উন্নিত রাস্তার বর্তমান অবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ২২

৪.৪ রাস্তা উন্নয়নের সুফল ২৯

৪.৫ গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ৩০

৪.৬ ঘাট উন্নয়ন ৩১

৪.৭ স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টার ৩২

৪.৮ অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত অসুবিধা ৩২

৪.৯ ভূমি অধিগ্রহণ ৩২

৪.১০ প্রকল্পের ক্রয়-সংক্রান্ত কার্যাবলির তথ্যাদি ৩৩

৫ পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ প্রকল্পের সার্বিক প্রভাব **৩৫**

৫.১ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩৫

৫.২ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩৬
৫.৩ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ৩৭
৫.৪ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধা ৩৭
৫.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সুবিধা ৩৭
৫.৬ অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে নারী উত্তর দাতারা যে ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন ৩৮
৫.৭ নারী উত্তরদাতাদের কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ ৩৮
৫.৮ নারী উত্তরদাতাদের ফসল বাজারজাতকরণ ৩৯
৫.৯ নারী উত্তরদাতাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির হার ৩৯
৫.১০ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ৩৯
৫.১১ নারী উত্তরদাতার নিজের পরিবর্তন ৪০
৫.১২ অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে উত্তরদাতা মহিলাদের অংশগ্রহণ ৪০
৫.১৩ পরিবার পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ-ক্ষেত্রে নারী উত্তরদাতাদের ভূমিকা ৪০
৬ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ যানবাহন চলাচল সংখ্যা ৪৩
৭ সপ্তম পরিচ্ছেদঃ স্টেকহোল্ডারদের মতামত বিশ্লেষণ ৪৫
৭.১ জন প্রতিনিধিদের ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মতামত ৪৫
৭.২ এলজিইডির বাস্তবায়ন দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা ৪৫
৭.৩ ইউনিয়ন তথ্যাদি ৪৬
৭.৪ ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য ৪৭
৮ অষ্টম পরিচ্ছেদঃ সমীক্ষার লক্ষ্য ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল ৪৯
৯ নবম পরিচ্ছেদঃ সুপারিশ ও উপসংহার ৫১
৯.১ সুপারিশ ৫১
৯.২ উপসংহার ৫১

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১: কেস স্টাডি

পরিশিষ্ট-২: প্রশ্নমালা

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিগত কয়েক দশকে উন্নয়নের সাথে নগরায়ন বাড়লেও এখনও দেশের ৭১ শতাংশ জনসংখ্যা গ্রামে বাস করে (বিবিএস জনসংখ্যা শুমারি, ২০১১)। সুতরাং আজও বাংলাদেশ একটি বৃহৎ গ্রাম এবং গ্রামীণ অর্থনীতিই এর প্রাণ। এই বিবেচেনায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গ্রামে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগের মোট ২৬টি জেলায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কেমন ভূমিকা রেখেছে, তা নিরূপণের জন্য আইএমইডি একটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা;
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল

সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২৬০৩ কোটি টাকা; যার ৮৭৩ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার, ১৬৮২ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংক ও বাকি ৪৮ কোটি টাকা স্থানীয় ইউপি অর্থায়ন করেছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল ২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত। প্রকল্পভূক্ত ২৬টি জেলার মধ্যে ২১টিতে আইডিএ সহায়তা করেছে। বাকি ৫টি জেলায় অর্থায়ন করেছে বাংলাদেশ সরকার।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য

টিওআর অনুযায়ী সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিচে দেয়া হল-

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
(খ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যসমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা;
(গ) প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি পিপিআর মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
(ঘ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়নের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব পর্যালোচনা করা;
(ঙ) গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি খামার ও খামার বহির্ভূত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান পর্যালোচনা করা;
(চ) গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ পরিমাপ করা;
(জ) গ্রামীণ অবকাঠামো আরও কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশ প্রদান করা এবং ভবিষ্যতে সমধর্মীপ্রকল্পে প্রতিফলনের সুপারিশ করা।

সমীক্ষা পদ্ধতি

এই সমীক্ষায় সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় ধরণের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমীক্ষার আওতায় যে যে কার্য সম্পাদিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে–

ক) সংশ্লিষ্ট রের্কড অনুসন্ধান
খ) খানা জরিপ
গ) ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (FGD)
ঘ) মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII)

ঙ) রাস্তা ও ব্রীজ কালভার্ট পর্যবেক্ষণ
চ) কি পরিমান যানবাহন চলাচল করে, তা নির্ধারণ করা
ছ) অবকাঠামো ব্যবহারকারীদের সাক্ষাৎকার (যাত্রী, যানবাহন চালক, যানবাহন মালিক, ব্যবসায়ী, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ইত্যাদি)
জ) ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য ও উপজেলা পর্যায়ে LGED-এর বিদ্যমান জনবল ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদির পর্যালোচনা ও
ঝ) কেইস স্টাডি।

নমুনায়ন

সমীক্ষার আওতায় ২৬টির মধ্যে ১৩টি জেলা ২টি করে মোট ২৬টি উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ২৬টি উপজেলার প্রতিটিতে বাছাইকৃত সড়কের ২ পাশে ২ কি.মি. উপকৃত এলাকা ধরে ওই এলাকা থেকে ৯০টি করে উপকৃত পরিবার খানা জরিপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে প্রকল্পের সড়ক থেকে অন্তত ২ কি.মি. দূরে অবস্থিত এবং RDP বা অনুরূপ প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন সুবিধা পায়নি এরকম এলাকায় ৩০টি করে পরিবার Control এলাকার খানা হিসাবে সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে মোট ৩১২০টি পরিবার খানা সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিটি খানায় খানা প্রধানের একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য খানার একজন নারী সদস্যের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি

- **প্রকৌশলগত তথ্যাদি**

প্রকল্পের আওতাধীন ২৬ জেলার মধ্যে ১৩টি জেলার নির্বাচিত ২৬টি উপজেলায় ২২টি উপজেলা সড়ক ও ৮টি ইউনিয়ন সড়কের এবং উপরিউক্ত সড়কে অবস্থিত ১০টি সেতু ২৪টি বক্স কালভার্ট পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া ৪টি গ্রোথ সেন্টার, ৮টি জেটি/ঘাট ও ১টি বিদ্যালয়ের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। রাস্তার গুণগতমান পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুযায়ী রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য ঠিক থাকলেও প্রায় ৭৭% ক্ষেত্রে স্লপ এবং ৯৪% ক্ষেত্রে শোল্ডার সঠিক পাওয়া যায়নি। মোট ২৬টি রাস্তার মধ্যে ১৪টির নির্মাণ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়নি। এলজিইডি উপজেলা প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কারণ হিসেবে ১১টিতে ঠিকাদারের অবহেলা, ১টি কর্তৃপক্ষের সুপারভিশনের অভাব ও ১টিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রী সময়মত না পাওয়া ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ভাল সড়ক ৩১%, মধ্যম মানের সড়ক ৬১%, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ৮% এবং ভাল সেতু/কালভার্ট ৭১%, মধ্যম মানের সেতু/কালভার্ট ২৯%।

- **আর্থসামাজিক তথ্যাদি**

প্রকল্প এলাকায় ৫৫% ও Control এলাকায় ৫৬ % পরিবারে কোন চাষযোগ্য জমি নেই। প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা (১-৪৯ শতক) উভয় এলাকার ১০ শতাংশ। প্রকল্প ও Control এলাকায় যথাক্রমে ৮.৫ % ও ১১ % পরিবারের ২.৫ একরের বেশি জমি আছে। বাকি প্রায় এক চতুর্থাশ পরিবার ক্ষুদ্র কৃষক, যাদের জমি ০.৫ একর থেকে ২.৫ একর। RTIP বেসলাইন সমীক্ষা-২০০৪ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মোট উত্তরদাতার ৪৮ % ছিল ভূমিহীন, ৩৭ % ক্ষুদ্র কৃষক ও ১৫ % মাঝারি ও বৃহৎ কৃষক। এতে দেখা যায় ভূমি মালিকানার বিন্যাস বিগত ১০ বছরে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। এটি হয়েছে মূলত ভূমি খণ্ডিত হওয়ার কারণে অনেকের বসতভিটা বাদে কোন জমি না থাকায় বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় পরিবার প্রতি ৮২ শতক ও Control এলাকায় পরিবার প্রতি ৯২ শতক কৃষি জমি রয়েছে।

আয় ও ব্যয়

প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় পরিবার প্রতি মাসিক আয় যথাক্রমে ১৮,০০০ ও ১৬,০০০ টাকা। RTIP বেসলাইন সার্ভে অনুযায়ী প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় পরিবার প্রতি মাসিক আয় ছিল ৫,৮০০ ও ৬,৩০০ টাকা। ৮% বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ধরা হলে ১০ বৎসরে আয় দ্বিগুণ হলে প্রকৃত আয় সমান থাকে। সে তুলনায় ১০ বৎসরে প্রকল্প এলাকায় আয় তিন গুণ ও কন্ট্রোল এলাকায় আয় দ্বিগুণ হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প এলাকায় কন্ট্রোল এলাকার তুলনায় আয় বৃদ্ধি বেশি হয়েছে। আয় বিশ্লেষণ

করে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় ৯.৮% ও কন্ট্রোল এলাকায় ৮.৭% নমুনা খানা দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছে। এটি হিসেব করা হয়েছে ২০১০ সালের HIES সার্ভে মোতাবেক দারিদ্র রেখা আয় ধরে এবং তার সাথে ৮% হারে মূল্য স্ফীতি ধরে।

প্রকল্প এলাকায় আরও ১৯.৬% ও কন্ট্রোল এলাকায় আরও ২৩.২% নমুনা খানার আয় সাত থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে যারা দারিদ্র সীমার খুব কাছে অবস্থান করছে ও দৈব দূর্যোগে (পারিবারিক বা প্রাকৃতিক) দারিদ্র সীমার নিচে নেমে যেতে পারে। এই দুয়ের যোগফল যথাক্রমে ২৯.৪ ও ৩১.৯ যা ২০১০ সালের HIES তে প্রাপ্ত দেশে দরিদ্র জনসংখ্যা ৩১.৫% এর খুব কাছাকাছি। প্রায় ৭০% নমুনা খানা দারিদ্র সীমার উপরে থাকা বেশ উৎসাহ ব্যঞ্জক তথ্য। এই অর্জনে প্রকল্প মারফত অবকাঠামো উন্নয়ন গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় যথাক্রমে ৭১% ও ৫৬% উত্তরদাতার মধ্যে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উত্তরদাতার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকেই আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রকল্প এলাকার সকল উত্তরদাতাই বলেছেন যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৯৪% এবং কন্ট্রোল এলাকায় ৭৬% উত্তরদাতার মতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজ হয়েছে। একইভাবে উত্তরদাতারা ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রোথ সেন্টার ও শহরে যাতায়াত সহজ হয়েছে বলে মত দিয়েছেন।

১৯টি বাছাইকৃত সড়কে হাটের দিন ও হাট বহির্ভূত দিনে যানবাহন গণনা করা হয়। হাটের দিনে মোট যানবাহন চলাচল ২০০৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। হাট বহির্ভূত দিনে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০%।

২০০৪ সালে হাটের দিনে ও হাট বহির্ভূত দিনে চলাচলকারী যানবাহনের মধ্যে যান্ত্রিক ছিল যথাক্রমে ৪৫% ও ৩৫%। সেই তুলনায় ২০১৫ সালে হাট ও হাট বহির্ভূত উভয় দিনেই চলাচলকারী যানবাহনের মধ্যে যান্ত্রিক ছিল ৬৮%। এটি অবকাঠামো উন্নয়নের সরাসরি ফল–যা যাতায়াত ব্যয় ও সময় হ্রাসের যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

নারী উন্নয়ন

নারী উত্তরদাতাদের মতে উপজেলা শহর ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজ হয়েছে এবং তারা অন্যের সাহায্য ছাড়াই আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতে পারছেন। প্রকল্প এলাকায় ৩৭% ও কন্ট্রোল এলাকায় ৩৫% নারী উত্তরদাতা কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ করেন বলে জানিয়েছেন। আবার উভয় এলাকায় ২৬% উত্তরদাতা নিজেরাই ফসল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি বাজারজাত করেন বলে জানিয়েছেন।

প্রকল্প এলাকায় ৫৩% ও কন্ট্রোল এলাকায় ৪৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মহিলাদের আয়ের সুযোগ বেড়েছে। প্রকল্পের সফলতা প্রসঙ্গে প্রকল্প এলাকার ৭৮% ও কন্ট্রোল এলাকার ৭৩% উত্তরদাতার মতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং ৪৫% উত্তরদাতার মতে নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে মূলত আয়বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে।

সুপারিশ

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত সুপারিশ

১) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন, স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম হয়েছে। এসব কাজ একই এলাকায় বাস্তবায়নাধীন অন্য কোন প্রকল্প মারফত সম্পন্ন করা যেতে পারে।

২) প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভালো হলেও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত না হওয়ায় অবকাঠামোর অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য প্রকল্পে সম্পন্ন কাজসমূহের সুষ্ঠুতার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৩) স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ছিল না। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও এর মূল্যায়ন বিষয়ে তাদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে যাতে তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন।

৪) প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়নে যোগাযোগের জন্য নির্মিত অনেক সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল করছে। এসব সড়ক উন্নত ডিজাইন অনুযায়ী পূনর্নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত বড় রাস্তা থেকে স্থানীয় রাস্তায় প্রবেশ স্থলে প্রতিবন্ধকতা কাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে।

৫) বেশিরভাগ রাস্তার স্লপ ও শোল্ডার ডিজাইনের তুলনায় কম পাওয়া গেছে । ঐসব ক্ষেত্রে অন্য প্রকল্প মারফত বা মেইনটেনেন্স ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এর কাজ উন্নততর করা যেতে পারে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সাধারণ সুপারিশ

১) ভবিষ্যৎ প্রকল্পে পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

২) গ্রামীণ সড়কের ডিজাইন ভারী যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত নয়। ভবিষ্যৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিশেষত উপজেলা সড়ক আরও মানসম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়।

৩) বৃক্ষরোপণের সাথে বৃক্ষপরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেজন্য স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপকারভোগী ও পার্শ্ববর্তী জমির মালিক সকলকে সম্পৃক্ত করার করা যায়।

৪) গ্রোথ সেন্টার, ঘাট, রাস্তা ইত্যাদি অবকাঠামো অনেক সময় প্রভাবশালীরা দখল করে নেয়। এই দখলবাজি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে স্ব-স্ব জেলার ডেপুটি কমিশনার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৫) একই প্রকল্পে অধিক সংখ্যক প্রকল্প পরিচালক কাজ করলে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সমস্যা হয়। প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক পদায়নের সর্বশেষ সার্কুলার অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ভূমিকা

বিশ্বের একটি ঘন বসতিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১০১৫ জন লোক (বিবিএস জনসংখ্যা শুমারি, ২০১১) বসবাস করে এবং গড় মাথা পিছু আয় ১১৯০.০০ মার্কিন ডলার (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪)। মোট জনসংখ্যার ৭১.১১ শতাংশ গ্রামে বসবাস করে (বিবিএস জনসংখ্যা শুমারি, ২০১১) এবং দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১.৫০ শতাংশ দারিদ্র্য-সীমার নিচে অবস্থান করে (এইচআইইএস, ২০১০)। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৩০ শতাংশ কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪ পৃষ্ঠা-১৬)। ২০০৮ সালের কৃষি শুমারিভুক্ত ৫৭% গ্রামীণ পরিবার নিজ জমিতে কৃষি কাজ করে বাকি ৪৩% ভূমিহীন, দিন মজুর কিংবা ভাগচাষী (বিবিএস/কৃষি শুমারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-২৬)।

দেশে প্রতিনিয়ত মৌসুমী বন্যা, খরা, বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব, নদী ভাঙ্গন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের ঘাটতি ও আয় রোজগার প্রতিনিয়ত কমে যাওয়ার কারণে ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী শহরমুখী হচ্ছে। এতে করে শহরেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করে। তাই গ্রামের উন্নয়নের ওপরই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ সরকার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে আসছে, এবিষয়ে সরকার নিম্ন বর্ণিত তিনটি উন্নয়ন কৌশলের প্রতি নজর দিয়ে আসছে–
(ক) পল্লী এলাকার ভৌত অবকাঠামো অর্থাৎ রাস্তা,ব্রীজ/কালভার্ট, ঘাট (নদী জেটি), গ্রোথ সেন্টার তথা বাজার উন্নয়ন;
(খ) কৃষি, সেচ, পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন; ও
(গ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

ইতোমধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করেছে। বিশেষত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে কৃষি সেক্টরে প্রবৃদ্ধি দ্রুত বাড়ছে, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে, ফসলের নিবিড়তা (Cropping Intensity) বাড়ছে ও সেচ ও পানি নিষ্কাশন খরচ কমছে।

১৯৯৬ সনে বাংলাদেশ সরকারের ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ পল্লী অবকাঠামোর ওপর একটি গবেষণা করা হয়। বিআইডিএস-এর এই গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, পরিবহণ খাত যেমন, রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে যথাক্রমে ইঞ্জিন চালিত ও ইঞ্জিন বিহীন গাড়ি ব্যবহার ২২.৪%ও ২.১% বেড়েছে।

২০০৪ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এডিবি ও জিটিসি-এর সহায়তায় খুলনা বিভাগে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মুল্যায়ন (২০১২) থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পে উপকৃত দরিদ্র পরিবারসমুহের আয় ৪৭% বেড়েছে। একই সময়ে কন্ট্রোল এলাকায় অনুরূপ পরিবারের গড় আয় ১১% হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্প উপকৃত সড়কে যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল ১৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে ও অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল ৪৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সময়ে যাতায়াত ব্যয় ১৫০% বৃদ্ধি পেলেও প্রকল্প বর্হিভূত এলাকার তুলনায় এ বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় অর্ধেক।

১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬-এর আওতায় ৪টি বিভাগের ২৬টি জেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা পুনর্নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ, স্কুল-কাম-কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ট ও ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিচে দেয়া হলো–

- গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ পরিবহন নেটওয়ার্কের সার্বিক উন্নয়ন, যথা: উপজেলা এবং ইউনিয়ন রাস্তাসহ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার স্থাপন ও উন্নয়ন; ঘাট/জেটি উন্নয়ন; স্কুল-কাম-কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা;

- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীর গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ সহ কৃষি খামার এবং খামার বহির্ভূত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করাসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১.২ প্রকল্পের এলাকা

ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের নিম্নবর্ণিত ২৬টি জেলা এই প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত।

- ❖ ঢাকা বিভাগ (আইডিএ) : ১) নারায়নগঞ্জ ২) নরসিংদী ৩) গাজীপুর ৪) মানিকগঞ্জ ৫) মুন্সিগঞ্জ ৬। ঢাকা
- ❖ রাজশাহী বিভাগ (আইডিএ) : ১) রাজশাহী ২) নওগাঁ ৩) নাটোর ৪) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫) বগুড়া ৬) জয়পুরহাট ৭) পাবনা ও ৮) সিরাজগঞ্জ
- ❖ সিলেট বিভাগ (আইডিএ) : ১) সিলেট ২) মৌলভীবাজার ৩) হবিগঞ্জ এবং ৪) সুনামগঞ্জ
- ❖ চট্টগ্রাম বিভাগ (আইডিএ) : ১) কুমিল্লা ২) ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ৩) চাঁদপুর
- ❖ চট্টগ্রাম বিভাগ (জিওবি) : ১) চট্টগ্রাম ২) কক্সবাজার ৩) নোয়াখালী ৪) ফেনী ও ৫) লক্ষ্মীপুর

১.৩ প্রকল্পের বিশদ বিবরণ

ক) প্রকল্পের নাম: পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন: ২৬ (Rural Development Project; Infrastructure Development: 26)

খ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ

গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ঘ) প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়

প্রাক্কলিত ব্যয়-বিবরণ	মূল ব্যয় বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সর্বশেষ সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
১) মোট	১,৮৪৭,৪২.১১	২,৬০২,৫৯.২০
২) বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)	৭০১,০০.১০	৮৭২,৮২.২২
৩) স্থানীয় সরকার (ইউপি)	৪২,৫৪.৯০	৪৮,২৬.৬১
৪) প্রকল্প সাহায্য (আইডিএ)	১,১০৩,৮৭.১১	১,৬৮১,৫০.৩৭
৫) পুনঃভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্য	১,১০৩,৮৭.১১	১,৬৮১,৫০.৩৭

বাস্তবায়ন কাল	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
মূল	জুলাই ১,২০০৩	জুন ৩০, ২০০৮
সর্বশেষ সংশোধিত	জুলাই ১,২০০৩	ডিসেম্বর ৩১, ২০১১
প্রকৃত	জুলাই ১,২০০৩	জুন ৩০, ২০১২ (বর্ধিত সময়)

প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি নিম্নরূপ-

আইটেম অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন: ২৬ প্রকল্পের লক্ষ্য-মাত্রা ও বাস্তব অগ্রগতি

কাজের প্রকার	একক	বাস্তবায়ন লক্ষ্য-মাত্রা (আরডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পিসিআর অনুযায়ী)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
মানব সম্পদ					
বেতন ভাতা (টিএ/ডিএ)	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	৪০৪	৫০১৮.০৭	৪০৪	৫০১৬.৯২
বাস্তব কাজ					
উপজেলা রাস্তা উন্নয়ন	কি.মি.	১২২৭	৯০২০৪.৩৪	১২২৭	৯০৮৬৬.৩৮
ইউনিয়ন রাস্তা উন্নয়ন	কি.মি.	৯০৩	২৭০৮১.৮৬	৯০৩	২৭২৪১.৮৪
রাস্তা পুনর্নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ	কি.মি.	২৩০৫	৩৪২০৭.২৩	২১৪৪	৩৪৫৫৫.৭৩
গ্রামীণ রাস্তার উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	১৭১৬৭	২৬৬০১.৫৩	১৬১৮০	
গ্রোথ সেন্টার মার্কেট উন্নয়ন/গ্রামীণ বাজার ফাংশনাল বিল্ডিং	সংখ্যা	১২৩	৬২৭২.২৪	১২৩	৬২৭১.২৪
গ্রোথ সেন্টার মার্কেট উন্নয়ন/গ্রামীণ বাজার ফাংশনাল বিল্ডিং	সংখ্যা	৩০	৫২০৭.১৫	১৩	৫৩৪৫.৫৮
ঘাট উন্নয়ন	সংখ্যা	৩১	১৬২৩.৬৮	৩১	১৬২২.৫৮
অন্যান্য ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন	সংখ্যা	২৭৬	৩৫৭.০০	২৭৬	৩৪২.০০
স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	০৭	৩৯.৮৪	০২	৩৮.৮৪
বন্যা পুনর্বাসন					
উপজেলা রাস্তা পুনর্বাসন (ব্রীজ/কালভার্টসহ) ২০০৭ বন্যা	কি.মি.	১১৫০	২৩০০০.০০	৯০০.৯	২৩০০০.০০
উপজেলা রাস্তা পুনর্বাসন (ব্রীজ/কালভার্টসহ) ২০০৪ বন্যা	কি.মি.	১০০১	১৩৯৬৪.৫৪	১০০১	১৩৯৬৪.৫৪
বৃক্ষরোপণ	কি.মি.	৯০৫	৮৬৮.৯৭	৯০৫	৮৬৮.৯৬
গ্রোথ সেন্টার মার্কেট উন্নয়ন/গ্রামীণ বাজার ফাংশনাল বিল্ডিং (২০০৪ বন্যা)	সংখ্যা	৮	১১০.৮০	৮	১১০.৮০
বিভিন্ন অফিসে আসবাবপত্র সরবরাহ	মি. টাকা	৫০৭৫	৫০৭৫	৫০১৩	৫০১৩
প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	মি. টাকা	১৪৮৬	১৪৮	৮৯৪	৮৯৪
ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন	হেক্টর	৩০২	৫৮৬৫.৫৬	৩০২	৫৮৬৫.৫৬
টেকনিক্যাল সহায়তা আইটি, ডিজাইন, সুপারভিশন ও ব্যবস্থাপনা	মি. টাকা	১৬৬৫	১৬৬৫	১৬৬৫	১৬৬৫
বৈ: প্রশিক্ষণ	মি. টাকা	১১৭৩.৩৮	১১৭৩.৩৮	১১৭১	১১৭১.৩৮
সিডি ভ্যাট	মি. টাকা	১৭৩	১৭৩	১৭২	১৭২
গাড়ি	সংখ্যা	২০৮	৩০০.৭১	২০৮	৩০০.০০

নোট: ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ২৬০২ কোটি ৫৯.২০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী মোট ব্যয় ২৫৯৯ কোটি ৯৯.৫২ লক্ষ টাকা।

১.৪ প্রকল্পের সমীক্ষার উদ্দেশ্য

টিওআর অনুযায়ী সমীক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিচে দেয়া হল–

(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন তথ্য ডিপিপি অনুযায়ী কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করা ও কোন প্রকার ব্যত্যয় বা বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তার কারণ অনুসন্ধান করা;

(খ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যসমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং মতামত প্রদান করা;

(গ) প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয়-সংক্রান্ত কার্যাবলি (যেমন-টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ন, টেন্ডার অনুমোদন ও কার্যাদেশ প্রদান) এবং বিভিন্ন প্যাকেজসমূহ (যেমন-পণ্য, নির্মাণকাজ ও সেবা ইত্যাদি) পিপিআর-২০০৮/অন্যান্য নিয়ম/বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;

(ঘ) প্রকল্প ডকুমেন্ট-দলিল ও প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ;

(ঙ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন রাস্তা নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ বাজার ও ঘাট/ জেটি নির্মাণ/উন্নয়নের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব পর্যালোচনা করা;

(চ) গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি খামার ও খামার বহির্ভূত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান পর্যালোচনা করা;

(ছ) গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণ পরিমাপ করা;

(জ) গ্রামীণ অবকাঠামো আরও কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশ প্রদান করা এবং ভবিষ্যতে সমধর্মীপ্রকল্পে প্রতিফলনের সুপারিশ করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সমীক্ষা পদ্ধতি

২.১ ধারণাগত কাঠামো

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়নঃ ২৬-এর আওতায় দেশব্যাপী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ, স্কুল-কাম-কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার স্থাপন, ঘাট উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নেবর্ণিত বিস্তারিত ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য অর্জন ও বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের লগফ্রেম ভিত্তিক ও টিওআর অনুযায়ী মূল্যায়ন নির্দেশক

উপকরণ (Input)	বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (Output Targets)	প্রত্যাশিত ফলাফল (Proposed Outcome)	উন্নয়নের প্রভাব (Impacts)
১	২	৩	৪
• জনবল নিয়োগ • পরামর্শক/সুপারভিশন কনসালটেন্ট • জনবল প্রশিক্ষণ • জমি অধিগ্রহণ/পুনর্বাসন	উপজেলা সড়ক নির্মাণ- ১২২৭ কি.মি. • ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ-৯০৩ কি.মি. • সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ-২৩০৫ কি.মি. • গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন-১৫৩টি • ঘাট/জেটি নির্মাণ-৩১ টি • স্কুল/কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ-৭ টি • বৃক্ষরোপণ-৯০৫ কি.মি. • ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ-১৭১৬৭ মিটার	• যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন: বাজার, শিক্ষাকেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গম্যতা বৃদ্ধি (%উত্তর দাতা) ▪ পরিবহন ব্যয় হ্রাস (টাকা/কি.মি. মন) ▪ পরিবহন সময় হ্রাস (মিনিট/কি.মি.) • পরিবহন ব্যবস্থা পরিবর্তন: যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক পরিবহন বৃদ্ধি (% ধরন অনুযায়ী) • এলজিইডি'র বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি: ▪ প্রকল্পে জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি • অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ও গুণগত মান বৃদ্ধি: ▪ ডেমেজ কম (%/কি.মি.) ▪ জলমগ্ন না হওয়া (%/কি.মি.) ▪ দৃশ্যমান অবস্থা (ভালো/মন্দ/মোটামুটি) ▪ ডেমেজ অংশে পেভমেন্ট ঘনত্ব (মি.মি.) ▪ উপকরণ ব্যবহার (স্টোন চিপ/ব্রিক চিপ/ইটের ধরন) • অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত ও দৃশ্যমান	• আয় বৃদ্ধি/কর্মসংস্থান বৃদ্ধি (খামার/খামার বহির্ভূত) • দুঃস্থনারী, দরিদ্র শ্রেণির মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি (স্থায়ী/অস্থায়ী) • জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার • দারিদ্র্য-সীমার উপরে আয় (%HH) • ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধি • কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি (%) • বাজারজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধি (%) • সমাজে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি (উত্তর দাতা) • সিদ্ধান্ত গ্রহণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি (% উত্তর দাতা)

২.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহ ও ফলাফল নিরূপণের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে -

(ক) রেকর্ড অনুসন্ধান

ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে বাস্তব অগ্রগতি নিরূপণের জন্য শুরুতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট রেকর্ড: পিসিআর, ডিপিপি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় রেকর্ড পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের ইনপুট/ডিজাইন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

(খ) সংখ্যাগত যাচাই

প্রকল্প এলাকার খানা প্রধানদের নিকট থেকে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রকল্পের সার্থকতা তথা সফলতা সর্ম্পকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এর মাধ্যমে প্রকল্পের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়। বিশেষত কৃষি উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিদ্যালয়ে গম্যতা এবং উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি নমুনা সড়কে হাটের দিনে একবার ও হাট-বহির্ভূত দিনে ১ বার সকাল ৬.০০ থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত যানবাহন গণনা করা হয়েছে।

(গ) গুণগতমান যাচাই

প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ অংশের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য একটি গভীর অনুসন্ধান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ব্যবহার করে খানা জরিপ ও বিভিন্ন ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। যেমন- মুখ্য উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও এফজিডি করা হয়েছে।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয় এবং এর মাধ্যমে নমুনায়িত উপজেলার এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট,হেল্‌থ সেন্টার/মার্কেট ,স্কুলভবন,রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ এর বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন রেজিস্টার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা করে এই চেকলিস্ট পূরণ করা হয়, নমুনায়িত এলাকায় এই কার্যক্রমের আওতায় থেকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীগণ চেকলিস্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। এছাড়া প্রকল্পের ক্রয়-সংক্রান্ত কার্যাবলির থেকে তথ্য সংগ্রহের একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

দলগত আলোচনার মাধ্যমে (এফজিডি) অভিষ্ট জনগোষ্ঠীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনায়িত ১৩টি জেলার ২৬টি উপজেলায় ন্যূনতম একটি ইউনিয়নে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পরিচালনা করা হয়।
প্রতিটি আলোচনায় নিম্নে বর্ণিত তিন শ্রেণিভুক্ত দলের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়-

(ক) মধ্যম ও বড় কৃষক, শিক্ষক ও এনজিও কর্মী;
(খ) এলসিএসএফ (LCS-F) মহিলা গ্রুপ, দরিদ্র/বিত্তহীন মহিলা;
(গ) ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও পরিবহন কর্মী;
(ঘ) দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রতিটি গ্রুপের নিকট হতে আলাদা চেকলিস্ট-এর মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি দলে ৮-১০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডি-এর সদর দপ্তরের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তা, ইউএনও ,উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ইউপি মহিলা সদস্য, স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, গুণগতমান অর্জন, সফলতা ও দুর্বলতা বিষয়ে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতি তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য প্রকল্পের অঙ্গ-ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন; প্রকল্পের বর্তমান ও পূর্বের অবস্থার মধ্যে এলাকাভিত্তিক পার্থক্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ কাজ ও মালামাল/সেবা ক্রয় পিপিআর–২০০৮ মোতাবেক সম্পাদন করা হয়েছে কিনা এবং এর গুণগত মান যাচাই করাসহ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি বিভাগে একটি করে ৪টি কেস স্টাডি সম্পাদন করা হয়েছে যা প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২.৩ নমুনায়ন পদ্ধতি

২.৩.১ নমুনার আকার নির্ণয় ও বিভাজন

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের উপকারভোগী পর্যায়ে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২৬টি জেলার মধ্যে TOR এ নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৩টি জেলাকে নমুনায়িত জেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নমুনায়িত ১৩টি জেলার প্রতিটি থেকে একতৃতীয়াংশ উপজেলা সড়ক বাছাই করা হয়। নুমনায়িত জেলা থেকে ইউনিয়ন সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, ঘাট ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়। নমুনা জেলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় সদর ও বৃহত্তর জেলা সদর বাদ দেয়া হয়েছে যাতে গবেষণা সমীক্ষাটি বড় শহরের প্রভাব মুক্ত হয়। নমুনায়িত জেলার ১০টি আইডিএ সহায়তাধীন ও ৩টি জিওবি সহায়তাধীন জেলা।

সমীক্ষার মূল কাজ ছিল খানা জরীপ। এই জরীপের জন্য নিচে বর্ণীত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকল্পে উপকৃত ২৩৪০টি খানা ও প্রকল্পে সরাসরি উপকৃত নয় এমন কন্ট্রোল এলাকা থেকে ৭৮০টি খানা বাছাই করা হয়। জরীপের খানা বাছাই করা হয়েছে Cluster ভত্তিক Systematic Random Sampling পদ্ধতি অনুসরণ করে। নমুনার আকার নিম্নরূপ-

নমুনা আকার (sample size) নির্ধারণে ক্লাস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে–

$$n = \frac{[z^2 (1 - p)]}{d^2 p} \text{ x ডিজাইন ইফেক্ট (e)}$$

এখানে,

n = নমুনা আকার (Sample Size)

z = Standard Normal Variate নির্ধারণ করা হয়েছে 1.96 (৯৫% কনফিডেন্স লেভেলে)

ধরা হয়েছে, p = 0.50 (যেহেতু, উপকারভোগী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, তাই পরিসংখ্যানের সূত্র অনুযায়ী p এর মান 0.50 ধরা হয়েছে)

d হচ্ছে রিলেটিভ প্রিসিশন কনসিডার্ড ৫% error অর্থাৎ n মারফত প্রাপ্ত গড় প্রকৃত গড়ের সর্বোচ্চ ৫% কম বা বেশি হবে।

e = 1.5; (Simple Random Sampling এর সাথে Cluster Sampling এর Variance এর ব্যবধান হয়ে থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে e এর মান 1.5 ধরা হয়েছে)

সুতরাং, $n = \frac{(1.96)^2 (1 - 0.50)}{(0.05)^2 (0.50)} \text{ x } 1.5$

$= \frac{3.8416 \text{x} 0.50}{(0.0025)(0.50)} \text{ x } 1.5$

$= \frac{1.9208}{0.00125} \text{ x } 1.5$

$= 1536.64 \text{ x } 1.5$

$= 2304.96 = 2305$

∴ নমুনার আকার = ২৩০৫

এই গবেষণায় এক তৃতীয়াংশ নমুনা কন্ট্রোল এরিয়া থেকে নেওয়া হয়, এতদসত্ত্বেও প্রকল্পের উপকারভোগী এলাকায় প্রাক্কলিত ২৩০৫ এর স্থলে ২৩৪০টি নমুনা নেওয়া হয়। বাস্তবতার নিরিখে প্রতি উপজেলা থেকে ৯০টি করে (৯০X২৬)=২৩৪০টি নমুনা নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের প্রভাব সঠিকভাবে যাচাই করার নিমিত্ত প্রকল্পে সরাসরি উপকৃত অবকাঠামো থেকে ২.০ কি.মি. হতে ২.৫ কি.মি. দূরত্বের) গ্রামে মোট ৭৮০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সকল নমুনা কন্ট্রোল এরিয়া হিসেবে প্রকল্পের প্রভাব মুক্ত কম/কম প্রভাব সম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়েছে।

ফলে মোট নমুনার আকার হল– ২৩৪০+৭৮০=৩১২০ টি। নমুনায়িত ১৩টি জেলার ২৬টি উপজেলার প্রতিটি হতে ১২০টি করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সকল ইউনিয়ন এবং গ্রামে প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রমসমূহ অধিক পরিলক্ষিত হয়েছে সে সকল ইউনিয়ন এবং গ্রাম হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পাধীন জেলা এবং উপজেলা ভিত্তিক নমুনার বিভাজন নিম্নে প্রদত্ত হল।

সমীক্ষায় নমুনায়িত ১৩ নমুনা জেলায় ২৬ টি উপজেলায় প্রতিটিতে গড়ে ৯০ টি মোট ২৩৪০ টি প্রকল্পে উপকৃত ও ৩০টি করে ৭৮০ টি কন্ট্রোল খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়। ১০ জন তথ্য সংগ্রহকারী খানা জরিপ সমাপ্ত করে। ০৪ জন সুপারভাইজার সরজমিনে মাঠ পর্যায়ে খানা জরিপ কার্যক্রম এর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ন করে। খানা জরিপে প্রতি খামার খানা প্রধানের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সেইসাথে নারী উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত মতামত নিতে খানা প্রধান ছাড়াও প্রতি খানায় ১জন বয়স্ক নারীকে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করা হয়।

খানা জরীপ ছাড়াও সমীক্ষার কাজে বিভিন্ন অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। অবকাঠামো যথা ইউনিয়ন সড়ক উপজেলা সড়ক, ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদি বাছাই ক্ষেত্রে দৈবচয়ন (random) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি বরং Purposive sampling করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রভাব নির্দেশক (impact indicator) যথা আয়, ব্যয়, ফসল উৎপাদন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের একক (unit) হিসেবে ধরা হয়েছে খানা (household)। অবকাঠামোর অবস্থা বিশ্লেষণে একক হিসেবে নেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট বাছাইকৃত অবকাঠামো যেমন–রাস্তা (কি.মি.), ব্রীজ/কালভার্ট (সংখ্যা), বাজার সংখ্যা ইত্যাদি। অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও একক ধরা হয়েছে উত্তরদাতা পরিবার বা উত্তরদাতা।

প্রতিটি নমুনা খানার তথ্য নেয়া হয়েছে খানা প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে। তার অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প বিষয়ে নারীদের মতামত ও নারী উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব দেখার জন্য প্রাপ্ত খানা থেকে খানা গ্রুপ ছাড়া একজন বয়স্ক নারীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। যেহেতু প্রকল্প এলাকায় RTIP-এর আওতায় হয়েছে, তাই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমীক্ষায় নমুনার আকার ও বিভাজন (sample size and distribution) নিচে দেয়া হল–

২.৩.২ নমুনা এলাকা-উপকারভোগী জরিপ

ক) ৪টি বিভাগের ১৩টি জেলা (টিওআর মোতাবেক) সংযোজনী-২

খ) নমুনায়িত প্রতিটি জেলা হতে ২টি উপজেলা বাছাই করা হয়েছে এবং প্রতিটি উপজেলা ১টি করে প্রকল্পভুক্ত উপজেলা সড়ক কিংবা প্রকল্পভুক্ত উপজেলা সড়ক না থাকলে ১টি ইউনিয়ন সড়ক নেওয়া হয়েছে।

গ) নমুনায়িত এলাকার যে সকল ইউনিয়ন এবং গ্রামে প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম বেশি পরিমাণ দৃশ্যমান হয়েছে, সে সকল ইউনিয়ন এবং গ্রামকে প্রকল্পের খানা জরিপের নমুনা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.৩.৩ অবকাঠামো জরিপ

প্রকল্প এলাকায় নিম্নোক্ত অবকাঠামোসমূহ বাস্তব জরিপের আওতায় নেওয়া হয়েছে।

ক) উপজেলা রোড-ব্রীজ/কালর্ভাটসহ নমুনা জেলার ২টি করে উপজেলা/ইউপি সড়ক, মোট সড়ক ৩০টি;

খ) বাছাইকৃত সড়কে ৩৪টি ব্রীজ কালভার্ট;

গ) গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার-বাছাইকৃত ৪টি নমুনা গ্রোথ সেন্টার;

ঘ) বাছাইকৃত ৭টি ঘাট;

ঙ) স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টার ১টি;

চ) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি–বাছাইকৃত ৪টি সড়কে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি;

২.৪ যানবাহন জরিপ (ট্রাফিক কাউন্ট)

এই সমীক্ষার আওতায় ১৩টি নমুনা জেলায় মোট ১৯টি উপজেলা সড়কে একটি করে গ্রোথ সেন্টার-এর ০.৫ থেকে ১.০ কি.মি. দূরত্বে বাজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ-নির্গমণ স্থানে (হাটের দিন ও হাট বিহীন দিনে) ভোর ৬:০০ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত মোট ১২ ঘণ্টা চলাচলকারী সব ধরনের যানবাহন গণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

২.৫ সাক্ষাৎকার

২.৫.১ যানবাহন মালিক ও চালক সাক্ষাৎকার

২৬টি উপজেলায় মোট ১৮৭ জন যানবাহন চালক ও মালিকদের কাছ থেকে রাস্তার বর্তমান অবস্থা, চলাচলকারী যানবাহনের ধরণ, গন্তব্যস্থান, যাতায়াতের সময়, যাতায়াত ব্যয়, যাতায়াত ও পরিবহন ভাড়া, বিভিন্ন ধরনের পরিবহনের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যায়, রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তার বিদ্যমান অবস্থা জানতে চাওয়া হয়েছে।

২.৫.২ রাস্তা/সড়ক ব্যবহারকারী/যাত্রীদের সাক্ষাৎকার

নমুনায়িত রাস্তায় যে সকল যাত্রী যাতায়াত করে তাদেরকে নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নিদিষ্ট সময়ে তাদের গন্তব্য স্থান, কোথা থেকে এসেছেন, যাতায়াত ভাড়া ও সড়ক ব্যবহারের সুবিধাদি ও তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়।

২.৫.৩ গ্রোথ সেন্টার ব্যবহারকারীদের সাক্ষাৎকার

কী ধরনের মালামাল বিক্রয় হয় এবং ইজারা কত ও বিদ্যমান সুবিধাদি যেমন সেড, ড্রেন, অভ্যন্তরীণ মহিলা বাজার ও বিদ্যমান যাতায়াত সুবিধাদি আছে কিনা এবিষয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সমীক্ষায় গ্রোথ সেন্টার ব্যবহারকারী সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে আছেন ইজারাদার, দোকানদার ইত্যাদি।

২.৫.৪ ঘাট ব্যবহারকারীদের সাক্ষাৎকার

ঘাটের ইজারা, কোথায় যাতায়াত করা যায়, কোথা হতে নৌকা আসে, লঞ্চ, ইঞ্জিন চালিত নৌকা এবং অন্যান্য যানবাহনের যাতায়াত বিষয়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যাদি রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে। এই সমীক্ষায় ৮টি ঘাটে ঘাট ব্যবহারকারীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

২.৫.৫ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

সুবিধাভোগীদের নিকট হতে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি জেলায় ৩টি করে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে (প্রতি এলাকায় ৩টি হিসেবে)। সর্বোপরি প্রকল্পের আওতায় মোট এফজিডি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৫১টি ফোকাস গ্রুপে প্রতিটিতে ৮-১০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে।

২.৫.৬ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার

এই সমীক্ষায় সমাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিকট হতে সহজ প্রশ্ন ও চেকলিস্ট ব্যবহার করে প্রকল্পে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় এলজিইডি, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনাক্রমে ৩টি প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। এছাড়া প্রতিটি নমুনা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়্যারম্যান, মহিলা সদস্য ও সচিবের সাথে আলোচনা করে একটি প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়েছে।
মোট কেআইআই-এর সংখ্যা হচ্ছে ২৬ উপজেলা x ৪= ১০৪টি

২.৫.৭ কেস স্টাডি

প্রতিটি নমুনায়িত বিভাগ হতে দৈবচয়ন নীতিতে ১টি কেস স্টাডি ও উন্নয়ন ধারার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে মোট কেস স্টাডি এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪x ১=৪টি।

২.৬ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

তথ্য সংগ্রহকালীন প্রকল্প এলাকায় ১টি স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় এলজিইডি এর আরডি-২৬ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী ও সুবিধাভোগীদের সম্বনয়ে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের সুবিধা বা অসুবিধাদি সম্বন্ধে ধারণা নেয়া হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নির্বাচিত খানার বৈশিষ্ট্য

৩.১ সমীক্ষা এলাকার জনমিতি বিশ্লেষণ

আইডিএ সহায়তাধীন ২০ টি ও জিওবি সহায়তাধীন ৬টি সর্বমোট ২৬ টি উপজেলা প্রকল্প হতে সরাসরি উপকৃত ও সরাসরি উপকৃত নয় এরূপ মোট ৩১২০ টি খানা জরিপভুক্ত করা হয়। উক্ত মোট উত্তর দাতা পরিবারের মধ্যে প্রকল্পে উপকৃত ৪.৪% ও উপকৃত নয় এমন ৬.২% নারী প্রধান। এটি জাতীয়ভাবে ১১% নারী প্রধান পরিবারের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন যেখানে পুরুষ প্রধান পরিবার তুলনামুলক ভাবে বেশি দেখা যাচ্ছে।

সারণি-১ : পরিবারে পুরুষ-প্রধান ও নারী-প্রধান উত্তরদাতাদের বিবরণ

পরিবার প্রধান	উপকারভোগী	কন্ট্রোল
পুরুষ প্রধান	২২৩৮	৭৩২
হার (%)	৯৫.৬	৯৩.৮
মহিলা প্রধান	১০২	৪৮
হার (%)	৪.৪	৬.২
সকল	**২৩৪০**	**৭৮০**

ফিগার-১: নারী প্রধান পরিবার (%)

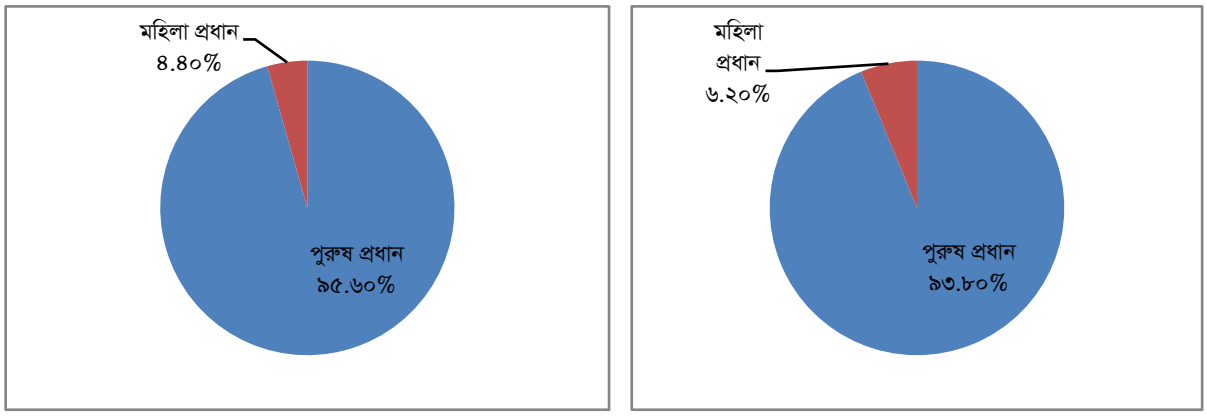

সারণি-২ থেকে দেখা যায় যে প্রায় অর্ধেক খানা প্রধানের বয়স ৩০-৪৯ বছরের মধ্যে ও প্রায় ৪০% খানা প্রধান পঞ্চাশোর্ধ্ব। বয়সে তরুণ খানা প্রধান খুব বেশি নয়, মাত্র ১০% এর মত। এলাকাভেদে এর ভিন্নতা তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।

সারণি-২: পরিবার প্রধান উত্তরদাতাদের বয়স

পরিবার প্রধানের বয়স (বছর)	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৮-২৯	২৪৪	১০.৪	৮৯	১১.৪
৩০-৪৯	১১৬৪	৪৯.৮	৩৮৯	৪৯.৯
৫০ ও তদূর্ধ্ব	৯৩২	৩৯.৮	৩০২	৩৮.৭
সকল পরিবার	২৩৪০	১০০	৭৮০	১০০

ফিগার-২: উত্তরদাতা খানা প্রধানের বয়স

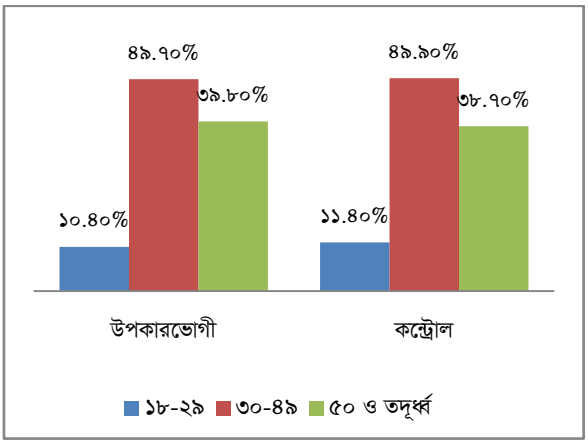

সারণি-৩ থেকে দেখা যায় যে সার্বিকভাবে প্রকল্প এলাকায় ২৩৪০টি পরিবারের ১৩.৮% পরিবার প্রধান নিরক্ষর, কেবলমাত্র নাম দস্তখত করতে জানেন ২৭.৩% ও কিছু লেখাপড়া করলেও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ন করতে পারেননি আরও ২০.৭%। তার অর্থ, মাত্র ৩৮.২% পরিবার প্রধাণ প্রাথমিক বা তদুর্ধ শিক্ষা লাভ করেছেন। জাতীয়ভাবে স্বাক্ষরতা হার প্রায় ৫২%এর তুলনায় উত্তরদাতা পরিবার প্রধানদের কার্যকর স্বাক্ষরতা কম। সমীক্ষাধীন এলাকা তুলনামূলক ভাবে অনুন্নত হওয়ায় স্বাক্ষরতা কম হতে পারে। আবার প্রকল্প এলাকার মধ্যেই প্রকল্পে সরাসরি উপকৃত পরিবারসমূহে স্বাক্ষরতা হার বেশী (উন্নত সড়কের ১ কি.মি. এর মধ্যে)। সে তুলনায় একই উপজেলার উন্নত সড়ক থেকে দূরে অবিস্থত গ্রামের উত্তরদাতাদের স্বাক্ষরতার হার কম।

সারণি-৩ : উত্তরদাতা খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষার বিবরণ	সকল ২৬টি উপজেলা			
	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
অশিক্ষিত	৩২৪	১৩.৮	৯৫	১২.২
শুধুমাত্র স্বাক্ষর জানে	৬৩৮	২৭.৩	২৫৭	৩৩
প্রাইমারি (৪ ক্লাস পর্যন্ত)	৪৮৫	২০.৭	১৬১	২০.৬
প্রাইমারি – এসএসসি এর কম	৩৭৮	১৬.২	১৪০	১৮
এসএসসি	২৯৩	১২.৫	৬৫	৮.৩
এইচএসসি	১১৬	৫.০	৫৬	৭.২
স্নাতক +	৫৪	২.৩	৪	০.৫
কওমি মাদ্রাসা	৫	০.২	১	০.১
অন্যান্য	৪৭	২.০	১	০.১
সকল উত্তরদাতা	২৩৪০	১০০	৭৮০	১০০

ফিগার -৩ : খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

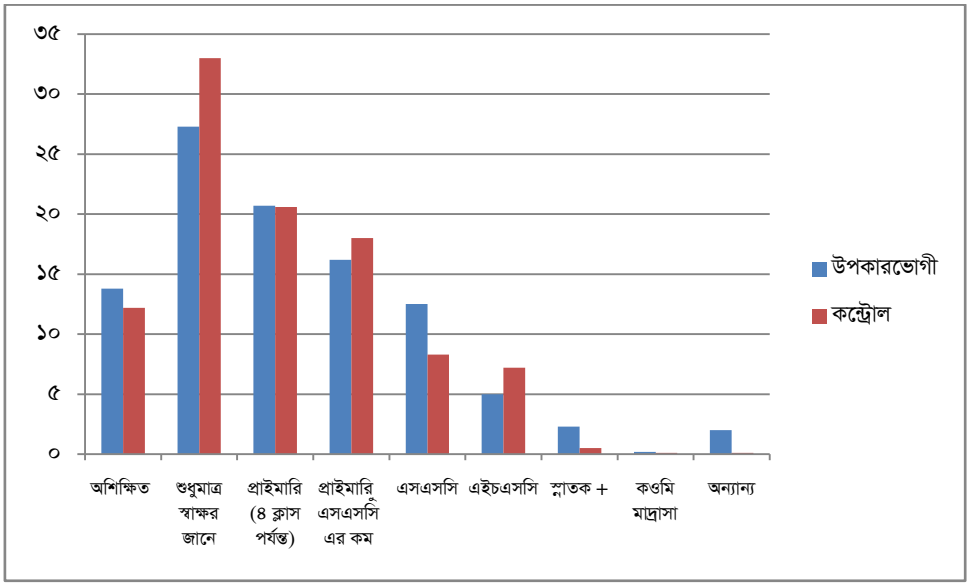

খানা প্রধান ছাড়াও প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় প্রতি পরিবার থেকে একজন বয়স্ক নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, মূলত নারী উন্নয়ন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর জানতে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় এক পঞ্চমাংশের নারী উত্তরদাতা নিরক্ষর কিংবা শুধুমাত্র নাম দস্তখত করতে জানেন এবং আরও প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ স্কুলে ভর্তি হলেও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেননি। এতে দেখা যায় যে, প্রায় ৭১ শতাংশ নারী উত্তরদাতা নিরক্ষর কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার নিচে। অর্থাৎ কেবল ২৯ শতাংশ নারী উত্তরদাতা প্রাথমিক বা তার উর্ধ্বে শিক্ষা লাভ করেছেন এসএসসি কিংবা তার উর্ধ্বে শিক্ষা লাভ করেছেন মাত্র ১২ শতাংশ এবং এইচএসসি অথবা বিএ পাস করেছেন এমন নারী উত্তরদাতার সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ। প্রাথমিক স্তরের উপরে সকল পর্যায়ে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা শতকরা হিসেবে প্রকল্প এলাকার তুলনায় কন্ট্রোল এলাকায় কম। উল্লেখ্য যে, সকল নারী গ্রামের বাইরে কাজ করেন এবং গ্রামে থাকে না তারা গণনায় আসে নি। সাম্প্রতিক কালে নারী শিক্ষার হার বাড়লেও এখনও তারা প্রকল্প ও কন্ট্রোল উভয় এলাকায়ই পিছিয়ে আছেন পুরুষের তুলনায়।

প্রকল্প এলাকায় সার্বিকভাবে পরিবার প্রতি গড়ে ১.৪ জন উপার্জনকারী সদস্য রয়েছে যা কন্ট্রোল এলাকায় গড়ে ১.৩ জন তন্মধ্যে নারী উপার্জকারীর মাত্র ২.২৫%।

সারণি-৪: উত্তরদাতা খানায় উপার্জনকারী কর্মীর সংখ্যা

উপার্জনকারীর বিবরণ	উপকারভোগী	কন্ট্রোল
Male Earner HH	২২৭১	৭৬৮
Number of Male earner	৩১৯১	১০২৪
Average Male Earners	১.৪	১.৩
Female Earner HH	৬৯	২৪
Number of Female earner	৭৩	২৪
Average Fem Earners	১.১	১.০
All House holds	২৩৪০	৭৮০
All Earners	৩২৬৪	১০৪৮
Average Earners	১.৪	১.৩

৩.২ খামার আয়তন ও কৃষি উৎপাদন

সার্বিকভাবে প্রকল্পে উপকৃত পরিবারের ৫৪.৯% ও সরাসরি উপকৃত নয় এমন পরিবারের ৫৫.৬% ভূমিহীন। তাদের কোন চাষযোগ্য জমি নেই। এই হার জাতীয় কৃষি শুমারি, ২০০৮-এর তথ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ যেখানে ৪৭% পরিবারের কৃষি জমি

নেই। আধা একরের কম কৃষি জমি আছে এমন প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা ১০ শতাংশ এবং প্রায় এক চতুর্থাংশ কৃষকের জমির পরিমাণ আধা একর থেকে ২.৫ একরের মধ্যে যারা ক্ষুদ্র কৃষক হিসেবে বিবেচিত।

সারণি-৫ : নিজস্ব চাষযোগ্য জমির পরিমাণ

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ	সকল ২৬টি উপজেলা			
	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	% of HH	সংখ্যা	% of HH
জমি নেই	১২৮৪	৫৪.৯	৪৩৪	৫৫.৬
১ - ৪৯ শতাংশ	২৩৪	১০.০	৭৫	৯.৬
৫০ - ১৪৯ শতাংশ	৪২১	১৮.০	১২৪	১৫.৯
১৫০ - ২৪৯ শতাংশ	১৯৬	৮.৪	৬১	৭.৮
২৫০ - ৭৪৯ শতাংশ	১৭৫	৭.৫	৭৪	৯.৫
৭৫০ শতাংশ বা এর বেশি	৩০	১.৩	১২	১.৫
All Farm Size	সংখ্যা	২৩৪০		৭৮০
	Total Area	১৯০৭২২		৭১৯৫৪
	Avg. Area	৮১.৫		৯২.২

ক্ষুদ্র কৃষকেরা মোট উত্তরদাতা পরিবারের এক চর্তুথাংশ কিন্তু কৃষি জমি আছে এমন পরিবারের অর্ধেক। প্রকল্পে উপকৃত ও উপকৃত নয় এমন উত্তরদাতা যথাক্রমে ৮ ও ১০ শতাংশ মধ্যম কৃষক-যাদের জমির পরিমাণ ২.৫ থেকে ৭.৫ একর। বড় কৃষক-যাদের জমির পরিমাণ ৭.৫ একরের উর্ধ্বে এরা সংখ্যায় মাত্র ১.৩ ও ১.৫ শতাংশ। সমীক্ষা এলাকায় পরিবার প্রতি কৃষি জমি মাত্র ৮৪ শতক যা প্রকল্পে উপকৃতের ক্ষেত্রে ৮১.৫ শতক এবং উপকৃত নয় এমন পরিবারের ৯২ শতক। তবে দুই জরিপে ভূমিহীনের সংখ্যায় ভিন্নতা দেখা যায়। ২০০৪ (46%) এর তুলনায় ২০১৫ তে ভূমিহীন বেশী ছিল (প্রকল্প এলাকায় ৫৫% ও কন্ট্রোল এলাকায় ৫৬%)। দশ বৎসরের ব্যবধানে ভূমি খন্ডিতকরণ বেড়েছে অনেক প্রান্তিক কৃষক বর্তমানে ভিটে বাড়ি ছাড়া কোন জমি না থাকায় ভূমিহীন হয়েছে।

৩.৩ আয় ও ব্যয়

প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় পরিবার প্রতি মাসিক আয় কম বেশি ১৮,০০০ ও ১৬,০০০ হাজার টাকার তুলনায় মাসিক ব্যয় ছিল কম বেশি ১২,০০০ ও ১১,০০০ হাজার টাকা **(সারণি-৮ ও ৯)**। প্রকল্প এলাকায় মোট ব্যয়ের ৬৩% খাদ্যখাতে খরচ হয়েছে যা কন্ট্রোল এলাকায় ছিল ৬৫%। প্রকল্প এলাকায় খাদ্য খাতে কিছুটা কম ব্যয় সংশ্লিষ্ট পরিবার সমূহের আপেক্ষিক স্বচ্ছলতার ইঙ্গিত বহন করে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা খাতে ব্যয় ছিল ৯.৮ শতাংশ যা কন্ট্রোল এলাকায় কিছুটা কম (৯ শতাংশ)। একইভাবে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ইত্যাদি বাবদ ২.৯ শতাংশ ব্যয় হয়েছে যা কন্ট্রোল এলাকায় কিছুটা কম (২.৭ শতাংশ)। প্রকল্প এলাকায় তুলনামূলকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বেশি। সে তুলনায় কন্ট্রোল এলাকায় বিদ্যুতের পরিবর্তে প্রাকৃতিক জ্বালানি ব্যবহার হওয়ায় জ্বালানি খরচ কম হয়ে থাকতে পারে।

প্রকল্প এলাকায় মোট উত্তরদাতা পরিবারের ৩৯% ফসল খাত থেকে, ২৮% পশুপালন থেকে, ৩% বাগান, কৃষি থেকে ও ১% মৎস্য খাত থেকে আয় পাচ্ছে। অকৃষি খাতের মধ্যে প্রধান আয়ের উৎস হচ্ছে ব্যবসা (প্রকল্প এলাকায় ৩৫%, কন্ট্রোল এলাকায় ২৬%), পরিবহন (প্রকল্প এলাকায় ৮%, কন্ট্রোল এলাকায় ১১%) ও রেমিটেন্স (প্রকল্প অনুযায়ী উভয় এলাকায় প্রায় ১২%) পরিবার।

সারণি-৬ (ক) : আয়ের উৎস অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা

আয়ের উৎস		উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১. ফসল থেকে		৯২০	৩৯.৩	৩০১	৩৮.৬
২. পশু পালন থেকে (হাঁস/মুরগী/গরু/ছাগল পালন)		৬৫১	২৭.৮	২১৬	২৭.৭
৩. ব্যবসা-বাণিজ্যে থেকে		১০৬৬	৪৫.৬	২৬৯	৩৪.৫
৪. শাক্-সবজির বাগান/ফলের বাগান থেকে		৩১৪	১৩.৪	১০৪	১৩.৩
৫. মৎস্য চাষ থেকে		১১২	৪.৮	২৫	৩.২
৬. চাকুরী		৩৪৬	১৪.৮	৯৩	১১.৯
৭. অন্য স্থান থেকে প্রেরিত (অভ্যন্তরিণ)		৭৩	৩.১	১৮	২.৩
৮. বিদেশ থেকে (রেমিটেন্স)		২৯৪	১২.৬	৯১	১১.৭
৯. বন্ধকী সম্পদ থেকে/লিজ জমি থেকে		১৪৯	৬.৪	৪৬	৫.৯
১০. ঋণ দেওয়া থেকে/সুদ থেকে		৪৯	২.১	১৭	২.২
১১. ড্রাইভার, বাস চালক, নসিমন/সিএনসি চালক, ভ্যান চালক, রিকসা চালক		১৯৪	৮.৩	৮৩	১০.৬
১২. মিস্ত্রি/ রাজ মিস্ত্রি		১৫৯	৬.৮	৮৭	১১.২
১৩. কৃষি শ্রমিক		১১২	৪.৮	৪১	৫.৩
১৪. অকৃষি শ্রমিক		৫০	২.১	৩৫	৪.৫
১৫. অন্যান্য (নাপিত, দর্জি, ভাতা, পেনশন)		৪৩	১.৮	৩০	৩.৮
Total*	Number of HH		২,৩৪০		৭৮০
	Total Tk		৪১,৬০৮,৫৭৯		১২,৪০৪,৬১১
	Avg. income (tk.)		১৭,৭৮১		১৫,৯০৩

* অনেক পরিবার একাধিক খাত থেকে আয় পেয়েছে, সেজন্য যোগফল ১০০% এর বেশি দেখা যাচ্ছে।

ফিগার-৪ (ক): আয়ের উৎস্য (খানার %)

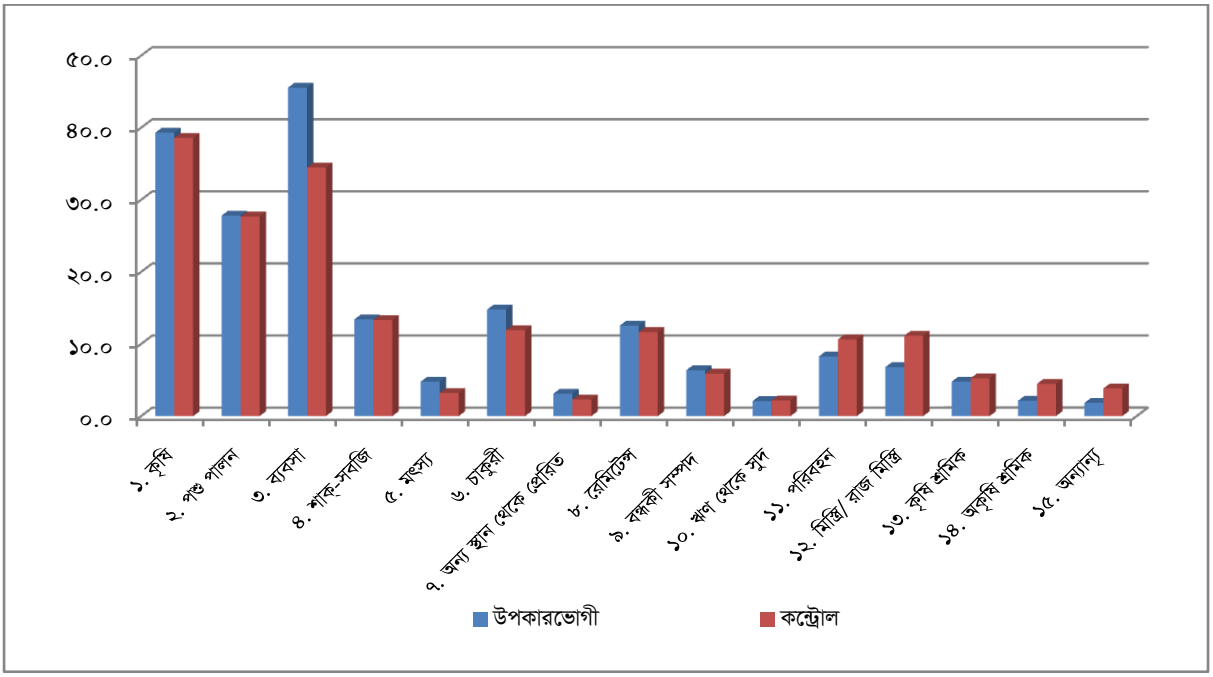

সারণি-৬ (খ) : পরিবারের মোট আয়ের বন্টন

মাসিক আয়				
পরিবারের মোট আয় (টাকা)	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৫০০০ এর কম	৪৫	১.৯	১৭	২.২
৫,০০০ -৭,০০০	১৮৬	৭.৯	৫১	৬.৫
৭,০০১ - ১০,০০০	৪৫৮	১৯.৬	১৮১	২৩.২
১০,০০১ - ১৫,০০০	৭৩২	৩১.৩	২৪৬	৩১.৫
১৫,০০১ - ২০,০০০	৩৬৩	১৫.৫	১২৩	১৫.৮
২০,০০১ - ২৫,০০০*	১৯৫	৮.৩	৬৫	৮.৩
২৫,০০১ - ৩০,০০০	১১৩	৪.৮	৪৬	৫.৯
৩০,০০০ এর বেশি	২৪৮	১০.৬	৫১	৬.৫
মোট	**২৩৪০**	**১০০.০**	**৭৮০**	**১০০.০**
গড় আয়	**১৭৭৮১.৪৪**		**১৫৯০৩.৩৫**	

* নমুনা আকার দুই এলাকায় ভিন্ন বলে ফলাফল সমান হয়েছে

ফিগার-৪ (খ): পরিবারের মোট আয়ের বন্টন

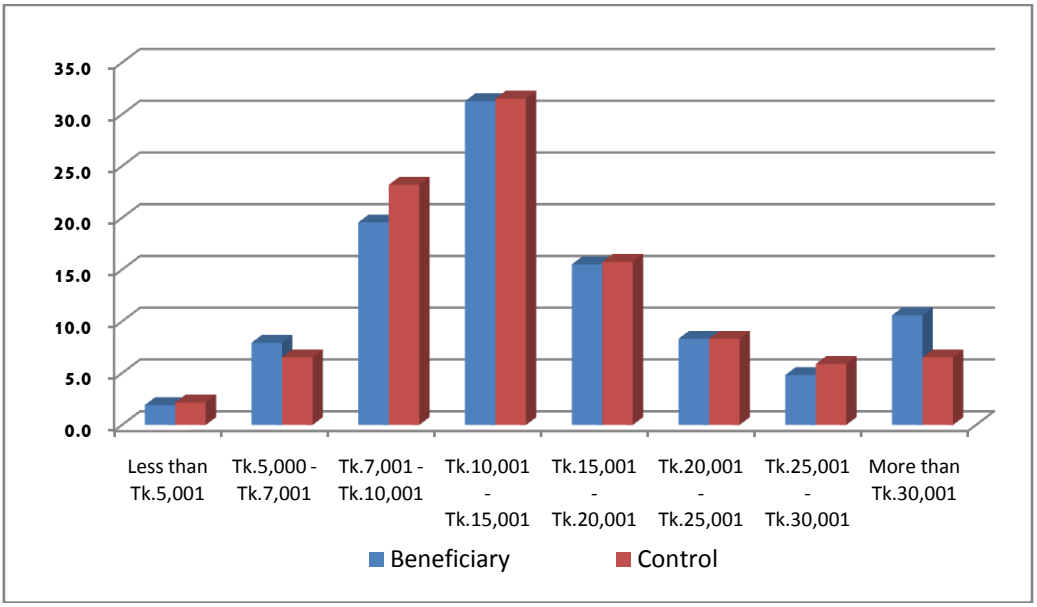

প্রকল্প এলাকার ৯.৮% ও কন্ট্রোল এলাকার ৮.৭% খানার মাসিক আয় ৭০০০ টাকার নিচে। ২০১০ সালের HIES অনুযায়ী তাদের আয় দারিদ্রসীমার নিচে। প্রকল্প এলাকার আরও ১৯.৬% ও কন্ট্রোল এলাকার ২৩.২% খানার মাসিক আয় সাত থেকে দশ হাজারের মধ্যে, যারা দারিদ্রসীমার উপরে হলেও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে। দেশের সার্বিক দরিদ্র জনসংখ্যা ৩১.৫% (২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী) এর তুলনায় উত্তরদাতা পরিবারের বর্তমানে আয়ের হিসেবে কম।

২০০৪ সালে প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকার পরিবার প্রতি বার্ষিক আয় ছিল যথাক্রমে ৬৯,৫৬৫ ও ৭৬,০৩৩ টাকা (মাসিক ৫৮০০ ও ৬৩০০)। ১০ বৎসরে আর্থিক আয় দ্বিগুণ হলে প্রকৃত আয় সমান থাকে। সে তুলনায় প্রকল্প এলাকায় আয় তিন গুণ হয়েছে ও কন্ট্রোল এলাকায় ২.৫ গুণ হয়েছে যা দারিদ্র হ্রাসে সহায়তা করেছে।

প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় যথাক্রমে ৭১.৩ ও ৫৫.৫ শতাংশ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে **(সারণি-৭)**।

সারণি-৭ : পূর্বের তুলনায় মাসিক আয় বেশি/কম (উত্তরদাতাদের মতামত অনুযায়ী)

পূর্বের তুলনায় মাসিক আয়	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১. কম	২৩১	৯.৯	১১৬	১৪.৯
২. বেশী	১৬৬৯	৭১.৩	৪৩৩	৫৫.৫
৩. একই	৪৪০	১৮.৮	২৩১	২৯.৬
মোট	**২৩৪০**	**১০০**	**৭৮০**	**১০০**

প্রকল্প ও কন্ট্রোল উভয় এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আয় বৃদ্ধির অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি-যা যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত **(সারণি-৮)**।

সারণি-৮ : আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণসমূহ*

আয় বৃদ্ধির কারণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১. উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১০১৬	৫৯.৪	২৬৩	৬০.২
২. কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার ও শিল্পায়ন	৭২	৪.৩	১২	২.৮
৩. শিক্ষার প্রসার	১৫১	৮.৮	২০	৪.৬
৪. নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি	১৭৫	১০.২	৫৮	১৩.৩
৫. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি	১৪৭	৮.৬	৪১	৯.৪
৬. বাজার ও গ্রোথ সেন্টার বৃদ্ধির	২	০.১	০	০.০
৭. বেতন কাঠামো ও মজুরী বৃদ্ধি	৩৯	২.৩	১২	২.৮
৮. মৎস্য ও পশু পালন বৃদ্ধি	৯৪	৫.৫	৩০	৬.৯
৯. প্রযুক্তির উন্নয়ন	১৪	০.৮	০	০.০
সকল উত্তরদাতা	**১৭১০**	**১০০**	**৪৩৬**	**১০০**

*কন্ট্রোল এলাকার নমুনা আকার উপকারভোগী এলাকার থেকে ৩ গুণ কম হওয়ায় সেখানে সংখ্যার সামান্য কম-বেশিতে শতকরা হিসাবে অধিক তারতম্য দেখা যেতে পারে।

মোট উত্তরদাতার ৬৭% এর মতে অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ১১% এর মতে আয় বৃদ্ধি পায়নি এবং বাকি ১২% এর মতে আয় হ্রাস পেয়েছে। যারা আয় হ্রাস পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তাদের বেশিরভাগ উত্তরদাতা দুটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। যার একটি ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া ও অপরটি আয় বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্যমূল্য অধিক হারে বাড়ায় প্রকৃত আয় না বাড়া **(সারণি-৯)**।

সারণি-৯: আয় হ্রাসের বিভিন্ন কারণসমূহ

আয় হ্রাসের কারণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১. পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি	৩৮	১৬.৩	২৪	২০.৭
২. যান্ত্রিক পরিবহনের কারণে অযান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার হ্রাস	১২	৫.২	১	০.৯
৩. ব্যবসায়/ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া	৬৫	২৭.৯	২৪	২০.৭
৪. উৎপাদন খরচ বেশি	৬	২.৬	৩	২.৬
৫. হরতাল অবরোধ/কৃষি মৌসুম	৬৬	২৮.৩	৪৪	৩৭.৯
৬. বন্ধকী জমি/বর্গাচাষের জমি/কাজ না পাওয়া	৫	২.১	৫	৪.৩
৭. উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে	৪১	১৭.৬	১৫	১২.৯
সকল উত্তরদাতা	২৩৩	১০০	১১৬	১০০

৩.৪ স্কুলগামী ছেলে-মেয়ে

সমীক্ষাধীন এলাকায় মোট ২৩১৭ ছেলে ও ২২৭৭ জন মেয়ে স্কুল-গমন উপযোগী যাদের বয়স ৬-১৭ বছরের মধ্যে এদের ৮১% ছেলে ৭৫% মেয়ে স্কুলে যায়। স্কুল-গমন হার ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় ৮৬% ও ৮০% এর তুলনায় কন্ট্রোল এলাকায় যথাক্রমে ৬৯ ও ৬২ শতাংশ। ছেলে ও মেয়ের স্কুল-গমনের হার কিছুটা পার্থক্য আছে কিন্তু খুব বেশি নয়। কিন্তু প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকার মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। প্রকল্প এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় স্কুলে যাতায়াতে সুবিধা ভালো এবং সেজন্য স্কুলগামী ছেলে মেয়েদের সংখ্যা বেশি হয়ে থাকতে পারে **(সারণি-১০)**।

সারণি-১০ : স্কুলগামী ছেলে-মেয়ের সংখ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার উপযোগী সদস্যের সংখ্যা		উপকারভোগী	কন্ট্রোল
ছেলে	সংখ্যা	১৬৬৫	৬৫২
মেয়ে	সংখ্যা	১৬২৩	৬৫৪
কতজন স্কুলে যায়			
ছেলে	সংখ্যা	১৪২৬	৪৪৮
	%	৮৫.৬	৬৮.৭
মেয়ে	সংখ্যা	১৩০১	৪০৭
	%	৮০.২	৬২.২

৩.৫ ফসল উৎপাদন

প্রকল্প এলাকার ৭.৮% ও কন্ট্রোল এলাকার ৭.১% উত্তরদাতা আউশ ধান চাষ করেছেন। আমন ধান আবাদ করেছেন ২১.৩.১ ও ২০.৭% উত্তরদাতা। সর্বাধিক সংখ্যক ৪০.৫% ও ৩৮.২% উত্তরদাতা বোরো আবাদ করেছেন। সবজি আবাদ করেছেন ১৩.৮ ও ১৬.৩% উত্তরদাতা। অন্যান্য ফসল আবাদ করেছেন অতি নগণ্য সংখ্যক উত্তরদাতা।

প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় ১৯০৭ ও ৭২০ একর কৃষি জমির মধ্যে ফসল নির্ভরতা ছিল যথাক্রমে ১৫২ ও ১৪২ শতাংশ। প্রকল্প এলাকায় ফসল নিবিড়তা বেশি হওয়া প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফলের ইঙ্গিত বহন করে।

বোরো ধানের গড় ফলন একর প্রতি ১৮২৬ কেজির তুলনায় কন্ট্রোল এলাকায় ছিল ১৯৯৪। তবে আমনের ফলন প্রকল্প এলাকায় ১২৫৮ কেজির তুলনায় কন্ট্রোল এলাকায় ছিল ১১৬৩। পাট, ডাল, সরিষা, সবজি ও ফলের ফলন প্রকল্প এলাকার তুলনায় কন্ট্রোল এলাকায় কম ছিল **(সারণি-১১)**।

সারণি-১১ : খামারে বর্তমানে উৎপাদিত শস্যের নাম এবং ফলনের পরিমাণ (কেজি/একর)

	উপকারভোগী			কন্ট্রোল		
১. ধান :	সংখ্যা	%	গড় উৎপাদন	সংখ্যা	%	গড় উৎপাদন
আউশ	১৪৭	৭.৮	১,৪৮৭	৪৬	৭.১	২,২৩৪
আমন	৪০১	২১.৩	১,২৫৮	১৩৩	২০.৭	১,১৬৩
বোরো	৭৬৪	৪০.৫	১,৮২৬	২৪৬	৩৮.২	১,৯৯৪
২. গম	৮৩	৪.৪	১,৩১৬	৩২	৫.০	১,৫২৪
৩. ভুট্টা	১১	০.৬	১.৬৬৫	০	০.০	
৪. পাট	৫	০.৩	১,২৩৮	১	০.২	৯৬০
৫. সরিষা	৬০	৩.২	৫০৬	১৮	২.৮	৪৩৫
৬. ডাল জাতীয় (মুগ/মসুর/কলাই)	৩৫	১.৯	৩৫৯	১৬	২.৫	১৬২
৭. শাক-সবজি	২৬১	১৩.৮	৫,৫৩৪	১০৫	১৬.৩	৫,১৫৭
৮. ফল (আম, কলা, পেঁপে, কুল, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি)	১১৯	৬.৩	১,৬৬২	৪৭	৭.৩	৩৯২
মোট উত্তরদাতার সংখ্যা	**১৮৮৬**	**১০০**		**৬৪৪**	**১০০**	

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ অবকাঠামো জরিপ

৪.১ সূচনা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টিওআর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতাধীন ২৬ জেলার মধ্যে ১৩টি জেলার নির্বাচিত ২৬ টি উপজেলায় ২২টি উপজেলা সড়ক ও ৮টি ইউনিয়ন সড়কের এবং উপরিউক্ত সড়কে অবস্থিত ১০টি সেতু ২৪টি বক্স কালভার্ট, ১টি গ্রোথ সেন্টার, ২টি জেটি/ঘাট ও ১টি বিদ্যালয়ের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পরিদর্শন কাজে ৪ (চার) জন পুরকৌশলী নিয়োজিত ছিল। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কাজের সময় এলজিইডি এর নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও অন্যান্য মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করে তাদের সহযোগিতায় ডাটা সংগ্রহ করা হয়।

৪.২ অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদি

নমুনায়িত জেলা ও উপজেলার তালিকা (নির্বাচিত উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়কের ভিত্তিতে)

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা		উপজেলা
০১	ঢাকা	১	মুন্সিগঞ্জ (আইডিএ)	সিরাজদিখান, লৌহজং
		২	নরসিংদী (আইডিএ)	রায়পুরা, শিবপুর
		৩	মানিকগঞ্জ (আইডিএ)	সিংগাইর, শিবালয়
০২	রাজশাহী	৪	নাটোর (আইডিএ)	গুরুদাসপুর, সিংড়া
		৫	জয়পুরহাট (আইডিএ)	কালাই, ক্ষেতলাল
		৬	নওগাঁ (আইডিএ)	সাপাহার, নিয়ামতপুর
		৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ (আইডিএ)	শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর
০৩	সিলেট	৮	হবিগঞ্জ (আইডিএ)	নবীগঞ্জ
		৯	সুনামগঞ্জ (আইডিএ)	ধর্মপাশা, ছাতক
০৪	চট্টগ্রাম	১০	বি-বাড়িয়া (আইডিএ)	নাসিরনগর, কসবা
		১১	নোয়াখালী (জিওবি)	চাটখিল, সোনাইমুড়ি
		১২	লক্ষ্মীপুর (জিওবি)	লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ
		১৩	কক্সবাজার (জিওবি)	উখিয়া, চকরিয়া

উপজেলা সড়ক, সেতু ও কালভার্টের তথ্য

ক্র. নং	জেলা	উপজেলা	রাস্তার নাম	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	সেতু		কালভার্ট	
					অবস্থান (কি.মি.)	দৈর্ঘ্য (মি.)	অবস্থান (কি.মি.)	দৈর্ঘ্য (মি.)
১	নরসিংদী	শিবপুর	জল্লারা বাজার-বেলাবো রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	১৩.১৯	০.৬	৭৫	১	২.৯৬
২	মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখান	সিরাজদিখান- সাপেরচর বাজার রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৯.৯৫	০.২৫	৮		
৩	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং	কনকসার নাগেরহাট বাজার রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৩.৪০				
৪	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	সিংগাইর-চারিগ্রাম রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	১১.৬	৭.৬০	৬০	১১.২	১৬.৫
৫	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	উথুলি-পাটুরিয়া ভায়া নালী সড়ক (উপজেলা সড়ক)	৭.৪৫			২.৮	৪.৭
৬	নাটোর	গুরুদাশপুর	গুরুদাশপুর-ধারাবারিশা রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৬.৮৬				
৭	নাটোর	সিংরা	চৌগ্রাম-কালিগঞ্জ গ্রোথ সেন্টার (উপজেলা সড়ক)	৮	৩.১	১৩		
৮	নবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	বংপুর-দোবার মোর রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৭.৫				
৯	নবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	কানসারঘাট-খাসের হাট	৮.৫			১.১০	২.৪৫

ক্র. নং	জেলা	উপজেলা	রাস্তার নাম	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	সেতু		কালভার্ট	
					অবস্থান (কি.মি.)	দৈর্ঘ্য (মি.)	অবস্থান (কি.মি.)	দৈর্ঘ্য (মি.)
			(উপজেলা সড়ক)					
১০	জয়পুরহাট	কালাই	কালাই-মোসলেমগঞ্জ (উপজেলা সড়ক)	৮			১.২৫	১.১৫
১১	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	ইটাখোলা-শিরোত্তি (উপজেলা সড়ক)	৪.৫			১.৭	১.২
১২	নওগাঁ	সাপাহার	মীরাপাড়া হাট নিদপুর হাট উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৫.৫			০.৪	৬.৬
১৩	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	ছাত্রা গ্রোথ সেন্টার শিবপুরহাট গ্রোথ সেন্টার রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৯			৫.০০	১.৪৬
১৪	বি-বাড়িয়া	কসবা	সায়দাবাদ-কুল্লাপাথর রোড উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	১৪.০২	৩.০৩	৬২	৩.৫	৩.৫
১৫	বি-বাড়িয়া	নাসিরনগর	নাসিরনগর ফুন্দাউক-চাটিয়াইন (উপজেলা সড়ক)	৮.৭০	২.১	৩৬	২.৫	২.৭
১৬	নোয়াখালী	চাটখিল	চাটখিল বাজার প্রধান সড়ক - দরগার বাজার ও আলিয়া মাদরাসা রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৮.২০			২.৬	২.৭
১৭	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ ও বানিয়াচং	বানিয়াচং - শিবপাশা - আজমিরীগঞ্জ রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	১৫.০৪	৬.০৫	৭৫	৫.৫	৪.৭৫
১৮	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	ধর্মপাশা-জয়শ্রী রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	১০.৯৫	০.২	১৫	০.২৫	২.২৬
১৯	সুনামগঞ্জ	ছাতক	কালিপুর-হাইদারপুর রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৬.০০	১২.০৩	৭.৬২	১২.৪	৪.৫
২০	কক্সবাজার	চকোরিয়া	বাটাখালি বেতুয়া বাজার বিএম চর জাকারিয়া রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৩.৬			০.৪ ২	৩.৫ ৩.৫
২১	কক্সবাজার	উখিয়া	উখিয়া-দারগাবাজার-মরিচা গ্রোথ সেন্টার হতে ডাকবাংলো পাতাবাড়ি রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৬.৭৫	১.৮	২৪.৬		
২২	লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ	পানপাড়া গ্রোথ সেন্টার মিরগঞ্জ বাজার রাস্তা উন্নয়ন (উপজেলা সড়ক)	৬.৫			০.১৫	৬.৫
পরিদর্শনকৃত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)				১৮৩.২১				
পরিদর্শনকৃত সেতু/ কালভার্টের সংখ্যা					১০টি		১৭টি	

ইউনিয়ন সড়ক, সেতু ও কালভার্টের তথ্য

ক্র. নং	জেলা	উপজেলা	রাস্তার নাম	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	সেতু		কালভার্ট	
					অবস্থান (কি.মি.)	দৈর্ঘ্য (মি.)	অবস্থান (কি.মি.)	দৈর্ঘ্য (মি.)
১	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	তেওতা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস-জাফরগঞ্জ গ্রোথ সেন্টার সড়ক (ইউনিয়ন সড়ক)	৫.৬			৩.৯	৮
২	নাটোর	সিংরা	রাতার -বেহাস সড়ক (ইউনিয়ন সড়ক)	৭.৫				
৩	নবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	রাধানগর-আক্কেলপুর (ইউনিয়ন সড়ক)	১.২			০.৮	১
৪	নবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	মনাকসাহ-থুতাপারা (ইউনিয়ন সড়ক)	২.৫			১.৬	১.৪
৫	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	রসুলপুর - সড়কডাঙ্গা (ইউনিয়ন সড়ক)	৭.২০			২.২০	১.৬৫
৬	নোয়াখালী	সোনাইমুড়ি	আমিসাপাড়া কলেজ-বাড়িনগড় সড়ক (ইউনিয়ন সড়ক)	১.৩৮			০.২	১.৩৮
৭	নোয়াখালী	সোনাইমুড়ি	মুকিলা ভোরের বাজার-সকিনার বাবার, মিয়াঁ বাড়ি সড়ক (ইউনিয়ন সড়ক)	১.৯২			০.৪	১.৯২
৮	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	দালালবাজার ইউনিয়ন- লক্ষ্মীপুর রায়পুর সড়ক-রানীরহাট মস্তান মসজিদ সড়ক (ইউনিয়ন সড়ক)	১.৯২			২.২৫	৬
পরিদর্শনকৃত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)				২৯.২২				
পরিদর্শনকৃত সেতু/ কালভার্টের সংখ্যা					-		০৭টি	

উল্লেখ্য যে, সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিদর্শনকৃত সড়কসমূহের দৈর্ঘ্য ছিলো ২১২.৭৮ কি.মি.। সরেজমিনে দেখা যায় যে, পরিদর্শনকৃত সড়কসমূহের দৈর্ঘ্য প্রায় ২১২.৪৩ কি.মি. (উপজেলা রোড প্রায় ১৮৩.২১ কি.মি. ও ইউনিয়ন রোড প্রায় ২৯.২২ কি.মি.)

সমীক্ষায় অর্ন্তভুক্ত নমুনা গ্রোথ সেন্টারের তালিকা

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	স্কিমের নাম
১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট বাজার উন্নয়ন

সমীক্ষায় অর্ন্তভুক্ত নমুনা ঘাটের তালিকা

১	কুটি ঘাট উন্নয়ন (আরজে) কসবা উপজেলা
২	হাসনাবাদ ঘাট উন্নয়ন (আরজে) রায়পুরা উপজেলা

সমীক্ষায় অর্ন্তভুক্ত নমুনা স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টারের তালিকা

Sl No.	District	Upazila	Scheme Name
১	নওঁগা	সাপাহার	Physical Facilities by Construction School for development of road side Indigenous people (Part-A) Link from Main Road to School (Part-B) (Ch. 0+000 - 0+450) Km.

৪.৩ উন্নিত রাস্তার বর্তমান অবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা

বাছাইকৃত ১৩টি উপজেলায় মোট ১৮৭ জন যানবাহন মালিক ও চালকের সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যায় যে দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নকৃত সড়ক বর্তমানে ভাল অবস্থায় আছে এবং ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন। ১০% উত্তরদাতা বলেছেন যে রাস্তার অবস্থা ভাল তবে ব্যবহার কম, কারণ বিকল্প সড়ক রয়েছে। ১১% উত্তরদাতা বলেছেন যে রাস্তার অবস্থা ভাল তবে ব্রীজ-কালভার্টের এপ্রোচ ভাল নেই এবং সর্বশেষ ১২% উত্তরদাতা বলেছেন যে রাস্তার পেভমেন্ট খারাপ ও নিয়মিত মেরামত করা হচ্ছে না। মোট এক-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে রাস্তার অবস্থা চলাচলের অযোগ্য ছিল। এক তৃতীয়াংশ বলেছেন যে চলাচলে অযোগ্য না হলেও রাস্তার অবস্থা খারাপ ছিল। বাকি এক-তৃতীয়াংশের মতে রাস্তা ভালো ও চলাচলের যোগ্য ছিল। রাস্তার বিভিন্ন ব্যবহার জানতে চাইলে ৯৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা ঐ রাস্তা দিয়ে বাজারে যান, ৯০% বলেছেন উপজেলা বা জেলা শহরে যেতে এই রাস্তা ব্যবহার হয়। ৮১% বলেছেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান, ৭৫% বলেছেন যে, এই রাস্তা দিয়ে ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে যায় এবং ৬২% বলেছেন যে এই রাস্তা দিয়ে তারা কর্মস্থলে যান। উত্তরদাতার সংখ্যা ১৮৯ জন এবং তারা বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী। উত্তরদাতারা সকলেই বলেছেন যে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ঐ রাস্তা ব্যবহার করে যাতায়াত বেড়েছে।

প্রায় ৯৭ শতাংশ যাত্রী প্রকল্পের রাস্তা নিয়মিত ব্যবহার করেন। তবে ৩১% মনে করেন যে, রাস্তায় মেরামত নিয়মিত করা হয়নি, ১৮% এর মতে রাস্তা ভেঙে কোন কোন স্থানে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে এবং ১৪% এর মতে রাস্তার পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। খুব কম সংখ্যক যাত্রী মন্তব্য করেছেন যে রাস্তা ব্যবহারযোগ্য নয়। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, উন্নয়নকৃত রাস্তার অবস্থা মোটামোটি ভাল ও চলাচলযোগ্য। তবে মেরামত অনিয়মিত বিধায় বিভিন্ন স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত। রাস্তার মেরামত নিয়মিত হয় কিনা এর উত্তরে ৫১% উত্তরদাতা বলেছেন মেরামত করা হয় আর ৪৯% বলেছেন মেরামত ঠিকমত হয়নি।

৪.৩.১ গুণগতমান পর্যবেক্ষণ

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে পরিদর্শনকৃত ২১২.৪৩ কি.মি. সড়কের মধ্যে ৬৫.৬৮ কি.মি. ভাল, ১২৯.৪০ কি.মি. মধ্যম মানের এবং ১৭.৩৫ কি.মি. ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য হতে আরও দেখা যায় যে ২১২.৪৩ কি.মি. সড়কের মধ্যে ১৯৯.২৪ কি.মি. সড়কের বিভিন্ন সড়ক স্তরের পুরুত্ব যথাযথ রয়েছে ও ১৩.১৯ কি.মি. সড়কের বিভিন্ন সড়ক স্তরের পুরুত্বে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

রাস্তার স্তরের পুরুত্ব পরীক্ষা
রাস্তার নাম : কনকসার-নাগের হাট বাজার সড়ক
(উপজেলা সড়ক) দৈর্ঘ্য = ৩. ১২ কি.মি. (প্রায়)
উপজেলা: লৌহজং, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
অবস্থান: চেইনেস ১.২০ কি.মি. (প্রায়)
গর্তের পেভমেন্টেরস্তরে ওভার সাইজের ব্রিক খোয়া পরিলক্ষিত হয়।

রাস্তার স্তরের পুরুত্ব পরীক্ষা
রাস্তার নাম : বেতাখালি- বেতুয়া বাজার বিএমচর জাকারিয়া সড়ক
(উপজেলা সড়ক) দৈর্ঘ্য = ৩.৪০ কি. মি. (প্রায়)
উপজেলা: চকরিয়া , জেলা: কক্সবাজার
অবস্থান : চেইনেস ০.৪০ কি. মি. (প্রায়)
পেভমেন্টের সাববেস স্তরে ওভার সাইজের ব্রিক খোয়া এবং বালির পরিমান অধিক পরিলক্ষিত হয়

রাস্তার নাম : কনকসার-নাগের হাট বাজার সড়ক (উপজেলা সড়ক) দৈর্ঘ্য = ৩. ১২ কি.মি. (প্রায়)
উপজেলা: লৌহজং, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
অবস্থান: চেইনেস ১.২০ কি.মি. (প্রায়)
সড়কের অবস্থা: সড়কের অবস্থা ভালো। মেরামত করা হয়েছে

রাস্তার প্রস্থ পরীক্ষা
রাস্তার নাম : উখিয়া দারোগা বাজার মরিচা গ্রোথ সেন্টার ভায়া ডাকবাংলা পাটাবাড়িয়া সড়ক (উপজেলা সড়ক) দৈর্ঘ্য = ৬.৪৫ কি.মি. (প্রায়)
উপজেলা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার
অবস্থান: ইউপি মেম্বার মিজান সাহেবের বাড়ি চেইনেস ২.২০ কি. মি. (প্রায়)
সড়কের অবস্থা: সড়কের অবস্থা ভালো। মেরামত করা হয়েছে

রাস্তার প্রস্থ পরীক্ষা
বংপুর - ডোবার মোড় সড়ক (উপজেলা সড়ক), উপজেলা: গোমস্তাপুর, জেলা : চাপাঁইনবাবগঞ্জ
অবস্থান ঃ ডোকার মোড় ০.১ কি.মি. (প্রায়)
সড়কের অবস্থা: সড়কের অবস্থা মধ্যম মানের

রাস্তার প্রস্থ পরীক্ষা
সড়কের নাম : চাটখিল বাজার প্রধান সড়ক-আরএইচডি দরগার বাজার এবং আলিয়া মাদ্রাসা সড়ক (উপজেলা সড়ক),
উপজেলা: চাটখিল. জেলা: নোয়াখালি, অবস্থান: শ্রীনগর ২.৬ কি.মি (প্রায়)
সড়কের অবস্থা: সড়কের অবস্থা মধ্যম মানের

রাস্তার স্তরের পুরুত্ব পরীক্ষা
রাস্তার নাম : নাসিরনগর ভায়া ফানজাউফ সড়ক (উপজেলা), দৈর্ঘ্য ৮.৬৫ কি.মি. (প্রায়)
উপজেলা: নাসিরনগর, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
অবস্থান: ফান্ডাউক বাজারের শুরুর অংশে, ২.০০ কি.মি. (প্রায়)
গর্তের পেভমেন্টেরস্তরে ওভার সাইজের ব্রিক খোয়া পরিলক্ষিত হয়।

রাস্তার উপাদান ও স্তরের পুরুত্ব পরীক্ষা
রাস্তার নাম: চাটখিল বাজার প্রধান সড়ক-আরএইচডি দরগার বাজার এবং আলিয়া মাদ্রাসা সড়ক (উপজেলা সড়ক) দৈর্ঘ্য ৮.২ কি.মি উপজেলা: চাটখিল
জেলা: নোয়াখালি, অবস্থান: ছায়ানি তবঘাট ১.৫ কি.মি (প্রায়)
পেভমেন্টের সাববেস স্তরে ওভার সাইজের ব্রিক খোয়া এবং বালুর পরিমান অধিক পরিলক্ষিত হয়

রাস্তার নাম : ধর্মপাশা ভায়া জয়শ্রী সড়ক (উপজেলা),
দৈর্ঘ্য= ১০.৮০ কি.মি., উপজেলা : ধর্মপাশা,
জেলা : সুনামগঞ্জ, অবস্থান : ধর্মপাশা উপজেলা কার্যালয় সংলগ্ন, ০.১০ কি.মি. (প্রায়)
সড়কের অবস্থা: সড়কের অবস্থা ভালো

রাস্তার নাম : দালাল বাজার ইউনিয়ন- লক্ষ্মীপুর -রায়পুর সড়ক-রানীর হাট মস্তান মসজিদ সড়ক (ইউনিয়ন সড়ক) দৈর্ঘ্য = ১.৮৬ কি.মি. (প্রায়) , উপজেলা: লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা : লক্ষ্মীপুর,
অবস্থান: চেইনেস ২.২০কি. মি. (প্রায়)
সড়কের অবস্থা: সড়কের অবস্থা ভালো

সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে ১০টি সেতু ও ২৪টি আরসিসি বক্স কালভার্টের মধ্যে ৭টি সেতু ও ১৭টি আরসিসি বক্স কালভার্ট এর অবস্থা ভালো এবং ৩টি সেতু ও ৭টি আরসিসি বক্স কালভার্ট এর অবস্থা মধ্যম মানের রয়েছে।

ব্রিজের নাম : শিবপুর ভায়া জাল্লারাবাজার সড়ক (বেলাবো সড়ক) বানিয়াদি ব্রীজ, দৈর্ঘ্য=৭৫ মিটার, উপজেলা: শিবপুর, জেলা : নরসিংদী, অবস্থান : শিবপুর বাজার সংলগ্ন, ০.৬০ কি.মি. (প্রায়)
ব্রিজের অবস্থা: ভালো

ব্রিজের নাম : দারোগা বাজার মরিচা গ্রোথ সেন্টার ভায়া ডাকবাংলা পাটাবাড়িয়া সড়কের (উপজেলা সড়ক) এর (২৪.৬০ মি. X ৬.১০ মি.) ব্রিজ, উপজেলা: উখিয়া জেলা: কক্সবাজার অবস্থান: চেইনেস ১.৮০ কি.মি. (প্রায়)
ব্রিজের অবস্থা: ভালো

ব্রীজের নাম : সিরাজদিখান- সাপের চর বাজার রোড (উপজেলা সড়ক) উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা : মুন্সিগঞ্জ
অবস্থান: চেইনেস: ০.২৫ কি.মি. (প্রায়)
সাপের চড় বাজার সড়ক ব্রিজ- করিম ভুঁইয়ার দোকান সলংগ্ন
সাইজ: (৮.০০ মি. X ৬.০০ মি.),
ব্রীজের অবস্থা: ভালো

বক্স কালভার্টের প্রস্থ পরীক্ষা
বক্স কালভার্টের নাম : চাটখিল বাজার প্রধান সড়ক- আরএইচডি দরগার বাজার এবং আলিয়া মাদ্রাসা সড়ক (উপজেলা সড়ক), উপজেলা: চাটখিল. জেলা: নোয়াখালি
অবস্থান: শ্রীনগর ২.৬ কি.মি (প্রায়),
সাইজ: (২.৭ মি. X ৬.২৮ মি.)
বক্স কালভার্টের অবস্থা: ভালো

বক্স কালভার্টের নাম : নাসিরনগর ভায়া ফান্ডাউক সড়ক মসজিদ বক্স কালভার্ট, উল্লাপাড়া, উপজেলা : নাসিরনগর
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া, অবস্থান : মসজিদের পাশে,
উল্লাহপাড়া ২.৫০ কি.মি. (প্রায়)।
সাইজ: (২.৭ মি. X ৫.৮০ মি.)
বক্স কালভার্টের অবস্থা মধ্যম মানের

বক্স কালভার্টের প্রস্থ পরীক্ষা
কালভার্টের নাম : আমিসাপাড়া কলেজ-বাড়িনগর সড়ক উপজেলা: সোনাইমুড়ি, জেলা: নোয়াখালি,
অবস্থান: আমিসাপাড়া ০.৪ কি.মি (প্রায়)
সাইজ: (১.৪৪ মি. X ৬.১৪ মি.)
বক্স কালভার্টের অবস্থা : ভালো

বক্স কালভার্টের নাম : কালাই-মুসলেমগঞ্জ সড়ক কালভার্ট
উপজেলা: কালাই , জেলা : জয়পুরহাট
অবস্থান: মান্দাই হতে ১.২৫ কি.মি. (প্রায়)
সাইজ: (১.১৫ মি. X ৬.৫৫ মি.)
বক্স কালভার্টের অবস্থা ভালো

বক্স কালভার্টের প্রস্থ পরীক্ষা
বক্স কালভার্টের নাম : মুকিলা ভোরের বাজার
মিঁয়া বাড়ি সড়ক, উপজেলা: সোনাইমুড়ি, জেলা: নোয়াখালি,
অবস্থান: রাজিবপুর ০.০৫ কি.মি. (প্রায়)
সাইজ: (১.৪ মি. X ৬.১৪ মি.)
বক্স কালভার্টের অবস্থা ভালো

পরিদর্শনকৃত ১ টি গ্রোথ সেন্টার এর মধ্যে ১ টি, ২ টি ঘাট এর মধ্যে ১ টি ভাল ও ১ টি মধ্যম মানের এবং ১ টি বিদ্যালয়ের অবস্থা ভালো রয়েছে।

গ্রোথ সেন্টারের নাম : কানসাট গ্রোথ সেন্টার
উপজেলা: শিবগঞ্জ, জেলা: চাপাঁইনবাবগঞ্জ
অবস্থান: কানসাট বাজার
গ্রোথ সেন্টারের অবস্থা ভালো

গ্রোথ সেন্টারের নাম : কানসাট গ্রোথ সেন্টার
উপজেলা: শিবগঞ্জ, জেলা: চাপাঁইনবাবগঞ্জ
অবস্থান: কানসাট বাজার
গ্রোথ সেন্টারের অবস্থা ভালো

ঘাট/জেটির নাম : কুঠিঘাট, চৌমুহনী কুঠিঘাট সড়ক
অবস্থান ঃ কুঠিঘাট, উপজেলা ঃ কসবা, জেলা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ঘাটের অবস্থা মধ্যম মানের

স্কুলের নাম : আদিবাসী স্কুল, উপজেলা: সাপাহার
জেলা: নঁওগা, অবস্থান: হাপানিয়া
স্কুলের অবস্থা ভালো

উপরিউক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ভাল সড়ক ৩১%, মধ্যম মানের সড়ক ৬১%, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ৮% এবং ভাল সেতু/কালভার্ট ৭১%, মধ্যম মানের সেতু/কালভার্ট ২৯%, ভালো গ্রোথ সেন্টার ১০০%, ভালো ঘাট ৫০%, মধ্যম মানের ঘাট ৫০% ভালো বিদ্যালয় ১০০%। ভালো সড়ক বলতে বুঝানো হয়েছে যার-পেভমেন্ট, শোল্ডার, স্লপ, সাববেইজ, WBM, BC ও SC ঠিক আছে। মধ্যম সড়কের পেভমেন্ট, WBM, SC ঠিক থাকলেও স্লপ, সোল্ডার ঠিক নেই। খারাপ সড়ক বলতে বুঝানো হয়েছে যার পেভমেন্ট, WBM ও BC ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেতু/কালভার্টের ক্ষেত্রে স্লাব, গার্ডার, পিয়ার, এবাটমেন্ট ও উইং ওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হলে খারাপ, এগুলো ভাল তবে এপ্রোচ ও রেলিং খারাপ থাকলে মধ্যম ও সবকিছু ঠিক থাকলে ভালো বলা হয়েছে।

সামাজিক পর্যবেক্ষণে মোট ২৬টি রাস্তার মধ্যে ৪টি রাস্তায় বৃক্ষরোপণ হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। প্রতি রাস্তায় ৫-১৭ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে যার ৪০-৮০ শতাংশ বেঁচে আছে বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে (ইনুমারেটর/সুপারভাইজার পর্যবেক্ষণ)। মারা যাওয়া গাছের স্থলে নতুনভাবে আর বৃক্ষরোপণ করা হয়নি। বৃক্ষ পরিচর্যার ক্ষেত্রে কোন চুক্তিপত্র করা হয়েছে বলে হ্যাঁ বাচক উত্তর পাওয়া যায় নি। প্রায় সকল উত্তরদাতাই না বাচক উত্তর দিয়েছেন কিংবা চুক্তি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে জানেন না বলে জানিয়েছেন।

৪.৪ রাস্তা উন্নয়নের সুফল

যানবাহন চালক ও মালিকদের ৮২% জানিয়েছেন যে রাস্তা উন্নয়ন হওয়ায় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। বাস/ট্রাক, রিক্সা/ভ্যান, সিএনজি ও নসিমন শ্রেণির যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় যথাক্রমে ৩৮%, ৪৯%,

৪৫% ও ৪০% হ্রাস পেয়েছে বলে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন। যাত্রীদের ১০০% জানিয়েছেন যে রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ভাড়া হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ মূলত রিক্সার পরিবর্তে ইজি বাইক বা সিএনজিতে যাত্রী প্রতি ভাড়া কম। ৯৫% মালিক ও চালক জানিয়েছেন যে, রাস্তা উন্নয়নের ফলে তাদের আয় বেড়েছে ট্রিপ সংখ্যা বৃদ্ধি ও মেরামত ব্যয় হ্রাসের কারণে। শতভাগ পরিবহন মালিক ও চালক জানিয়েছেন যে রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াতের সময় হ্রাস পেয়েছে। ৫১% মালিক ও চালকের মতে রাস্তা উন্নয়নের পর দুর্ঘটনা বেড়েছে তবে ৪৯% বলেছেন যে দুর্ঘটনা কমেছে। **বর্ণনার আলোকে ৪টি কেস স্টাডি পরিশিষ্ট ২ (দুই)-এ দেয়া হলো।**

৪.৫ গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন

সমীক্ষাধীন গ্রোথ সেন্টারসমূহ সবকটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। গ্রোথ সেন্টারসমূহে গড়ে ৪টি শেড নির্মিত হয়েছে, ১৫০ থেকে ৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে ২০০ থেকে ৯০০ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা পাকা করা হয়েছে, ৩ থেকে ১২টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, ১টি বাজার সমিতি অফিস তৈরি করা হয়েছে, ১ থেকে ২টি গার্বেজ ডিসপোজাল বিন স্থাপন করা হয়েছে, ১টি কসাইখানা নির্মাণ করা হয়েছে, ১টি করে পাকা প্লাটফরম করা হয়েছে (মাছ বিক্রির জন্য) ও ১ থেকে ৫টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। সবকটি গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে ২০০৬ ও ২০০৭ সালে।

প্রকৌশলগত পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পরিদর্শনকৃত গ্রোথ সেন্টারের দৃশ্যমান অবস্থা ভাল। গ্রোথ সেন্টারের পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে উত্তরদাতারা বিভক্ত মত দিয়েছেন। কারও মতে এটি করে থাকে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইজারাদার ও ইউএনও। এতে প্রতীয়মান হয় যে রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ধারণা সঠিক নয়। হয়তোবা বাজার কমিটির কর্মতৎপরতা না থাকায় এটি ইজারাদার করে থাকতে পারে। চুক্তি মাফিক পরিচ্ছন্নতা কাজ ইজারাদারের দায়িত্ব হলেও রক্ষণাবেক্ষণে ইজারাদার সংশ্লিষ্ট নয়। বিভিন্ন সময় রক্ষণাবেক্ষণ কাজে উপজেলা থেকে কিছু অর্থায়ন করায় হয়তো বা কোন কোন উত্তরদাতা এটি ইউএনওর কাজ বলে ধরে নিয়েছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসের তথ্য অনুযায়ী গ্রোথ সেন্টার সমূহে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ

গ্রোথ সেন্টার	সেড	ড্রেন	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	টিওবয়েল	বাজার কমিটি	পিট	কসাই খানা	উন্মুক্ত প্লাটফর্ম	সেনেটারি ল্যাট্রিন	আয়তন বৃদ্ধির জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে
বিদিরপুর হাট গ্রোথ সেন্টার, রাজশাহী	০৪	২০০ মিটার	৯০০ মিটার	০৩টি	নেই	নেই	১ টি	১ টি	১ টি	না
জুনাইন গ্রোথ সেন্টার, নাটোর	০১	৫০০ মিটার	চতুর্দিকে রাস্তা	০৩ টি	আছে	নেই	১ টি	১ টি	৫ টি	না
কানসাট গ্রোথ সেন্টার, চাঁপাইনবাগঞ্জ	০২	১৪০ মিটার	২৫০ মিটার	০৪ টি	নেই	০২ টি	১ টি	১ টি	২ টি	না
কাটিবাজার গ্রোথ সেন্টার, বি-বাড়িয়া	০৭	২০০ মিটার	২০০ মিটার	১২ টি	আছে	০১ টি	১ টি	১ টি	২ টি	না

উপরিউক্ত টেবিল থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে গ্রোথ সেন্টারে সেডের সংখ্যা অতি নগণ্য। এসবে কেন সেড এত কম সে সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই। ঠিক সেই অবস্থা বাজার সমিতির। একমাত্র জুনাইন ও কাটিবাজার গ্রোথ সেন্টার ছাড়া অন্য দুটোতে কোন বাজার কমিটি নেই। শুধুমাত্র জুনাইন গ্রোথ সেন্টার ছাড়া অন্য তিনটি গ্রোথ সেন্টারে ল্যাট্রিনের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রতুল।

গ্রোথ সেন্টার সম্পর্কিত তথ্যাদি

গ্রোথ সেন্টার	দ্রব্য বেচা-কেনায় জড়িত লোকদের সংখ্যা			বেচা-কেনা দ্রব্য সমূহ	দোকানের সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট		স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
বিদিরপুরহাট গ্রোথ সেন্টার	১৫০	৩০	২৮০	চাউল, বীজ, তরকারি, মুদি সদাই ইত্যাদি	৭৫	২৫০	৩২৫
জুনাইন গ্রোথ সেন্টার	১৬০	২৫	১৮৫	চাউল, তরকারি, কাপড়, মিষ্টি ইত্যাদি			
কানসাট গ্রোথ সেন্টার	৫০	০	৫০	হাঁস-মুরগি, শাকসবজি অনান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য	২০	৫০	৭০
কুটি বাজার গ্রোথ সেন্টার	৩০০	৫০	৩৫০	ধান, চাল, শাক-সব্জি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।			

বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারে মহিলা বাজার তৈরি করা হয়েছে। এবং এক একটি মহিলা বাজারে তিন থেকে পাঁচটি করে দোকান নারী উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তরা নিজেরাই দোকান পরিচালনা করেছেন এবং এতে তাদের সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে। সেই সাথে সমাজে তাদের মান-মর্যাদা ও নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে বলে নারী উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। গ্রোথ সেন্টারগুলোতে নতুন অবকাঠামোর ব্যবহার ২০০৭ ও ২০০৮ সালে শুরু হয়েছে।

সমীক্ষাধীন গ্রোথ সেন্টার এর অর্ধেক সংখ্যক MMC কার্যকর আছে, বাকিগুলোতে উত্তরদাতাদের মতে MMC কার্যকর নেই। গ্রোথ সেন্টারগুলোতে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে- শেড, ড্রেন, অভ্যন্তরীণ সড়ক ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাওয়া; বৃষ্টির পানি পড়া, বাজারের ভেতরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হওয়া, আবর্জনা অপসারণের ভালো ব্যবস্থা না থাকা ও প্রভাবশালীদের দ্বারা গ্রোথ সেন্টারের বিভিন্ন স্থান অবৈধভাবে দখল করে রাখা।

সকল উত্তরদাতাই বলেছেন যে, উন্নয়ন কাজ সম্পাদনের পর বাজারের গুরুত্ব বেড়েছে ও ইজারা মূল্য দেড় থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নের আগে গ্রোথ সেন্টারসমূহের আয়তন ছিল ২-২০ একর এবং বাজারের আয়তন বেড়ে তা ৪-২০ একরে দাঁড়িছে। প্রকল্প শুরুর আগে গ্রোথ সেন্টারসমূহ গড়ে প্রতি হাটের দিনে ২০০০-৫০০০ মণ পণ্য কেনা-বেচা হতো-যা বর্তমানে ৫০০০-১০০০০ মণে উন্নীত হয়েছে। সমীক্ষাধীন বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারে ২০-৭৫টি স্থায়ী দোকান এবং ৫০-২৫০টি অস্থায়ী দোকান দেখা গেছে।

গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়নের জন্য উত্তরদাতারা নিম্নরূপ সুপারিশ করেছেন-

১) নতুন শেড নির্মাণ করা;
২) নিয়মিতভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৩) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা;
৪) ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা;
৫) অভ্যন্তরীণ রাস্তা পাকা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও
৬) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর করা;

৪.৬ ঘাট উন্নয়ন

সমীক্ষার আওতায় মোট ৮টি ঘাটের তথ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় পাহাড়পুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগর, কসবা উপজেলার কুটি, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার আজমিরীগঞ্জ ঘাট, গাজীপুরে কাপাসিয়া উপজেলার কাপাসিয়া বাজার ঘাট, টোক নয়ন বাজার ঘাট, কালিয়াকৈর উপজেলার চা বাগান বাজার ঘাট ও কালিগঞ্জ উপজেলার কালিগঞ্জ বাজার বটতলী ঘাট। ঘাটগুলির প্রতিটিতে পাকা সিঁড়ি ও এক থেকে চার কক্ষ বিশিষ্ট যাত্রী শেড আছে। তিনটি ঘাটে জেটি আছে। এগুলো হচ্ছে নাসিরনগর, কুটি ও আজমিরীগঞ্জ। প্রতিটি ঘাট উন্নয়নে গড়ে ৫৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা বরাদ্দের তুলনায় ৫৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। মোট ৮টি ঘাটের মধ্যে ১টি (আজমিরীগঞ্জ) এখন আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। প্রাপ্ত তথ্য মতে ঘাটগুলি নির্ধারিত সময়ে নির্মিত হয়েছে এবং ডিপিপি মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ৮টি ঘাটের মধ্যে মাত্র ১টি ঘাটে কার্যকরী ঘাট ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।

মোট ৮টি ঘাটের মধ্যে ৪টির কোন ইজারা হয় না। অন্য ৪টি ঘাট সর্বনিম্ন ৬ হাজার টাকা (কুটি বাজার) থেকে সর্বোচ্চ ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ইজারা হয় (কালিগঞ্জ বাজার)। এই ইজারা ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে বেড়ে সর্বনিম্ন ৬ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা নির্ধারিত হয় (কুটি বাজার ও কালিগঞ্জ বাজার)। ঘাটগুলোতে প্রধানত নৌকা ও ইঞ্জিনের নৌকা আসা যাওয়া করে।

সমীক্ষাধীন ঘাটসমূহ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং পরিকল্পনা মাফিক শেষ হয়েছে। মূল ডিপিপি অনুযায়ী যে স্থানে উক্ত নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার কাজ হওয়ার কথা ছিল সেভাবেই কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এসব কাজ হয়েছিল ২০০৫ থেকে ২১-০৩-২০১০ইং এর মধ্যে এবং শেষ হয়েছে ২-১০-২০০৬ইং থেকে ৩০-১০-২০১০ইং এর মধ্যে।

শুধুমাত্র কসবার কুটি ছাড়া অন্য কোন ঘাট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কারের কাজে কোন স্থানীয় কমিটি ছিল না। ঘাট নির্মাণের পর শুধুমাত্র কসবার কুটি ছাড়া অন্য কোন ঘাটের সংস্কার হয়নি। এসব ঘাটের প্রতিটি বাৎসরিক ইজারামূল্য ৬,০০০ টাকা থেকে ৭,২০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছে। এসব ঘাট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কারের আগে ২টি ঘাট ছাড়া অন্যান্য ঘাটের অবস্থা পূর্বেই ভালো/মোটামোটি ছিল। শুধুমাত্র পাহাড়পুর নৌকাঘাট এবং কসবা বাজার ঘাটের অবস্থা খারাপ ছিল।

বর্তমানে এসব ঘাট ব্যবহার/নোংগর করে সাধারণ নৌকা, ইঞ্জিন চালিত নৌকা এবং কোন কোন ঘাট ব্যবহার/নোংগর করে লঞ্চ ও স্পীড বোট (পাহাড়পুর নৌকা ঘাট)। ঘাটসমূহ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার ইত্যাদি কাজ করার আগেও এসব ঘাট ব্যবহার করে এসব নৌযান আসা যাওয়া করতে। শুধুমাত্র টোক নয়ন বাজার ঘাট এবং কালিগঞ্জ বাজার ঘাটে ঘাটপার হতে টোল দিতে হয়। অন্য সব ঘাটে টোল দিতে হয় না। এসব ঘাটে যাত্রীপ্রতি ৩টাকা থেকে ৪টাকা টোল দিতে হয়। যাতে দৈনিক আয় হয় ১,২০০ টাকা (টোক নয়ন বাজার ঘাট) এবং ৫,০০০ টাকা (কালিগঞ্জ বাজার ঘাট)। প্রকৌশলগত পর্যবেক্ষণে ঘাটের নির্মাণ মান ও বর্তমান অবস্থা ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৪.৭ স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টার

প্রকল্পের আওতায় ২টি স্কুলবাস কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। একটি নওগাঁ জেলার সাপাহারে ও অন্যটি রাজশাহী জেলায় গোদাগাড়ি উপজেলায়। সমীক্ষার প্রকৌশলদল নওগাঁ জেলার সাপাহারের স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টার পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর নির্মাণ মান ভাল এবং ব্যবহার-উপযোগী ও দৃশ্যমান অবস্থা ভাল বলে জানান।

৪.৮ অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত অসুবিধা

প্রকল্প অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সুবিধা ব্যাতিত পরিবেশগত সমস্যার ব্যাপারে উত্তরদাতারা জানান যে, অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে পরিবেশগত বা অন্য কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে কিনা। উত্তরে জানা যায় গ্রোথ সেন্টারসমূহে অত্যধিক জন সমাগম হচ্ছে। দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতার মতে রাস্তা উন্নয়নের ফলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। তবে ৩০% মালিক/চালকের মতে যানবাহন অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় যাত্রী পাওয়া যায় না, ১১% এর মতে ভাড়া হ্রাস পেয়েছে, ১৩% এর মতে দুর্ঘটনা বেড়েছে ও ১০% এর মতে রাস্তা নিয়মিত মেরামত না হওয়ায় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

৪.৯ ভূমি অধিগ্রহণ

প্রকল্প উপকৃত ২৩৪০টি পরিবারের উত্তরদাতাদের ৭৬% এর জানামতে প্রকল্প মারফত কোন ভূমি অধিগ্রহণ হয়নি এবং সেজন্য কোন ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়নি। মাত্র ৯% উত্তরদাতাদের মতে প্রকল্প থেকে কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে আর ১৫% এর মতে ভূমি অধিগ্রহণ কিংবা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা তা তারা জানেন না। কিন্তু এবিষয়ে জ্ঞাত প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালকের মতে আইডিএ সহায়তা পুষ্ট এলাকায় বিশেষ করে উপজেলা সড়কের জন্য প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তি সংক্রান্ত ৮/৫/১৩ তারিখের মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ডিপিপির টার্গেট অনুযায়ী ৩০২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত প্রতিবেদনে একই পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, এলজিইডি ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ষ্টাফ ভূমিঅধিগ্রহণ ঘনিষ্টভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সময়মত ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ/পূনর্বাসনে সাহায্য পায়।

৪.১০ প্রকল্পের ক্রয়-সংক্রান্ত কার্যাবলির তথ্যাদি

প্রকল্প শুরু হয় ২০০৩ সালেও সমাপ্ত হয় ২০১২ সালে। প্রকল্পে ১২২৭ কি.মি. উপজেলা সড়ক (ব্রীজ/কালভার্টসহ), ৯০৩ কি.মি. ইউনিয়ন (ব্রীজ/কালভার্টসহ), গ্রোথ সেন্টার ১৩টি, ঘাট-৩১টি, স্কুল-২টি এর উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়িত হয়।

২০০৪ ও ২০০৭ সালে বন্যার পর পুলড (একত্রিত) বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়ায় আরডিপিপি প্রণয়ন প্রয়োজন হয়।

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট পিপিআর ২০০৩, পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসারে পরিচালনা করা হয়।

প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইনও অনুসরণ করা হয়। প্রকল্পের কন্ট্রাক্টের মধ্যে ৪টি ইউজেডআর আইসিবি ও বাকি সব এনসিবি নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ব্যতিক্রম ছিল বৃক্ষরোপণ (৩টি কোটেশন আহ্বান পদ্ধতিতে) পেভমেন্টের বাহিরে রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যা কাজের জন্য ডিরেক্ট কন্ট্রাক্টিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

প্রাথমিক ৯০% কন্ট্রাক্ট বিড ভেলিডিটি পিরিয়ডের মধ্যে প্রকিউর করা হয়। ২টি আইসিবি কন্ট্রাক্ট ব্যর্থতার জন্য রিবিড করা হয় ও এনসিবি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং এতে বিশ্বব্যাংকের সম্মতি নেয়া হয়। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পটির প্রকিউরমেন্ট পোস্ট রিভিউ করা হয় ২০০৬ হতে ২০১২ সালের মধ্যে।

মোট ৩টি কন্ট্রাক্টের প্রকিউরমেন্টের বিষয় পর্যালোচনা করা হয় যার মধ্যে ১টি আইডিএ ও ২টি জিওবি সহায়তাপুষ্ট। নিম্নে প্রকিউরমেন্টের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো-

আইডিএ প্রকল্প	:	১টি
কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নং	:	ইউজেডআর ৩২১.১ ও ৩২১.২
কন্ট্রাক্টের নাম	:	সিলেট গাছবারি গ্রোথ সেন্টার-কানাইঘাট সড়ক; (চেইনেজ ০-৯ কি.মি.: ও (৯ কি.মি.-১৭.৩৫ কি.মি.)
টেন্ডার অপেনিং ও মূল্যায়ন কমিটি	:	পিপিএ ২০০৬ অনুযায়ী টেন্ডার ওপেনিং ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। মূল্যায়ন কমিটিতে যথাযথভাবে অন্ত:স্থ (এলজিইডি হতে কনসালটেন্টের টীম লিডার (এক্সপেট্রিয়েট) ১ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী চেয়ারম্যানসহ ৫ জন সদস্য ও বহি:স্থ সদস্য হিসেবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১জন নির্বাহী প্রকৌশলী ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১ জন নির্বাহী প্রকৌশলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
পেপার এ্যাড	:	যথাযথভাবে ২টি জাতীয় পত্রিকায় (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।
অনুমোদন	:	সর্বনিম্ন দরদাতার দর সুপারিশ করা হয় ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দর অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত দর প্রাক্কলিত দর হতে নিম্নে ছিল।
বিডভেলিডিটি	:	যথাযথভাবে বিড ভেলিডিটি ১১৯ দিনের মধ্যেই কন্ট্রাক্ট এওয়ার্ড দেয়া হয়।
জিওবি প্রকল্প	:	১ম টি
কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নং	:	হাটহাজারী ইউআর-১৩
কন্ট্রাক্টের নাম	:	হাটহাজারী উপজেলা-নাজিরহাট আরএইচডি-ছরিয়া ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ সড়ক (মুরাদ সড়ক উন্নয়ন)
প্রাক্কলিত দর	:	৩.২০ কোটি (প্রায়)।
		পিপিআর-২০০৩ এর রেগুলেশন ১৪ অনুযায়ী যথাযথ অংশগ্রহণমূলক না হওয়ায় প্রথম টেন্ডার বাতিল করে রিটেন্ডারিং করা হয়। ২য় আহ্বান- সড়ক দৈর্ঘ্য ০.২৯ কি.মি. ব্রীজ/কালভার্টসহ। ন্যাশনাল ওপেন টেন্ডার মেথডে (২০০৬ পিপিএ) প্রকিউরমেন্ট কাজ পরিচালিত হয়।
টেন্ডার নং	:	২৪/২০০৭-২০০৮।
পেপার এ্যাড	:	যথাযথভাবে জাতীয় পত্রিকায় (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

টিওসি ও ইভ্যালুয়েশন কমিটি	:	যথাযথভাবে টিওসি গঠিত হয়। ইভ্যালুয়েশন কমিটিতে অন্ত:স্থ সদস্য হিসেবে চেয়ারম্যানসহ ৩ জন এলজিইডি হতে ও ২ জন বহি:স্থ সদস্য (১ জন পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ১ জন আরএইচডি হতে) সহ মোট ৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।
অনুমোদন	:	ইভ্যালুয়েশন কমিটি অনুমোদনের জন্য ৪টি টেন্ডারের মধ্যে প্রাক্কলিত দরের ১৬.৫% উর্ধ্বদর যাহা বাজার দরের ৬.৫৬% উর্ধ্বদর সুপারিশ করে ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ উক্ত দর অনুমোদন করে।
বিড ভেলিডিটি	:	বিড ভেলিডিটি ১২০ দিনের মধ্যেই টেন্ডার এওয়ার্ড করা হয়।
জিওবি প্রকল্প	:	২য় টি
কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নং	:	কক্স/ ইউজেডআর-০২
কন্ট্রাক্টের নাম	:	পেকুয়া বাজার-মৌলভীবাজার সড়ক উন্নয়ন (চেইনেজ ০ কি.মি- ৬.৫৯ কি.মি.)
প্রাক্কলিত দর	:	২.০৫ কোটি (প্রায়)।
		পিপিআর-২০০৩ অনুযায়ী প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট কাজ পরিচালিত হয়।
পেপার এ্যাড	:	যথাযথভাবে জাতীয় পত্রিকায় (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।
টিওসি ও ইভ্যালুয়েশন কমিটি	:	যথাযথভাবে টিওসি ও ইভ্যালুয়েশন কমিটি গঠিত হয়। যথাযথভাবে ইভ্যালুয়েশন কমিটিতে অন্ত:স্থ সদস্য হিসেবে চেয়ারম্যানসহ এলজিইডি হতে ৩ জন ও ২ জন বহি:স্থ সদস্য (১ জন পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ১ জন আরএইচডি হতে) সহ মোট ৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।
অনুমোদন	:	ইভ্যালুয়েশন কমিটি অনুমোদনের জন্য ৩টি টেন্ডারের মধ্যে প্রাক্কলিত দরের ৯.৯০% উর্ধ্বদর সুপারিশ করে ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ উক্ত দর অনুমোদন করে।
বিড ভেলিডিটি	:	বিড ভেলিডিটি ১২০ দিনের মধ্যেই টেন্ডার এওয়ার্ড করা হয়।

প্রকিউরমেন্টের বিষয়ে কোন অভিযোগ, অডিট আপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য এলজিইডি অফিস হতে পাওয়া যায় নি। তবে জানানো হয়েছে যে, প্রকল্পের বিষয়ে সকল অভিযোগ, অডিট আপত্তি যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: প্রকল্পের সার্বিক প্রভাব

৫.১ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রকল্প এলাকায় সকল উত্তরদাতাই বলেছেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে পূর্বের তুলনায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫% উত্তরদাতা বলেছেন অনেক উন্নতি হয়েছে অথবা খুব ভালো হয়েছে আর ৬৫% উত্তরদাতা বলেছেন ভালো হয়েছে। কন্ট্রোল এলাকায় ৮% উত্তরদাতা বলেছেন উন্নতি হয়নি বা খারাপ হয়েছে। কিন্তু বাকি ৮২% উত্তরদাতা বলেছেন উন্নতি হয়েছে। কন্ট্রোল এলাকার উত্তরদাতা প্রকল্পের সুবিধা কম পাওয়ায় উন্নয়ন হয়নি এমন মন্তব্য করে থাকতে পারেন। তার পরেও ৮২% উত্তরদাতা উন্নতি হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয় যে কন্ট্রোল এলাকায় উত্তরদাতারাও কম বেশি উপকৃত হয়েছেন। কারণ, উন্নিত অবকাঠামো পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণেরও উপকার করেছে **(সারণি-১২)**।

সারণি-১২ : উত্তরদাতাদের ধারণা মতে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন

যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
১. খুব ভালো	৮১৯	৩৫.০	৯৫	১২.২
২. ভালো	১,৫২১	৬৫.০	৬২৬	৮০.৩
৩. খারাপ	০	০	৫৯	৭.৬
মোট	২,৩৪০	১০০	৭৮০	১০০

নোট: নির্মাণ মান, রক্ষণাবেক্ষণ, বর্তমান পেভমেন্ট অবস্থা

প্রকল্প এলাকার ৯৪% ও কন্ট্রোল এলাকায় ৭৬% উত্তরদাতার মতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াতে। একইভাবে ৮৪ ও ৮৯ শতাংশ প্রকল্প এলাকার উত্তরদাতা বলেছেন স্কুল ও ইউনিয়ন পরিষদে যাতায়াত সুবিধা হয়েছে। ৭৩, ৭৫ ও ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, উপজেলা শহরে, গ্রোথ সেন্টারে ও জেলা শহরে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে। সবক্ষেত্রেই প্রকল্প এলাকার তুলনায় কন্ট্রোল এলাকার কম সংখ্যক উত্তরদাতা অনুরূপ সুবিধার কথা বলেছেন **(সারণি-১৩)**। যার অর্থ প্রকল্পে উপকৃত রাস্তা বা গ্রোথ সেন্টার এর নিকট এলাকার উত্তরদাতারা বেশি উপকৃত হয়েছেন।

সারণি-১৩: অধিক যাতায়াতে সুবিধা প্রাপ্ত গন্তব্য

গন্তব্য	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
১. গ্রোথ সেন্টার (হাট এবং বাজার)	১,৭৪৯	৭৪.৭	৪৩৫	৫৫.৮
২. ইউনিয়ন পরিষদ	২,০৯১	৮৯.৪	৫৮০	৭৪.৪
৩. স্কুল কলেজ	১,৯৭৩	৮৪.৩	৫০২	৬৪.৪
৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতাল	২,২১০	৯৪.৪	৫৯৫	৭৬.৩
৫. সরাসরি জেলা শহরে	১,৮৫৩	৭৯.২	৪৯৮	৬৩.৮
৬. উপজেলাতে	১,৭০৪	৭২.৮	২৫৬	৩২.৮
৭. অন্যান্য	২১	০.৯	৯৪	১২.১
মোট উত্তরদাতা	**২,৩৪০**		**৭৮০**	

ফিগার -৫ : অধিক যাতায়াতে সুবিধা প্রাপ্ত গন্তব্য

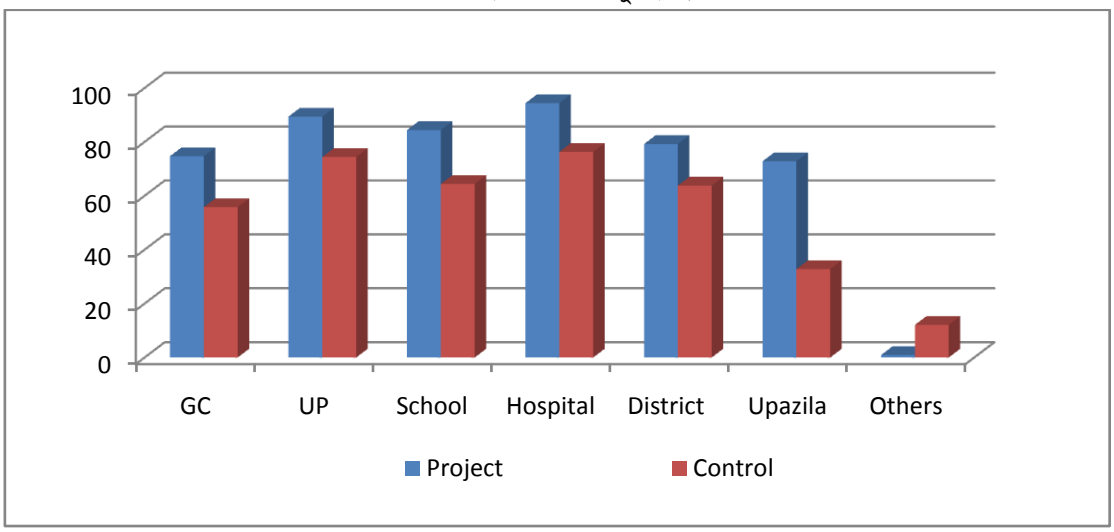

৫.২ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

অবকাঠামো উন্নয়ন সত্ত্বেও অধিকাংশ উত্তরদাতা খামারে কিংবা নিকটবর্তী গ্রাম্য বাজারে ফসল বিক্রি করে থাকেন। বিশেষ করে ধান ও আলু, খামারে ও কৃষকের বাড়িতে কিংবা নিকটবর্তী গ্রাম্য বাজারের বিক্রির প্রবণতা বেশি। তবে ফলমূল ও সবজির ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা গ্রোথ সেন্টারে বিক্রির কথা বলেছেন। খামারে বা গ্রামের বাজারে বিক্রির প্রবণতার অর্থ এই নয় যে, কৃষকেরা অবকাঠামো উন্নয়নের সুবিধা পাচ্ছে না। বরং অবকাঠামো উন্নয়ন হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় পাইকার ও ফরিয়া গ্রামের বাজারে এমনকি কৃষকের খামারে চলে আসছে ভ্যান গাড়ি কিংবা ট্রাক নিয়ে। এতে কৃষকের বাজারজাতকরণ খরচ কমে যাচ্ছে। আবার বাজার উন্নয়ন হওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা থাকায় কৃষক উপযুক্ত মূল্যেই খামারে কিংবা নিকটবর্তী বাজারে বিক্রির সুবিধা পাচ্ছে। বর্তমানে গ্রামে কিংবা গ্রাম্য বাজারে চলাচল করলে দেখা যায় যে, পাইকার কিংবা ফরিয়ারা নিজেদের সুবিধার জন্যই কৃষকের কাছে চলে যাচ্ছে। যাতায়াত সুবিধার জন্য পাইকার সরাসরি মাঠের ফসল ট্রাকে করে দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী বাজারে নিয়ে যেতে পারছে **(সারণি-১৪)**। গ্রোথ সেন্টার

সারণি-১৪ : বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

শস্য/বাজারজাতকরণ	উত্তরদাতার %	
	উপকারভোগী	কন্ট্রোল
১. ধান		
খামারে/বাড়িতে	৪০.৫	৪৯.৮
গ্রাম্য বাজারে	৫১.৭	১৭.৬
গ্রোথ সেন্টার বাজার/বড় পাইকারি বাজারে	৭.৫	৩১.৮
উপজেলা/শহরের বাজারে	০.৩	০.৮
মোট উত্তরদাতার সংখ্যা (n)	৯১৫	২৯১
২.পাট		
খামারে/বাড়িতে	৫.০	
গ্রাম্য বাজারে	১১.৭	৫০.০
গ্রোথ সেন্টার বাজার/বড় পাইকারি বাজারে	৬.৭	৫০.০
উপজেলা/শহরের বাজারে	৭৬.৭	-
মোট উত্তরদাতার সংখ্যা (n)	৭৪	২
৩. সবজি/ফল		
খামারে/বাড়িতে	১৫.৫	৩১.৭
গ্রাম্য বাজারে	৩৯.৪	২১.১
গ্রোথ সেন্টার বাজার/বড় পাইকারি বাজারে	৪২.৩	৪৬.৫
উপজেলা / শহরের বাজারে	২.৮	০.৭
মোট উত্তরদাতার সংখ্যা (n)	৪৫৩	১৭৩

শস্য/বাজারজাতকরণ	উত্তরদাতার %	
	উপকারভোগী	কন্ট্রোল
৪. আলু		
খামারে / বাড়িতে	৫৫.১	-
গ্রাম্য বাজারে	২৮.৪	১২.৫
গ্রোথ সেন্টার বাজার/বড় পাইকারি বাজারে	০.৪	৮১.৩
উপজেলা / শহরের বাজারে	১৬.০	৬.৩
মোট উত্তরদাতার সংখ্যা (n)	১৮৭	৫৪
৫. ভুট্টা		
খামারে / বাড়িতে	-	-
গ্রাম্য বাজারে	৫০.০	-
গ্রোথ সেন্টার বাজার/বড় পাইকারি বাজারে	৫০.০	৫০.০
উপজেলা / শহরের বাজারে	-	৫০.০
মোট উত্তরদাতার সংখ্যা (n)	৮	২
৬. মাছ		
খামারে / বাড়িতে	২৩.০	১৬.৭
গ্রাম্য বাজারে	১১.৫	৩৩.৩
গ্রোথ সেন্টার বাজার/বড় পাইকারি বাজারে	১১.৫	৩৩.৩
উপজেলা / শহরের বাজারে	৫৪.০	১৬.৭
মোট উত্তরদাতার সংখ্যা (n)	৫২	৬
৭. অন্যান্য		
খামারে / বাড়িতে	৯.২	-
গ্রাম্য বাজারে	৬০.৮	-
গ্রোথ সেন্টার বাজার/বড় পাইকারি বাজারে	২৭.৭	৯৩.৭
উপজেলা/শহরের বাজারে	২.৩	৬.৩
মোট উত্তরদাতার সংখ্যা (n)	১১২	৩৪

n = মোট (একজন উত্তরদাতা একাধিক উত্তর দিতে পারে)

৫.৩ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

প্রকল্পের উপকৃত ২৩৪০ জন উত্তরদাতা ৯৯% এর মতে অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। যে যে ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অধিকাংশ উত্তরদাতা মত দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে কৃষি, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ, যানবাহন চলাচল, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা।

৫.৪ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধা

প্রকল্পে উপকৃত ২৩৪০ জন উত্তরদাতার ৯৬% মনে করেন যে, প্রকল্পের ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। প্রায় ৬৫% উত্তরদাতা মনে করেন যে, আরও নতুন নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হয়েছে, ৯৪% এর মতে সময়মত চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে, ৭২% এর মতে যাতায়াত খরচ কমেছে ও ৮৩% এর মতে সহজেই ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের পূর্বে পঞ্চাশ শতাংশের কম উত্তরদাতা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতেন বলে জানিয়েছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর দেখা যায় যে অধিকাংশ উত্তরদাতা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবা গ্রহণ করেছেন।

৫.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সুবিধা

প্রকল্প উপকৃত ২৩৪০ জন উত্তরদাতার ৯৯% এর মতে প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৬ অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে নারী উত্তর দাতারা যে ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন

সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী উত্তরদাতা মনে করেন যে, উপজেলা শহর ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতায়াতের সুযোগ বেড়েছে। আবার অনেক উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা একাই আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতে পারেন কারণ রাস্তার অবস্থা ভালো এবং সহজে যানবাহন পাওয়া যায়। সংখ্যায় কম হলেও অনেক উত্তরদাতা বলেছেন যে, বাজারে যাতায়াতের সুযোগ বেড়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই কন্ট্রোল এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকার অধিক সংখ্যক উত্তরদাতা উপরিউক্ত উত্তর দিয়েছেন **(সারণি-১৫)**।

সারণি-১৫ : অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে নারী উত্তর দাতারা যে ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন

সুবিধার ধরণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
১. সহজেই উপজেলা/শহরে যাতায়াত করা যায়	২২৩৮	৯৫.৬	৭১৩	৯১.৪
২. সহজেই বাজার/গ্রোথ সেন্টারে যেতে পারি	১৬৮৪	৭২.০	৪১৮	৫৩.৬
৩. সহজেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারি	২১৯৮	৯৩.৯	৬৪৭	৮২.৯
৪. কারো সাহায্য ছাড়াই একা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতে পারি	১৯৯৫	৮৫.৩	৬২৯	৮০.৬
৫. অফিস, আদালতে যাতায়াত	৮০	৩.৪	১০৫	১৩.৫
মোট উত্তরদাতার সংখ্যা	**২৩৪০**		**৭৮০**	

ফিগার-৬ : অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে নারী উত্তর দাতারা যে ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন

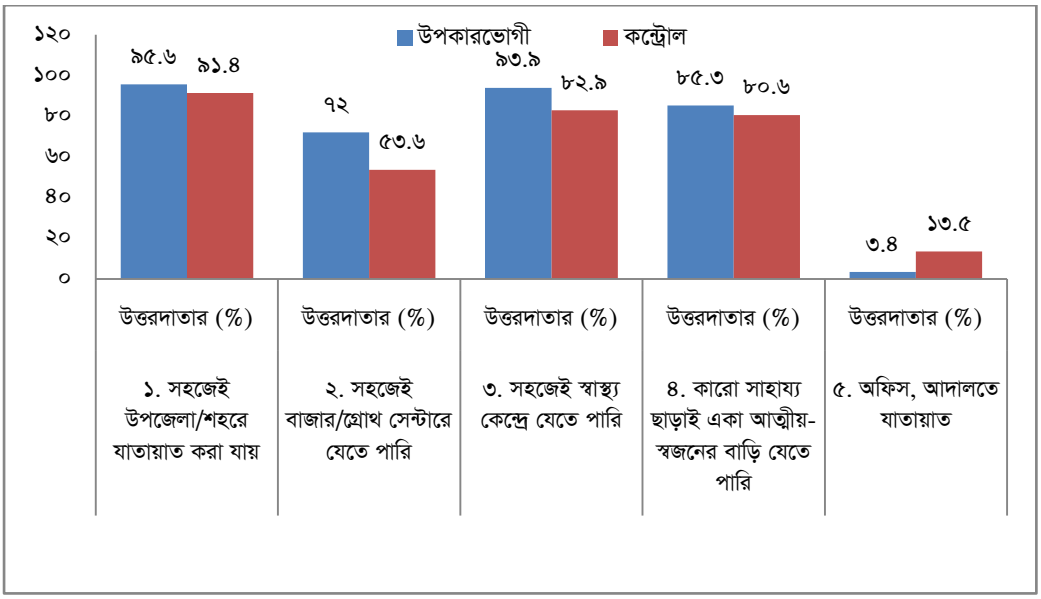

৫.৭ নারী উত্তরদাতাদের কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ

প্রকল্প এলাকায় ৩৭% ও কন্ট্রোল এলাকায় ৩৫% উত্তরদাতা নিজেরা কেনা-বেচার সুযোগ পাচ্ছেন বলে মত দিয়েছেন। বেশির ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে, শাক-সবজি, আলু, হাঁস-মুরগি, ডিম, পান-সুপারি ও ফল কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ করেন। অল্প সংখ্যক নারী উত্তরদাতা ধান, গবাদি পশু অন্যান্য ফসল ও মাছ কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ করে থাকেন **(সারণি-১৬)**।

সারণি-১৬ : নারী উত্তরদাতাদের কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ

কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
হ্যাঁ	৮৭৫	৩৭.৪	২৭৫	৩৫.৩
পণ্য				
১. সবজি/আলু	৫৭১	৬৫.৩	১৮৪	৬৬.৯
২. হাঁস-মুরগি ও ডিম	২৪৫	২৮.০	৬০	২১.৮
৩. ধান	১১০	১২.৬	২৭	৯.৮
৪. গরু-ছাগল ও দুধ	৮৮	১০.১	২২	৮.০
৫. সরিষা	৯	১.০	৩	১.১

কেনা-বেচায় অংশগ্রহণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
৬. ডাল জাতীয় শস্য	৭	০.৮	৯	৩.৩
৭. পান সুপারী	১৩০	১৪.৯	৫৪	১৯.৬
৮. ডাব ও ফল	১৭০	১৯.৪	৬৫	২৩.৬
৯. মাছ	৫৭	৬.৫	২২	৮.০
১০. লবণ	০	০	২	০.৭
মোট হ্যাঁ উত্তরদাতার সংখ্যা	**৮৭৫**		**২৭৫**	

৫.৮ নারী উত্তরদাতাদের ফসল বাজারজাতকরণ

প্রকল্প ও কন্ট্রোল উভয় এলাকায় প্রায় ২৬% নারী উত্তরদাতা বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণ করে থাকেন। বাজারজাতকৃত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সবজি, ফলমূল, মাছ ও পান-সুপারী **(সারণি-১৭)**।

সারণি-১৭: নারী উত্তরদাতাদের ফসল বাজারজাতকরণ

ফসল	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
১. সবজি/ আলু	৩৩৮	৫৫.০	১১৭	৫৮.২
২. হাঁস-মুরগি ও ডিম	১০৪	১৬.৯	২৪	১১.৯
৩. ধান	৩০	৪.৯	৮	৪.০
৪. গরু-ছাগল ও দুধ	২৮	৪.৬	৯	৪.৫
৫. সরিষা	৩	০.৫	১	০.৫
৬. ডাল জাতীয় শস্য	৩	০.৫	১	০.৫
৭. পান সুপারী	১০৯	১৭.৭	৪৯	২৪.৪
৮. ডাব ও ফল	১৬৫	২৬.৮	৫৮	২৮.৯
৯. মাছ	১৭৪	২৮.৩	৫০	২৪.৯
১০. লবণ	৩	০.৫	০	০.০
মোট হ্যাঁ উত্তরদাতার সংখ্যা	**৬১৫**		**২০১**	

৫.৯ নারী উত্তরদাতাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির হার

প্রকল্প এলাকায় ৫৩% ও কন্ট্রোল এলাকায় ৪৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পর মহিলাদের আয়ের সুযোগ বেড়েছে। প্রায় ৩৯% উত্তরদাতা বলেছেন যে, আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৫১-৭৫% এবং ২৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে, আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ২১-৫০% **(সারণি-১৮)**।

সারণি-১৮ : নারী উত্তরদাতাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির হার

বৃদ্ধির হার	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
১.১-২০ %	৩৫৮	২৮.৭	১২৮	৩৭.৬
২. ২১-৫০ %	৩৬৬	২৯.৪	৬৯	২০.৩
৩. ৫১-৭৫ %	৪৭৭	৩৮.৩	১৩৪	৩৯.৪
৪. ৭৫ % এর বেশি	৪৫	৩.৬	৯	২.৬
মোট হ্যাঁ উত্তরদাতার সংখ্যা	**১,২৪৬**		**৩৪০**	

৫.১০ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি

প্রকল্প এলাকায় ৭৮% ও কন্ট্রোল এলাকায় ৭৩% উত্তরদাতা মনে করেন যে, প্রকল্প বাস্তবাযনের ফলে আগের তুলনায় মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়েছে। উত্তরদাতাদের মতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান ও নারীর ক্ষমতায়ন সকলক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছে **(সারণি-১৯)**।

সারণি-১৯ : মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি

উন্নতির খাত	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
১. অর্থনৈতিক উন্নতি	১,০৫৯	৫৮.৪	৫৬০	৯৮.৯
২. সামাজিক উন্নতি	১,৪০৬	৭৭.৫	৫৬৬	১০০.০
৩. শিক্ষার উন্নতি	১,৩০০	৭১.৭	৫৬৫	৯৯.৮
৪. স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি	১,১৩৬	৬২.৬	৫২৮	৯৩.৩
৫. জীবন যাত্রার মান	৬৮৬	৩৭.৮	৫৬১	৯৯.১
৬. মহিলাদের ক্ষমতায়ন	৫৬৭	৩১.৩	৫০৭	৮৯.৬
৭. অন্যান্য	২৩	১.৩	২৪	৪.২
মোট হ্যাঁ উত্তরদাতার সংখ্যা	১,৬১৪		৫৬৬	

৫.১১ নারী উত্তরদাতার নিজের পরিবর্তন

প্রকল্প এলাকায় ৫০% ও কন্ট্রোল এলাকায় ৪৮% উত্তরদাতা বলেছেন তারা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছেন। ব্যক্তিগত উপকারের মধ্যে দেখা যায় যে, তিনটি ক্ষেত্রে উপকার প্রাপ্তির সংখ্যা অনেক বেশি। এগুলো হচ্ছে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ ও নারীর ক্ষমতায়ন। অন্য দুটি অর্থনৈতিক খাতে উপকারের রিপোর্ট পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে-হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসা **(সারণি-২০)**।

সারণি-২০ : নারী উত্তরদাতার নিজের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে

অবস্থা পরিবর্তনের খাত	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
১. হাঁস-মুরগি/পশু পালন	৭৮৭	৬৭.৭	৩০০	৮০.৯
২. শাক-সবজির বাগান	৬৭৫	৫৮.০	২৪৬	৬৬.৩
৩. কুটির শিল্পের কাজ	২৭৬	২৩.৭	১১১	২৯.৯
৪. ক্ষুদ্র ব্যবসা করছি	২২৭	১৯.৫	৯৮	২৬.৪
৫. মহিলাদের ক্ষমতায়ন বেড়েছে	৭৭২	৬৬.৪	২০৯	৫৬.৩
৬. অন্যান্য	৭৭	৬.৬	২৩	৬.২
মোট হ্যাঁ উত্তরদাতা	**১,১৬৩**		**৩৭১**	

৫.১২ অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে উত্তরদাতা মহিলাদের অংশগ্রহণ

প্রকল্প এলাকায় ২৩৪০ জন নারী উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৭ জন প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন যা মোট উত্তরদাতার ১% এরও কম। বাকি ৯৯% উত্তরদাতা প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করেনি। প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ বলতে উত্তরদাতারা মাটি কাটার কাজ কিংবা অন্যান্য নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ বুঝিয়েছেন। মূলত কন্ট্রাক্টর মারফত কাজ হওয়ায় অংশগ্রহণ কম দেখা যাচ্ছে বা কম রিপোর্টেড হয়েছে। তারপরও এত কম সংখ্যক উত্তরদাতার অংশগ্রহণ খুবই অস্বাভাবিক মনে হয় **(সারণি-২১)**।

সারণি-২১ : অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে উত্তরদাতা মহিলাদের অংশগ্রহণ

হ্যাঁ/না	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)	সংখ্যা	উত্তরদাতার (%)
১. হ্যাঁ	৭	০.৩	২	০.৩
২. না	২৩৩৩	৯৯.৭	৭৭৮	৯৯.৭
মোট	২৩৪০	১০০	৭৮০	১০০

৫.১৩ পরিবার পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ-ক্ষেত্রে নারী উত্তরদাতাদের ভূমিকা

নারী উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল দৈনন্দিন বাজার খরচ বা পারিবারিক ব্যয়, বড় ধরনের কেনাকাটা, ছেলে-মেয়ের বিবাহ, নিজের স্বাস্থ্যসেবা, শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা, শিশুদের লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। আইডিএ (IDA) এলাকার প্রাপ্ত তথ্যে থেকে দেখা যায় যে, দৈনন্দিন কেনাকাটা, বড় ধরনের কেনাকাটা, বাড়িঘর

মেরামত ও ছেলে-মেয়েদের বিবাহ প্রতিক্ষেত্রেই প্রধান সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে পরিবারের পুরুষ কর্তা। তবে এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বেশ জোড়ালোভাবে এসেছে। স্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি **(সারণি-২২)**।

সারণি-২২ : পরিবার পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষেত্রে নারী উত্তরদাতাদের ভূমিকা

সিদ্ধান্ত গ্রহণের খাত	উত্তরদাতার %	
	উপকারভোগী	কন্ট্রোল
১. দৈনন্দিন বাজার/খাদ্য সামগ্রী ক্রয়		
১. নিজ	৭.৮	২৯.৬
২. স্বামী	**৫০.৮**	০.৬
৩. উভয়ই	**৩৯.৯**	**৬৯.৯**
৪. অন্যান্য	**১.৫**	০.০
মোট উত্তরদাতা	২৩৪০	৭৮০
২. বাড়ির বড় ধরনের কেনাটাকা/বাড়িঘর তৈরি/বিবাহ		
১. নিজ	**১.৭**	২১.৭
২. স্বামী	**৫৪.০**	৩.২
৩. উভয়ই	৪২.৭	৭৪.৬
৪. অন্যান্য	**১.৭**	০.৬
মোট উত্তরদাতা	২৩৪০	৭৮০
৩. নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবা		
১. নিজ	**৫০.৩**	**৫৭.৮**
২. স্বামী	২০.৬	০.৭
৩. উভয়ই	২৮.৮	**৪১.৫**
৪. অন্যান্য	০.৪	০.০
মোট উত্তরদাতা	২৩৪০	৭৮০
৪. শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা		
১. নিজ	**১৮.৯**	**২১.৮**
২. স্বামী	**১২.৮**	**১.১**
৩. উভয়ই	**৬৭.৭**	**৭৬.৯**
৪. অন্যান্য	০.৬	০.৩
মোট উত্তরদাতা	**২১৩৭**	৬৯৫
৫. শিশুদের লেখাপড়া		
১. নিজ	৪.৭	**১৯.৬**
২. স্বামী	**১৯.৩**	**১.১**
৩. উভয়ই	**৭৫.৪**	**৭৯.১**
৪. অন্যান্য	০.৬	০.৩
মোট উত্তরদাতা	২০৯৯	৬৭২

মাতৃস্বাস্থ্যের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বলে তথ্যে প্রতীয়মান হয়। শিশুদের স্বাস্থ্য ও লেখাপড়ার বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন বলে দেখা গেছে। উল্লেখ্য যে, এরূপ প্রকল্প উপকৃত কিংবা উপকৃত নয় সব ক্যাটাগরিতেই উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এলাকা ভেদে এর তেমন বড় ধরনের তারতম্য দেখা যায়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটি সচেতনতা ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে নারী-পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয়। তথাপি আর্থিক বিষয়ে যেমন- পারিবারিক আয়-ব্যয়, ছেলে-মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের একক সিদ্ধান্ত দৃশ্যমান। প্রকল্প এলাকা ও কন্ট্রোল এলাকার মধ্যে পার্থক্য না থাকা বেশ গুরুত্ব বহন করে। হয়তো বা প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে থেকেই সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে নারী পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্তের গ্রহণের বিষয়টি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বা হতে শুরু করেছে। সেজন্য প্রকল্পের সরাসরি প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছে না অর্থাৎ প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকার মধ্যে তেমন পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ যানবাহন চলাচল সংখ্যা

১৯টি নির্ধারিত সড়কে বাজার থেকে কিঞ্চিৎ দূরে হাটের দিন ও হাট বর্হিভূত দিনে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিভিন্ন যানবাহন গণনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রতি ১২ ঘণ্টায় বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেছে ২৬৭টি যা প্রতি ঘণ্টায় ২২টি করে (হাট বর্হিভূত দিনে)। হাটের দিনে এটি ছিল প্রতি ঘণ্টায় ৩৬টি। অর্থাৎ, প্রতি হাটের দিন গড়ে প্রতি ২ মিনিটে একটি যান্ত্রিক যানবাহন পার হয়েছে যা হাট বর্হিভূত দিনে প্রতি ৩ মিনিটে একটি।

গ্রামীণ অবকাঠামো ও পরিবহন ব্যবস্থায় বিগত বছরগুলোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় যান্ত্রিক পরিবহনের সংখ্যা অযান্ত্রিক পরিবনের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। হাটের দিনে ৩৬টি যান্ত্রিক বাহনের তুলনায় ১৭টি অযান্ত্রিক বাহন চলাচল করে থাকে যা হাট বর্হিভূত দিনে ২২টি যান্ত্রিক বাহনের তুলনায় ১১টি অযান্ত্রিক বাহন। যান্ত্রিক বাহনের মধ্যে প্রধান বাহন হচ্ছে অটো রিকশা/ইজি বাইক হাটের দিনে ঘণ্টায় ৮টি, মোটর সাইকেল ঘণ্টায় ৬টি, ট্রাক ঘণ্টায় ৪টি, ট্রলি ঘণ্টায় ৫টি ও নসিমন ঘণ্টায় ৩টি। বাস ও মাইক্রোবাস চলাচল করে থাকে ঘণ্টায় ১টি ও টেম্পু চলাচল করে ঘণ্টায় ২টি করে।

অযান্ত্রিক পরিবহনের মধ্যে প্রধান হচ্ছে রিকশা ও রিকশা/ভ্যান ঘন্টায় গড়ে ১২টি ও সাইকেল ঘণ্টায় ৫টি। হাট বহির্ভূত দিনে রিকশা/ভ্যান ঘণ্টায় ৭টি ও সাইকেল ঘন্টায় ৩টি। ঠেলাগাড়ি ও গরুর গাড়ি চলাচল নিতান্তই নগণ্য।

১৯টি বাছাইকৃত সড়কে হাটের দিন ও হাট বহির্ভূত দিনে যানবাহন গণনা করা হয়। হাটের দিনে মোট যানবাহন চলাচল ২০০৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। হাট বহির্ভূত দিনে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০%। ২০০৪ সালে হাটের দিনে ও হাট বহির্ভূত দিনে চলাচলকারী যানবাহনের মধ্যে যান্ত্রিক ছিল যথাক্রমে ৪৫% ও ৩৫%। সেই তুলনায় ২০১৫ সালে হাট ও হাট বহির্ভূত উভয় দিনেই চলাচলকারী যানবাহনের মধ্যে যান্ত্রিক ছিল ৬৮%।

নিচে টেবিলে ১৯টি নমুনা রাস্তায় হাটের দিনে ও হাট বহির্ভূত দিনে চলাচলকারী যানবাহনের সংখ্যা দেয়া হয়েছেঃ

হাটের দিনে ১৯টি সড়কে যানবাহনের সংখ্যা									
যানবাহনের ধরণ		৬–৮ AM	৮–১০ AM	১০–১২ AM	১২–২ PM	২–৪ PM	৪–৬ PM	মোট/১২ ঘঃ	প্রতি ঘণ্টা
	অটো রিক্সা/ইজি বাইক	২৬২	৪০২	৩৪১	২৮১	৩০৫	৩১৮	১৯০৯	১৫৯
যান্ত্রিক	মোটর সাইকেল	২৩৪	১৯০	২১৭	১৬৫	১৯৪	২৮৪	১২৮৪	১০৭
	জীপ	৩	২	২	২	২	৫	১৬	১
	কার	২৩	১৫	১৭	২৯	৪	২৭	১১৫	১০
	ট্যাক্সি	২৭	১৮	১৮	৭১	২০	১৭	১৭১	১৪
	পিক-আপ	৫৩	৭৯	১০৫	৪২	৫৫	৬৮	৪০২	৩৪
	মাইক্রোবাস	২২	৪৮	১৫	১৫	২৮	৭৩	২০১	১৭
	বাস/মিনি বাস	৭	৩	১১	৩	২৮	৯	৬১	৫
	এ্যামবুলেন্স	১৯	৫	১৪	১৪	১২	৯	৭৩	৬
	ট্রাক	৬২	৯৪	১৮৩	১৪৯	২০৪	১৯১	৮৮৩	৭৪
	ট্রাক্টর/ট্রলি	২২৯	২১৭	১৬৭	৯১	১৬১	২১৬	১০৮১	৯০
	নসিমন	২২৫	১৩৯	৭৩	৫২	৩৭	৭২	৫৯৮	৫০
	টেম্পু	৮২	১৫৬	১১৯	৮৯	১৩৮	২৩০	৪৯৬	৪১
	ম্যাক্সি	৯১	২২৭	২১৭	১২০	১৭৮	১৭৩	১০০৬	৮৪
উপ-মোট		**১৩৩৯**	**১৫৯৫**	**১৪৯৯**	**১১২৩**	**১৩৬৬**	**১৬৯২**	**৮২৯৬**	**৬৯১**
গড় যান্ত্রিক		**৭০**	**৮৪**	**৭৯**	**৫৯**	**৭২**	**৮৯**	**৪৩৭**	**৩৬**
অযান্ত্রিক	রিকশা	২৫৮	১৭৯	১৬৯	১৬১	২১৫	১৯৮	১১৮০	৯৮
	রিকশা-ভ্যান	২৯৯	২৯৮	২৬৬	১৬১	২৬৬	২৬৫	১৫৫৫	১৩০
	বাইসাইকেল	১৯৬	১৮২	১১৯	১২৪	১৮৬	২৬৮	১০৭৫	৯০
	গরুর গাড়ি/টমটম	০	০	০	০	০	৭	৭	১
	ঠেলাগাড়ি	৩	০	০	০	০	০	৩	০
উপ-মোট		**৭৫৬**	**৬৫৯**	**৫৫৪**	**৪৪৬**	**৬৬৭**	**৭৩৮**	**৩৮২০**	**৩১৮**
সর্বমোট		**২০৯৫**	**২২৫৪**	**২০৫৩**	**১৫৬৯**	**২০৩৩**	**২৪৩০**	**১২১১৬**	**১০১০**
গড় অযান্ত্রিক		**৪০**	**৩৫**	**২৯**	**২৩**	**৩৫**	**৩৯**	**২০১**	**১৭**
মোট গড়		**১১০**	**১১৯**	**১০৮**	**৮৩**	**১০৭**	**১২৮**	**৬৩৮**	**৫৩**

হাট বহির্ভূত দিনে ১৯টি সড়কে যানবাহনের সংখ্যা									
যানবাহনের ধরণ		৬–৮ AM	৮–১০ AM	১০–১২ AM	১২–২ PM	২–৪ PM	৪–৬ PM	মোট/১২ ঘঃ	প্রতি ঘণ্টা
	অটো রিক্সা/ইজি বাইক	**১৬৫**	**২৩০**	**২৩১**	**১২০**	**১৫১**	**১৫০**	**১০৪৭**	**৮৭**
যান্ত্রিক	মোটর সাইকেল	১৬২	১৩০	১৬০	৯৩	১০৩	১৪২	৭৯০	৬৬
	জীপ	৫	৩	৩	১	২	৬	২০	২
	কার	২৮	১৯	১৪	২০	৬	৩২	১১৯	১০
	ট্যাক্সি	২৮	২২	২৬	৮৯	৩২	৩১	২২৮	১৯
	পিক-আপ	৩০	৩২	৪২	২২	২৫	৩৪	১৮৫	১৫
	মাইক্রোবাস	৪৩	৬২	৪৫	২৪	৩৮	১১৩	৩২৫	২৭
	বাস/মিনি বাস	৪	২	৬	২	১৬	৬	৩৬	৩
	এ্যামবুলেন্স	২৩	৭	১৮	৩০	১৯	১৪	১১১	৯
	ট্রাক	২২	৩৪	৮১	৬১	৯২	৮২	৩৭২	৩১
	ট্রাক্টর/ট্রলি	১৩০	১১৮	৮৭	৪১	৯২	১০২	৫৭০	৪৮
	নসিমন	৮২	৬৭	৩৫	২৪	১৭	৩৫	২৬০	২২
	টেম্পু	৬২	৮৬	৮০	৪০	৭০	১২৯	৪৬৭	৩৯
	ম্যাক্সি	৪০	১২২	১২১	৬৭	৯৭	৮৭	৫৩৪	৪৫
উপ-মোট		**৮২৪**	**৯৩৪**	**৯৪৯**	**৬৩৪**	**৭৬০**	**৯৬৩**	**৫০৬৪**	**৪২২**
গড় যান্ত্রিক		**৪৩**	**৪৯**	**৫০**	**৩৩**	**৪০**	**৫১**	**২৬৭**	**২২**
অযান্ত্রিক	রিকশা	১৬৫	৯৭	৮৫	৮৭	১২৯	১৫৪	৭১৭	৬০
	রিকশা-ভ্যান	১৮০	১৯৮	১৬৯	১১২	১৭৬	১৯০	১০২৫	৮৫
	বাইসাইকেল	১২৮	১৪২	৭৫	৬৮	১০৩	১৪০	৬৫৬	৫৫
	গরুর গাড়ি/টমটম	০	০	০	০	০	৫	৫	০
	ঠেলাগাড়ি	২	০	০	০	০	০	২	০
উপ-মোট		৪৭৫	৪৩৭	৩২৯	২৬৭	৪০৮	৪৮৯	২৪০৫	২০০
সর্বমোট		১২৯৯	১৩৭১	১২৭৮	৯০১	১১৬৮	১৪৫২	৭৪৬৯	৬২২
গড় অযান্ত্রিক		**২৫**	**২৩**	**১৭**	**১৪**	**২১**	**২৬**	**১২৭**	**১১**
মোট গড়		**৬৮**	**৭২**	**৬৭**	**৪৭**	**৬১**	**৭৬**	**৩৯৩**	**৩৩**

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ স্টেকহোল্ডারদের মতামত বিশ্লেষণ

৭.১ জন প্রতিনিধিদের ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মতামত

সমীক্ষার আওতায় মোট ১০৮ জন জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় KII প্রশ্নমালার মাধ্যমে মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছেন ১৫ জন উপজেলা চেয়ারম্যান, ১০ জন ভাইস চেয়ারম্যান, ২১ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ২২ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, ১৭ জন ইউনিয়ন মহিলা মেম্বার ও ২১ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। উত্তরদাতাদের ৪২% এর জানামতে প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ১৪% এর মতে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে, ১০% এর মতে গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন করা হয়েছে, ৭% এর মতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে ও ৬% এর মতে নদীর ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তরদাতারা এলাকায় প্রকল্পের এই কাজ হতে দেখেছেন এবং তা প্রকল্পের মূল কার্যাদির সাথে সংগতিপূর্ণ।

এটি অস্বাভাবিক মনে হয় যে, মাত্র ২% উত্তরদাতা মনে করেন যে, প্রকল্পের সব কাজ ঠিকমতো বাস্তবায়িত হয়েছে। এক-তৃতীয়াংশ মনে করেন কাজ ঠিক মতো বাস্তবায়িত হয়নি এবং ৬৪% উত্তরদাতা কাজ ঠিকমতো বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা জানেন না। উল্লেখ্য যে, উত্তরদাতারা সকলেই স্থানীয়সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং প্রকল্পের ভালো-মন্দ দিক তাদের জানার কথা এবং এতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকার কথা। এই অংশগ্রহণের অভাব, প্রকল্প সম্পর্কে না জানা কিংবা জানিনা বলা প্রকল্পের একটি দুর্বলদিক বলে মনে হয়।

প্রকল্পের অবকাঠামো ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণ হয় কিনা এই মর্মে ৪৯% শতাংশ হ্যাঁ বাচক উত্তর দিয়েছেন এবং ৫১ শতাংশ না বাচক উত্তর দিয়েছেন। এতে মনে হয় প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত ও ঠিকমতো হচ্ছে না।

৭.২ এলজিইডির বাস্তবায়ন দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা

২৬ টি উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রতি উপজেলায় গড়ে ১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। এদের মধ্যে গড়ে ১ জন উপজেলা প্রকৌশলী, ২ জন উপ সহকারী প্রকৌশলী, ১.৫ জন সারভেয়ার ও ড্রাফটসম্যান, ১ জন স্টোরকিপার, ২.৫ জন কার্যসহকারী, ২ জন হিসাবরক্ষক/সহকারী হিসাবরক্ষক, ১ জন ইলেক্ট্রিশিয়ান, ১ জন টাইপিস্ট ও ৩ জন পিওন / গার্ড রয়েছে। এই জনবল উপজেলা পর্যায়ের কর্ম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট বলেই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মত দিয়েছেন। ৫ টি উপজেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলেছেন যে, এই জনবল যথেষ্ট নয়।

কম সংখ্যক স্টাফ রয়েছে চকরিয়া (৯ জন), লক্ষীপুর সদর ও রামগঞ্জ (১০ জন করে)। আজমিরীগঞ্জ (১১ জন), উখিয়া, সোনাইমুড়ি, ছাতক ও শাপাইর (১২ জন) করে। সোনাইমুড়ি ছাড়া এর সবগুলি উপজেলাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। অন্যদিকে বৃহত্তর ঢাকা জেলার রায়পুরা, শিবপুর, শিবালয়, সিঙ্গাইর, সিরাজদিখান, সিংড়া ইত্যাদি উপজেলায় ১৮ থেকে ২১ জন স্টাফ রয়েছে। তদবির করে বদলি হওয়া হয়তো বা এর কারণ হতে পারে। উপজেলা প্রকৌশলীর পদ শূন্য পাওয়া যায় কেবলমাত্র উখিয়া ও ধর্মপাশা উপজেলায় যা রাজধানী ও বিভাগীয় শহর থেকে দূরে অবস্থিত।

লজিস্টিক সুবিধার মধ্যে প্রতি উপজেলায় গড়ে ৫টি মোটর সাইকেল, ৩ টি কম্পিউটার ও ২টি প্রিন্টার আছে। ২৬টির মধ্যে ১০টি উপজেলায় ফটোকপি মেশিন ও ৫টি উপজেলায় স্ক্যানার আছে। উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতে প্রায় সর্বত্রই রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা করা হয় এবং সেই মোতাবেক প্রতি ১-৩ বছরে একবার অবকাঠামো মেরামত করা প্রয়োজন। কোন কোন উপজেলায় অবশ্য ৪-৫ বছরে ১ বার মেরামত করা হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং প্রতি ৩ বছরে ১ বার মেরামত করা যুক্তিসঙ্গত বলে ধারণা পাওয়া যায়।

২৬টি উপজেলার ১৭টি তে মোটামুটিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হচ্ছে বলে প্রকৌশলী ও কর্মচারীগণ জানিয়েছেন। এদের থেকে জানা যায় যে, সাম্প্রতিককালে সরকার রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে এবং বরাদ্দপ্রাপ্তি সাপেক্ষে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন: ২৬-এর সাফল্যের দিক বলতে গিয়ে প্রকৌশলী ও কর্মচারীরা সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে এর ভূমিকার কথা বলেছেন। একই সাথে এই প্রকল্প স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারী সমীক্ষায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে তারা মনে করেন। এগুলি সবই প্রকল্পের সবল দিক।

প্রকল্পের দুর্বল দিক ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রকৌশলী ও কর্মচারীরা কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন-

১) বরাদ্দ প্রাপ্তি ও বাস্তবায়ন বিলম্ব
২) গ্রামীণ সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল প্রতিরোধ করতে না পারা
৩) প্রকল্পে সড়ক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকা
৪) ড্রেনেজ উন্নয়নে অপ্রতুলতা ও
৫) রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত না হওয়া

প্রতি উপজেলায় গড়ে ৫টি মটর সাইকেল, কম্পিউটার ও ২টি প্রিন্টার রয়েছে। ফটোকপিয়ার আছে ২৬টির মধ্যে ১০টি ও স্ক্যানার রয়েছে ৫টি উপজেলায়। সব উপজেলাতেই প্রকৌশলী ও স্টাফরা বলেছেন যে প্রকল্পের বরাদ্দ ঠিক মত পাওয়া গেছে ও ঠিক মত কাজ হয়েছে। একটি মাত্র উপজেলায় কাজ অধিকাংশ হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়। স্থানীয় বাধায় কিছু কাজ করা যায়নি বলে জানানো হয়েছে (শিবালয়, মানিকগঞ্জ)।

২৬টির মধ্যে ১৮টি উপজেলায় প্রকল্প কাজে জনগণের অংশ গ্রহণ ছিল বলে জানানো হয়েছে। একটি মাত্র উপজেলায় স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপ হয়েছে বলে জানানো হয় (শিবালয়, মানিকগঞ্জ)।

অবকাঠামো উন্নয়নের অসুবিধা হিসেবে কিছু কিছু প্রকৌশলী জলাবদ্ধতার সমস্যার কথা জানিয়েছেন। সকল উত্তর দাতাই প্রকল্পের অবকাঠামোর ভাল ব্যবহার হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। তবে ১ জন বলেছেন ঘাট ভেঙে যাওয়ায় রাস্তার ব্যবহার পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না (আজমিরীগঞ্জ) ও অন্য ১জন বলেছেন যে, পার্শ্ববর্তী হাইওয়ের জন্য এলজিইডির রাস্তার ব্যবহার কমে গেছে।

ভবিষ্যত প্রকল্প সম্পর্কিত উত্তরদাতাদের সঠিক সুপারিশ নিম্নরূপ-

প্রকল্পের সবল দিক সম্পর্কে উত্তরদাতারা সকলেই স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির কথা বলেছেন। অন্যরা অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা বলেছেন।

প্রকল্পের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে উত্তরদাতা জলাবদ্ধতার সমস্যা সড়ক নিরাপত্তা জনিত সমস্যা। কাজ বিলম্বে শেষ হওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের অপ্রতুলতার কথা বলেছেন।

ভবিষ্যত প্রকল্পের জন্য রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়। ডিজাইন (স্লপ, শোল্ডার, বৃক্ষরোপণ, নির্মাণ স্ট্যান্ডার্ড) যথার্থ করা, মনিটরিং ও ব্যবহারিক দিক জোরদার করা, রাস্তার কার্পেটিং থিকনেস বাড়ানো, ড্রেনেজ ব্যবস্থা রাখা, নিয়মিত মেরামত কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন।

সুপারিশ হিসেবে প্রায় সকল উপজেলা থেকেই রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার বিষয়টি জোরদার করতে বলা হয়েছে। উত্তরদাতারা কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছেন যা নিম্নরূপ-

৭.৩ ইউনিয়ন তথ্যাদি

মোট ২৬টি ইউনিয়নে গড়ে প্রতিটির আয়তন ২৫ বর্গ কি.মি, জনসংখ্যা গড়ে ৪৩৩৫৭ ও প্রতি বর্গ কি.মি. জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৭৪৭। ইউনিয়নে পাকা রাস্তা আছে গড়ে ১৭ কি.মি, ইট বিছানো ১২ কি.মি. ও কাঁচা ৩০ কি.মি.। এর অর্থ হচ্ছে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রায় অর্ধেক রাস্তা পাকা করা বা ইট বিছানো হয়েছে। ১০টি ইউনিয়নে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। ইউনিয়নে গড়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১টি, জুনিয়র স্কুল ৩টি, হাই স্কুল ৩টি, কেজি স্কুল ৪টি, রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪টি, মাদ্রাসা গড়ে ৬টি ও কলেজ ১টি। প্রতি ইউনিয়নে গড়ে ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। অর্থাৎ প্রতি ১,৩০০ জন সংখ্যা বা প্রতি ৩০০ পরিবারের জন্য ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘনত্ব খুবই বেশি। প্রতি ইউনিয়নে একাধিক এনজিও কাজ হয়েছে। কোন কোনটিতে আবার ৫-৬ এনজিও কাজ করছে। প্রধান প্রধান এনজিও হচ্ছে ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস, দিসা, এফআইভিডিবি ও প্রশিকা। তাছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে

গ্রামীণ ব্যাংকও কর্মরত আছে। এনজিওদের সেবা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও স্বাস্থ্য সেবা। কিছু কিছু এনজিও শিক্ষা ও সোলার প্যানেল, নলকূপ ও সেনিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে দুটি সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২৬টি ইউনিয়নে মোট ১৭৬টি হাট বাজার রয়েছে, গড়ে প্রতি ইউনিয়নে ৭টির মধ্যে গ্রোথ সেন্টার প্রতি ইউনিয়নে গড়ে ১টি, দৈনিক বাজার গড়ে ৩টি ও সাপ্তাহিক হাট-বাজার গড়ে ২টি। তাছাড়া প্রতি ইউনিয়নে গ্রোথ সেন্টার ছাড়াও প্রতি দিন বাজার ও সপ্তাহে হাট বসে এমন বাজারের সংখ্যা গড়ে ১টি। ২৬টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ১৯টিতে ইউপি কমপ্লেক্স ভবন রয়েছে। এসকল তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নসমূহে অবকাঠামোগত সুবিধা বেশ ভাল এবং প্রকল্পের রাস্তা ও হাট-বাজার উন্নয়ন এই সুবিধা আরও সু-সংহত করবে।

৭.৪ ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য

নির্বাচিত উপজেলা সমূহের ১৭টি এফজিডি করা হয়। প্রতিটিতে ৩টি করে মোট ৫১টি এফজিডি করা হয়েছে এবং প্রতি এফজিডিতে ৮ জন উত্তরদাতা অংশ নিয়েছেন। এফজিডি স্থানসমূহ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	অর্থায়নে : জিওবি/আইডি এ	জেলা	উপজেলা
১	জিওবি	কক্সবাজার	উখিয়া
২	জিওবি	লক্ষীপুর	রামগঞ্জ
৩	জিওবি	নোয়াখালী	চাটখিল
৪	আইডিএ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা
৫	আইডিএ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নাসিরনগর
৬	আইডিএ	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং
৭	আইডিএ	হবিগঞ্জ	নবাবগঞ্জ
৮	আইডিএ	সুনামগঞ্জ	ছাতক
৯	আইডিএ	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা
১০	আইডিএ	নাটোর	গুরুদাসপুর
১১	আইডিএ	নাটোর	সিংরা
১২	আইডিএ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমেস্তাগঞ্জ
১৩	আইডিএ	জয়পুরহাট	কালাই
১৪	আইডিএ	নওগাঁ	নিয়ামতপুর
১৫	আইডিএ	মানিকগঞ্জ	শিবালয়
১৬	আইডিএ	নরসিংদী	শিবপুর
১৭	আইডিএ	মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখাঁ

উপরি উক্ত উপজেলাসমূহে অনুষ্ঠিত এফজিডিসমূহে সর্বমোট ২৬৬ জন পুরুষ ও ১৪২ জন মহিলা উত্তরদাতা অংশ নিয়েছেন। এসব এফজিডিতে সড়ক, ব্রীজ ও কালর্ভাট, গ্রোথসেন্টার উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ এবং এসব থেকে প্রাপ্ত উপকারসমূহ নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়। দেখা গেছে, কিছু এলাকায় রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালর্ভাট ইত্যাদি উন্নয়নের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এসব আলোচনা থেকে আরো জানা গেছে যে, সব এলাকাতেই রাস্তার উন্নয়ন কাজ হয়েছে। তার পাশাপাশি অনেক এলাকায় ব্রিজ, কালর্ভাট তৈরি হয়েছে এবং গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এফজিডিতে যোগদানকারীদের মধ্যে নবিগঞ্জ, সিংড়া, কালাই ও নিয়ামতপুরে সুবিধাভোগীরা বলেছেন যে, সেখানে লাগানো গাছের অবস্থা ভাল এবং গুরুদাসপুর, নাটোর, শিবালয়, সিরাজদিখান সুবিধাভোগীদের মতে অত্র এলাকায় লাগানো গাছের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ভাল অবস্থায় আছে। বাকি গাছ মরে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে।

এসব লাগানো গাছসমূহ এলজিইডি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে এবং এসব এলাকার দুঃস্থ মহিলারা এসব গাছ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন বলে মত প্রকাশ করেন। তারা একথাও বলেছেন যে, এসব দুঃস্থ মহিলা এসব কাজের বিনিময়ে তাদের ন্যায্য পাওনা পেয়ে থাকেন এসব দুঃস্থ মহিলারা গাছ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পাশাপাশি রাস্তার দু'পাশের ঢালে কেউ শাক-

সবজি, কেউ ডাল জাতীয় শস্য, অড়হর ও গো-খাদ্য চাষ করে কিছু আয় করেছেন, যা তাদের জন্য একটা বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে, উপজেলার গ্রোথ সেন্টারটি ২০০৮ সালে স্থাপিত হয়। সেই গ্রোথ সেন্টারে মূলত কৃষিজাত পণ্য পাইকারি এবং খুচরা বিক্রি হয়। এতে করে এলাকার জনগণ লাভবান হচ্ছেন বলে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন। তবে সেই গ্রোথ সেন্টারে কোন মহিলা বিক্রেতা এখনও বসছেনা। কিন্তু এই গ্রোথ সেন্টারের ফলে এলাকার লোকদের সার্বিক আয়-উন্নতি বেড়েছে। ফলে এলাকার জনগণের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। উত্তরদাতারা ব্যক্ত করেছেন যে, গ্রোথ সেন্টারগুলোতে নির্মাণকৃত শেডসমূহের মেরামত প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় অনুষ্ঠিত এফজিডি থেকে জানা যায় যে, সেখানে একটি ঘাট রয়েছে এবং বর্তমানে তা ব্যবহৃত হচ্ছে।

সবগুলো এফজিডি থেকে জানা গেছে যে অত্র প্রকল্পের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের কারণে সার্বিকভাবে কৃষি ক্ষেত্রে সুফল এসেছে। তার মূল কারণ হিসেবে তারা কৃষি পণ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণ সড়কের ভাল অবস্থার কারণে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি তুলনামূলক ভাবে কম খরচ, দ্রব্য সরবরাহে স্বল্প সময় লাগার কারণে দ্রুত পচনশীল দ্রব্য, তথা তরিতরকারী, দুধ ইত্যাদি নিতান্ত কম নষ্ট হয়, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনস্থলেই দ্রব্য বিক্রয়, ইত্যাদিকে সনাক্ত করেছেন। তাদের অভিমত হচ্ছে প্রকল্পের কারণে কৃষি উৎপাদন বেশ বেড়েছে।

অন্যদিকে গ্রোথ সেন্টার স্থাপনের কারণে দ্রব্য বেচা-কেনা, কৃষি পণ্যের ন্যায্য দাম প্রাপ্তি, ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে বলে এফজিডিতে উপস্থিত সুবিধাভোগীরা জানিয়েছেন। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক উত্তরদাতা এসবের কোন কোনটাতে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তবে তা নিতান্তই নগণ্য।

অন্যদিকে, পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি এসেছে, এবং তা থেকে প্রকল্প সুবিধাভোগীরা ভাল সুবিধা পাচ্ছেন বলে অভিমত দিয়েছেন।

সব উপজেলায় এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে উন্নত সড়ক ও উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার কারণে প্রকল্প এলাকাসমূহে উপজেলা থেকে জেলা, উপজেলা থেকে শহরের বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যাওয়া আসা সহজতর হয়েছে। এতে করে একদিকে যেমন স্বল্প সময়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত সব নমুনা এলাকায়, বিশেষ করে গরিব মহিলাদের কর্মসংস্থান হয়েছে। অন্যদিকে, সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নতি সাধনের কারণে গরিব মহিলা ও স্বল্প আয়ের লোকজন ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি ধরনের ব্যবসায় নিয়োজিত হয়েআয় উন্নতি করছেন। এই প্রকল্পের কারণে বিশেষ করে দুঃস্থ ও গরিব মহিলারা স্বল্প ব্যয়ে এবং কম সময়ে স্বাস্থসেবা কেন্দ্রে যেতে পারছেন, এবং তাদের সন্তানরা বেশি বেশি করে বিদ্যালয়মুখী হচ্ছে। প্রক্ষান্তরে, বেশি বেশি কৃষি উৎপাদনের কারণে সব প্রকল্প এলাকায় অনেক ধরনের আড়ৎ, ধান মাড়াই ব্যবস্থা, রাইচ মিল এবং তেলের ঘানি বসেছে। ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু গবাদিপশু ও মুরগির খামারও স্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে, কৃষি পণ্য-ভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কর্মসংস্থান বেড়েছে। পক্ষান্তরে ব্যবসায় ২০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কর্মসংস্থান বেড়েছে। এদিকে, পরিবহন খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে ১৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত।

এতসব সুবিধা সৃষ্টির পাশাপাশি তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে যে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়নি তা ও নয়। কিন্তু তা' সুবিধার মাপকাঠিতে ছিল অতি নগণ্য। সমস্যা যত ছোটই হোক, এসব সমস্যার মধ্যে পরিবেশ বিপর্যয়, বায়ু ও শব্দ দূষণ, হঠাৎ হঠাৎ জলাবদ্ধতা ও চাষযোগ্য জমির পরিমাণের উপর নেতিবাচক প্রভাব অন্যতম। বস্তুত, এসব নেতিবাচক প্রভাবকে পেছনে ঠেলে দিয়ে প্রকল্প ব্যবস্থায় সার্বিক উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের আর্থ-সমাজিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ সমীক্ষার লক্ষ্য ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল

সমীক্ষার ৮ টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুচ্ছেদ ১ এর পৃষ্ঠা ৩-৪ এ বর্ণনা করা হয়েছে। সমীক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল লক্ষমাত্রার বিপরীতে বাস্তব কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, ২৬ টি উপজেলায় সার্বিকভাবে প্রকল্প কার্যক্রম সংশোধিত DPP টার্গেট অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশেষত ইউনিয়ন সড়ক, উপজেলা সড়ক (কি.মি.) ও উক্ত সড়কে ব্রীজ-কালভার্ট (সংখ্যা) পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। PCR ও প্রকৌশলগত পর্যবেক্ষণের তথ্য এক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু, স্কুল কাম কম্যুনিটি সেন্টার ও গ্রোথ সেন্টার টার্গেটের তুলনায় কম (সংখ্যা) বাস্তবায়িত হয়েছে।

সমীক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল প্রধান প্রধান কাজ সমুহের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ।এ তে দেখা যায় যে পরিদর্শনকৃত রাস্তার ৩১% ভাল মানের, ৬১% মধ্যম মানের ও ৮% ক্ষতিগ্রস্ত। সঠিকভাবে রাস্তার বর্তমান অবস্থা মধ্যম মানের। তবে পরিদর্শণকৃত ৭১% সেতু ও কালভার্টের অবস্থা ভালো ও ২৯% মধ্যম মানের। ভালো সড়ক বলতে বুঝানো হয়েছে যার-পেভমেন্ট, শোল্ডার, স্লপ, সাববেইজ, WBM, BC ও SC ঠিক আছে। মধ্যম সড়কের পেভমেন্ট, WBM, SC ঠিক থাকলেও স্লপ সোল্ডার ঠিক নেই। খারাপ সড়ক বলতে বুঝানো হয়েছে যার পেভমেন্ট, WBM ও BC ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেতু/কালভার্টের ক্ষেত্রে স্লব, গার্ডার, পিয়ার, এবার্টমেন্ট ও উইং ওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হলে খারাপ, এগুলো ভাল তবে এপ্রোচ ও রেলিং খারাপ থাকলে মধ্যম ও সবকিছু ঠিক থাকলে ভালো বলা হয়েছে। পরিদর্শণকৃত গ্রোথ সেন্টার, ঘাট ও স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টারের অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো পাওয়া গেছে। বৃক্ষরোপণ হয়েছে ২৬ টির মধ্যে ৪ টি রাস্তায় তবে ২০-৬০ শতাংশ চাড়া মারা গেলেও পুনরায় রোপন করা হয়নি ও ভালমত পরিচর্যা করা হয়নি।

প্রকৌশলগত পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, রাস্তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রকল্পের টার্গেট অনুযায়ী হয়েছে কিন্তু, রাস্তার ঢাল, শোল্ডার অনেক ক্ষেত্রে সঠিক পাওয়া যায়নি। পেভমেন্ট ও সাব-বেজ এর থিকনেসও কিছুক্ষেত্রে যথাযথ পাওয়া যায়নি। ব্রিজের গাডার, স্লাব ঠিক থাকলেও এপ্রোচ সবক্ষেত্রে ঠিক পাওয়া যায়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্মাণকাজ মোটামুটি ভাবে ঠিক থাকলেও শতভাগ সুষ্ঠু হয়নি। IDA অর্থায়নের এলাকার তুলনায় GoB অর্থায়নের এলাকায় তদারকি অপেক্ষাকৃত কম থাকায় GoB অর্থায়নের এলাকায় নির্মিত অবকাঠামোর গুণগতমানে ঘাটতি দেখা গেছে।

সমীক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলীর নথি পর্যালোচনা ও কোনরূপ ব্যতয় ঘটে থাকলে তা উল্লেখ করা । সমীক্ষায় দেখা যায় যে ক্রয় কাজে PPR অনুসরণ করা হয়েছে। কোনরূপ ব্যত্যয় সমীক্ষা দলের নজরে আসেনি ও কোনরূপ অডিট আপত্তির তথ্য উঠে আসেনি।

প্রকল্প এলাকার আর্থসামাজিক তথ্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণানা করা হয়েছে। এতে ৩১২০ টি নমুনা খানার বিবরণ দেয়া হলেও তা সঠিকভাবে প্রকল্পের উপকৃত ও উপকৃত নয় এমন খানার প্রতিনিধিত্ব করে।

সমীক্ষাধীন ২৩৪০ টি প্রকল্প উপকৃত খানার মধ্যে ৪.৪ % নারী প্রধান খানা যা Control এলাকায় ৬.২ %। প্রকল্প এলাকায় ৬১.৮% ও Control এলাকার ৬৫.৮ % উত্তরদাতা পরিবার প্রধান নিরক্ষর কিংবা ৫ম শ্রেণীর কম লেখাপড়া করেছেন। প্রকল্প এলাকার বাকী ৩৮ % ও Control এলাকার বাকী ৩৪% উত্তরদাতা ৫ম শ্রেণী বা তার বেশি লেখাপড়া করেছেন। প্রকল্প এলাকায় পরিবার প্রতি গড়ে ১.৪ জন ও Control এলাকায় গড়ে ১.৩ জন উপার্জনকারী সদস্য রয়েছেন। প্রকল্প এলাকার ২৩৪০ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৭৩ জন নারী উপার্জনকারী রয়েছেন যা Control এলাকায় ৭৮০ পরিবারে মাত্র ২৪ জন। শতকরা হিসাবে প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় উপার্জনকারীর সংখ্যা প্রায় সমান।
প্রকল্প এলাকায় ৫৫% ও Control এলাকায় ৫৬ % পরিবারে কোন চাষযোগ্য জমি নাই। প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা (১-৪৯ শতক) উভয় এলাকার ১০ শতাংশ। প্রকল্প ও Control এলাকায় যথাক্রমে ৮.৫ % ও ১১ % পরিবারের ২.৫ একরের বেশি জমি আছে। বাকী প্রায় এক চতুর্থাশ পরিবার ক্ষুদ্র কৃষক, যাদের জমি ০.৫ একর থেকে ২.৫ একর। RTIP বেসলাইন সমীক্ষা-

২০০৪ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মোট উত্তরদাতার ৪৮ % ছিলো ভূমিহীন, ৩৭ % ক্ষুদ্র কৃষক ও ১৫ % মাঝারি ও বৃহৎ কৃষক। এতে দেখা যায় ভূমি মালিকানার বিন্যাস বিগত ১০ বছরে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে যেখানে ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়েছে। এটি হয়েছে মূলত ভূমি খন্ডিত হওয়ার কারনে অনেকের বসতভিটা বাদে কোন জমি না থাকায় বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় পরিবার প্রতি ৮২ শতক ও Control এলাকায় পরিবার প্রতি ৯২ শতক কৃষি জমি রয়েছে যা RTIP বেসলাইন সমীক্ষা- ২০০৪ এর তুলনায় কম।

প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় পরিবার প্রতি মাসিক আয় যথাক্রমে ১৮,০০০ ও ১৬,০০০ টাকা। RTIP বেসলাইন সার্ভে অনুযায়ী প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় পরিবার প্রতি মাসিক আয় ছিল ৫,৮০০ ও ,৬,৩০০ টাকা বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ধরলেও উত্তরদাতাদের বর্তমান আয় বেশি। প্রকল্প এলাকায় উত্তরদাতা পরিবারের ৩৯ শতাংশ ফসল আবাদ থেকে আয় করে। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আয় করে আরও ৩৯ শতাংশ পরিবার চাকরি থেকে আয় করে ৮.৩ শতাংশ পরিবার। বিদেশ থেকে টাকা পায় ১৫ শতাংশ পরিবার। দেশের অভ্যান্তরে আত্মীয়-স্বজন থেকে টাকা পায় ৩ শতাংশ পরিবার।

কন্ট্রোল এলাকাতে ৩৯ শতাংশ কৃষি থেকে, ব্যবসা থেকে ২৩ শতাংশ চাকরি থেকে ৯ শতাংশ, বিদেশ থেকে ১৫ শতাংশ এবং দেশের অভ্যান্তরে ২ শতাংশ, আত্মীয়-স্বজন থেকে ২ শতাংশ পরিবার আয় পায়। আয় বিন্যাসে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় পরিবার পরিবারসমূহ অধিক হারে ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট। এতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পে উপকৃত পরিবারসমূহ অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে অধিক হারে ব্যবসা ও অকৃষি পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে।

প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাজারজাত করণ ব্যাবস্থার উন্নয়নে। প্রকল্প এলাকার সকল উত্তরদাতাই বলেছেন যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৯৪% এবং কন্ট্রোল এলাকায় ৭৬% উত্তরদাতার মতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজ হয়েছে। একইভাবে উত্তরদাতারা ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রোথ সেন্টার ও শহরে যাতায়াত সহজ হয়েছে বলে মত দিয়েছেন।

প্রকল্প এলাকায় মোট ১৮৭ জন যানবাহন চালক ও মালিকের সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখা যায় যে, ৮২% উত্তরদাতার মতে যানবাহন মেরামত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। উত্তরদাতা যাত্রীরা জনিয়েছেন যে রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাত্রী ভাড়া হ্রাস পেয়েছে। মালিক ও চালকেরা আরও বলেছেন যে, যাতায়াত সময় হ্রাস পেয়েছে। তবে ৫১% এর মতে দুর্ঘটনা বেড়েছে, ৪৯% এর মতে দুর্ঘটনা কমেছে।

১৯টি বাছাইকৃত সড়কে হাটের দিন ও হাট বহির্ভূত দিনে যানবাহন গণনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে হাটের দিন প্রতি ঘণ্টায় ৩৬টি যান্ত্রিক ও ১৭টি অযান্ত্রিক বাহন চলাচল করে। হাট-বহির্ভূত দিনে ২২টি যান্ত্রিক ও ১১টি অযান্ত্রিক বাহন চলাচল করে। অযান্ত্রিক বাহনের তুলনায় যান্ত্রিক বাহন প্রায় দ্বিগুণ। এটি অবকাঠামো উন্নয়নের সরাসরি ফল যা যাতায়াত ব্যয় হ্রাস ও সময় হ্রাসের যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে অনেক ব্যাপারী ও পাইকার গ্রাম্য বাজারে ও গ্রামের কৃষকের বাড়ি/খামারে চলে আসছে। ফলে কৃষকরা উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারছে নিজ খামারে কিংবা গ্রাম্য বাজারে। কিছু কিছু পণ্য যেমন সবজি ও ফল কৃষকেরা গ্রোথ সেন্টার বাজারে নিয়ে যাচ্ছে । এতে কৃষকেরা উৎপাদিত পণ্যের ভাল মূল্য পাচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গম্যতা, স্বাস্থ্যসেবা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব বেশ ইতিবাচক। তবে জলাবদ্ধতা, শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক প্রভাবের কথা উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন। প্রকল্প মারফৎ এলজিইডি'র প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ হলেও ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্পের আরেকটি দুর্বল দিক হচ্ছে, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব। স্থানীয় পর্যায়ের অনেকেই প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত নন।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ অনেকটা লক্ষমাত্রা অনুযায়ী হলেও রক্ষণাবেক্ষণে এখনো ঘাটতি রয়েছে ও প্রতিটি সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল করায় স্থায়িত্ব কম হচ্ছে।

নবম পরিচ্ছেদঃ সুপারিশ ও উপসংহার

৯.১ সুপারিশ

প্রকল্প সম্পর্কিত সুপারিশ

১) প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন, স্কুল কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম হয়েছে। এসব কাজ একই এলাকায় বাস্তবায়নাধীন অন্য কোন প্রকল্প মারফত সম্পন্ন করা যেতে পারে।

২) প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভালো হলেও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত না হওয়ায় অবকাঠামোর অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেজন্য প্রকল্পে সম্পন্ন কাজসমূহ সুষ্ঠুতায় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৩) স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ছিল না। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও এর মূল্যায়ন বিষয়ে তাদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে যাতে তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন।

৪) প্রকল্প মারফত নির্মিত অনেক সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল করছে। এসব সড়ক উন্নত ডিজাইন অনুযায়ী পূনর্নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত বড় রাস্তা থেকে স্থানীয় রাস্তায় প্রবেশ স্থলে প্রতিবন্ধকতা কাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে।

৫) রাস্তার স্লপ ও শোল্ডার ডিজাইনের তুলনায় কম পাওয়া গেছে। ঐসব ক্ষেত্রে অন্য প্রকল্প মারফত বা মেইনটেনেন্স ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এর কাজ উন্নততর করা যেতে পারে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সাধারণ সুপারিশ

১) ভবিষ্যৎ প্রকল্পে পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

২) গ্রামীণ সড়কের ডিজাইন ভারী যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত নয়। ভবিষ্যৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিশেষত উপজেলা সড়ক আরও মানসম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়।

৩) বৃক্ষরোপণের সাথে বৃক্ষপরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেজন্য স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপকারভোগী ও পার্শ্ববর্তী জমির মালিক সকলকে সম্পৃক্ত করা যায়।

৪) গ্রোথ সেন্টার, ঘাট, রাস্তা ইত্যাদি অবকাঠামো অনেক সময় প্রভাবশালীরা দখল করে নেয়। এই দখলবাজি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে স্ব-স্ব জেলার ডেপুটি কমিশনার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৫) একই প্রকল্পে অধিক সংখ্যক প্রকল্প পরিচালক কাজ করলে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সমস্যা হয়। প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন আবশ্যক হলে প্রকল্প পরিচালক পদায়নের সর্বশেষ সার্কুলার অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

৯.২ উপসংহার

দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গম্যতা, স্বাস্থ্যসেবা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব বেশ ইতিবাচক। তবে জলাবদ্ধতা, শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক প্রভাবের কথা উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন। প্রকল্প মারফৎ এলজিইডি'র প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের দুর্বল দিক হচ্ছে, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব। স্থানীয় পর্যায়ের অনেকেই প্রকল্প সম্পর্কে তেমন অবহিত নন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ অনেকটা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হলেও রক্ষণাবেক্ষণে এখনো ঘাটতি রয়েছে ও প্রতিটি সড়কে ভারী যানবাহন চলাচল করায় স্থায়িত্ব কম হচ্ছে।

পরিশিষ্ট-১: কেস স্টাডি

কেস স্টাডি-১

মোঃ বিল্লাল মিয়া-CNG ড্রাইভার (৩৭)
গ্রাম+ইউনিয়ন : ফানজাউফ
উপজেলা : নাসিরনগর
জেলা: বি, বাড়িয়া।

মোঃ বিলাল মিয়া একজন CNG চালক। পূর্বে রিক্সা চালাত ও দিন মজুরি করত। মাঠে জমি মাত্র ৬ শতাংশ। সংসারে আয় খুব কম মাসে গড়ে ৫/৬ হাজার টাকা আয় ছিল। সন্তান ৩ জন (এক ছেলে ২ মেয়ে)। আগে সন্তানদের পড়া-শুনা ও করাতে পারতেন না। পরে প্রকল্পের আওতায় ফানজাউফ হইতে মাধবপুর রাস্তা হলে CNG চালানো শিখে এবং নিয়মিত CNG চালিয়ে সংসারে পরিবর্তন আসে। প্রতিদিন জমা টাকা দেওয়ার পরে ও ৪০০/৫০০ টাকা থাকে যা দিয়ে সংসার ভালভাবেই চলে। ছেলে মেয়েদের পড়ার জন্য অসুবিধা হয় না। একজন কলেজে এবং ২ জন হাই স্কুলে পড়ে।
আগে কাঁচা রাস্তায় রিক্সা চালানো কষ্টকর ছিল। বেশিরভাগ যাত্রী হেটেই হাট-বাজারে যেত। আয় ভাল হতো না। ফলে বিল্লাল মিয়া দিন মজুরি করত। এখন দিন মজুরি করে না। শরীর সুস্থ থাকলে প্রায় প্রতিদিন সিএনজি চালায়। রাস্তা হওয়ায় দূরদূরান্তের যাত্রী আসে। এলাকার লোক বিভিন্ন দিকে যায়। হাট-বাজারে ব্যবসা বেড়েছে। রাস্তার ধারে প্রায় সর্বত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে। বিল্লাল মিয়ার দৈনিক আয় পূর্বে ১৫০-২০০ টাকা থেকে বর্তমানে ৫০০-৬০০ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে আবার কষ্টও কমেছে। বিল্লালের তিন ছেলে মেয়ে স্কুলে যায়। বিল্লাল সঞ্চয় করছে। সে আশা করছে শীঘ্রই একটি সিএনজি কিনবে। বিল্লাল মিয়া পরিবেশ সচেতন। সে চায় রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ হোক। এতে দুঃস্থ মানুষের আয়েরও ব্যবস্থা হবে।

কেস স্টাডি-২

মোঃ ফারুক চৌধুরী-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (৪৯ বছর)
গ্রাম : আতকুড়া, ইউনিয়ন: ফানজাউফ,
উপজেলা : নাসিরনগর
জেলা : বি-বাড়িয়া।

মো: ফারুক চৌধুরী (৪৯) একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র চাষী। তিনি মাত্র দেড় একর জমির মালিক। ব্যবসা/দোকান চালায় ১০ বছর যাবৎ। আতাকুড়া বাজারে তার দোকানে ধান, সরিষা, ডাল ইত্যাদি কেনা-বেচা করেন। দশ বছর পূর্ব থেকে ব্যবসা করলেও তার আয় ছিল একেবারে নগণ্য। কোনমতে সংসার চলত। তখন দৈনিক ১০০-১৫০ টাকা আয় হতো। পাঁচ বিঘা জমির ফসলে বছরে ছয় মাস চলত। বাকী সময় কোন মতে দোকানের আয় থেকে চলা। রাস্তা হওয়ার আগে প্রায় ৬ বৎসর দোকান করে সংসারের স্বচ্ছলতা আসে নাই। রাস্তা পাকা ছিল না। পায়ে হেটে অথবা ভ্যানে ৭ কি.মি. দূর থেকে দোকানের মালামাল আনতে হত। এতে খরচ বেশি এবং লাভ কম হত। সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে।
২০০৯ সালে আতকুড়া ফানজাউফ মাধবপুর সংযোগ সড়ক পর্যন্ত ৭ কি.মি. রাস্তা পাকা হয়। পূর্বে এই রাস্তা কাঁচা ছিল তবে বর্ষাকাল ছাড়া রিক্সা ও কিছু টেম্পু চলত। ভাড়া ছিল যাত্রী প্রতি ৩০ টাকা। রাস্তা খরাপ থাকায় দূরদূরান্তের ব্যাপারি আসতনা। কেনা-বেচা ছিল নগণ্য। তাই আয় তেমন হতো না। রাস্তা পাকা হওয়ার পর ঐ রাস্তায় ইজি বাইক ও নসিমন চলছে। ইজি বাইকের ভাড়া মাত্র ১৫ টাকা। এখন রিক্সা কমে গেছে বাজার এখন ভাল জমে।
ফানজাউফ থেকে আতকুড়া হয়ে মাধবপুর রাস্তা হওয়ার পরে ব্যবসার উন্নতি হতে শুরু করে, কারণ-সহজে ইউনিয়ন+উপজেলা থেকে মালামাল কিনে আনতে পারে ফলে দোকানে বিক্রি বেড়েছে। সংসারের সকল খরচ মিটানোর পরেও ছেলে মেয়েদের পড়াতে পারে। দুই সন্তানই হাই স্কুলে পড়ে। দোকানে পুঁজির পরিমাণ বেড়েছে। প্রতিমাসে ১,০০০/- সঞ্চয় করতে পারেন। রাস্তা হওয়ার কারণে সহজে উপজেলা ও জেলা শহরে যোগাযোগের সুবিধা হয়েছে। স্কুল-কলেজের সুবিধা হয়েছে। ধান চাউল বিক্রির জন্য সুবিধা হয়েছে।
ক্রমে সঞ্চয় বেড়ে পুঁজি গড়ে উঠে। ফারুক চৌধুরী এখন ধান, সরিষা ব্যবসা ছাড়াও নির্মাণ কাজে বালু সরবরাহ ব্যবসা শুরু করেছেন। প্রতিদিন তিনি ট্রাকে বালু সরবরাহ করেন। তার ব্যবসায়িক লেনদেন এখন হাজার নয়, লাখের অঙ্কে হয়ে থাকে। দুই ব্যবসা থেকে তাঁর মাসিক আয় এখন প্রায় ২০-২৫ হাজার টাকা।

কেস স্টাডি-৩

মোঃ সুজন মিয়া (৩০ বছর)
গ্রাম- বোয়ালপোড়া
উপজেলা-গুরুদাসপুর
জেলা- নাটোর।

সুজন মিয়া একজন কৃষক পরিবারের সন্তান। মা বাবা স্বল্প শিক্ষিত। তাই ছেলেমেয়েদের তেমন লেখাপড়া শিখাননি। এস.এস.সি পাশ করার পর তার পড়াশোনা করা হয়নি। কিছুদিন দেশে জমি জমার কাজ করে তাতে তার মন বসে না। গ্রামের লোক ঠাট্টা-মশকারা করে ছেলে মেট্রিক পাশ। পরে ঢাকা এসে কিছুদিন রিক্সা চালায়। তবে কিছুদিন পর আবার গার্মেন্টেসে চাকুরি করে। সেখানেও তার ভাল লাগে না।পরে মোবাইল মেরামতের কাজ শিখে অন্যের দোকানে চাকুরি করত। পরে চিন্তা করে অন্যের দোকানে কতকাল চাকুরি করবো দেখি নিজে একটা দোকান দিতে পারি কি না। তার গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া গুরুদাসপুর ধারাবারিচা সড়কটি পূর্বে কাচা ছিল। তখন তেমন কোন পরিবহন চলাচল করতো না। ঐ রাস্তার পাশেই ধারা বারিচা বাজার। রাস্তার উন্নয়নের ফলে বর্তমানে অনেক পরিবহন ও লোক যাতায়াত করে এবং বাজারের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে সুজন মিয়া ঐ রাস্তার পাশেই বাজারে একাট মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকান দিয়েছে। দোকানের কার্যক্রম অনেক ভাল। এক সময় তার চিন্তা ছিল বিয়ে করবে না। কারণ তখনকার যে অবস্থা তাতে কি ভাবে সংসার চালাবে আর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাবে সেই চিন্তা ছিল না। রাস্তার উন্নয়নের ফলে তার চিন্তা চেতনারও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে সে বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। ১ম সন্তান ২য় শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। বর্তমানে তার আর্থিক অবস্থা ভাল। মাসে ১৫,০০০/২০,০০০ টাকা উপার্জন করে। বাড়িতে ঘর দিয়েছে। স্ত্রী ছেলেমেয়ের দেখাশোনা ও সংসার সামাল দেয়। বর্তমানে তারা একটি সুখি পারবার।

কেস স্টাডি-৪

নাম ঃ লিপি বেগম (৩৭)
স্বামী ঃ মো: ফিরোজ (৪৫)
গ্রাম+ডাকঘরঃ তেওতা, উপজেলা: শিবালয়
জেলা: মানিকগঞ্জ।

লিপি বেগম একজন সাধারণ গ্রাম্য মহিলা। যমুনা নদীর চরে তার জন্ম-হত দরিদ্র নদীভাঙ্গা পরিবারে। পিতার সংসারে ও স্বামীর সংসারে মোট ৬ বার নদীভাঙার শিকার হয়ে আরিচা ঘাটের অপর পারে যমুনার চরে বসবাস করে। এখনো সে স্বামীর সংসারে থেকে। যমুনার চরেই বসবাস করে। তবে এখানকার আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল হয়েছে। পূর্বে যমুনার চরে তার পৈত্রিক বাড়ির সাথে ৫ বিঘা ফসলি জমি ছিল এবং স্বামীর বাড়িতেও ফসলি জমি ছিল ৩ বিঘা। বারবার নদীভাঙায় তাদের কোন ফসলি জমি অবশিষ্ট নেই। তবে স্বামী/শ্বশুর চরে আবার বাড়ি তৈরি করেছেন।
লিপি বেগমের মনে আছে, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে বন্যার সময় তাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। যমুনার চর থেকে ডিঙি নৌকায় এপারে এসে অনেক দূরে পায়ে হেটে রাস্তা পার হতেন। ধারে-কাছে কোন হাট বাজারও ছিলনা। অনেক বার তাদের বসত বাড়ি নদীতে বিলিন হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের কোন জমা জমি নেই। পূর্বে অনেক কষ্ট করে জীবনযাপন করতে হয়েছিল। বর্ষাকালে কোন কাজ কর্ম থাকতো না। অনেক সময় না খেয়ে/অনাহারে থাকতে হয়েছে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় পড়তে পারতেন না। এলাকায় তেমন কোন রাস্তা-ঘাট ছিল না। স্বামী ছিল অসুস্থ। এর মধ্যেই তাদের জীবনযুদ্ধ চলছিল। বর্তমানে তাদের দুইটি সন্তান একটি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলের বয়স ১৮ বছর এবং মেয়ের বয়স ১৪। তেওতা রাস্তাটি উন্নয়নের ফলে ভাগ্যের পরিবর্তন শুরু হয়। রাস্তার উন্নয়নের পূর্বে লিপি বেগম তেমন কোন কাজ কর্ম করতো না। অল্প বয়সেই বিয়ে হয় এবং সন্তানের মা হয়। বর্তমানেও তারা যমুনা চরে বসবাস করে তবে আগের মত না খেয়ে থাকতে হয় না। বর্তমানে লিপি এলসিএস গ্রুপে মাসিক ৪৫০০ টাকা বেতনে কাজ করে। স্বামী রাস্তার পাশের হোটেল কাজ করে। লিপি বেগম বেতনের ৪৫০০ টাকার মধ্যে ১৫০০ টাকা ব্যাংকে সঞ্চয় করে। লিপি বেগমের বর্তমানে দুইটি গরু আছে। ছেলে রাস্তায় রিক্সা চালায় সে প্রতিদিন ২৫০/৩০০ টাকা আয় করে। বাড়িতে সবজি চাষ করে তাতে তাদের সংসারের চাহিদা পূরণ হয়, অনেক সময় কিছু বিক্রয় করতে পারে। বর্তমানে দুই বিঘা জমি বন্দক নিয়ে চাষ করে। ফলে তাদের আয় এখণ চাল ক্রয় করতে হয না। মেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। লিপি বেগম কোনদিন চিন্তা করেনি যে, তার মেয়ে লেখাপড়া করতে পারবে। বর্তমানে তার ইচ্ছা মেয়ে পড়াশুনা করে বড় হয়ে চাকুরি করবে। লিপির বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে, মেয়ের ক্ষেত্রে তা হবে না। বর্তমানে লিপি বেগম মোবাইল ব্যবহার করে যেটা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। বর্তমানে বাড়িতে টিনের ঘর, বাড়ীতে বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ থাকলে টেলিভিশন ক্রয় করতো। লিপি বেগমের চেহারা দেখলে কেউ বলবেনা যে তারা একদিন অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন চলছিল। আমার মনে হয রাস্তার উন্নয়নের ফলে তার পরিবর্তন এসেছে। আমার মনে হয় রাস্তার উন্নয়ন না হলে তাদের পরিবাবে এই পরিবর্তন আসতো না। লিপি বেগম বলেন আমি কাজ করে খাই। এতে আমার মর্যাদা আগের চেয়ে বেড়েছে। তাই আমি বলবো আমার মতো সবাই যেন কাজ করে খায়। অন্যের দিকে না তাকায়। লিপি বেগম আর্থিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক মর্যাদা পেয়েছে। বড় ছেলে রিক্সা চালালেও মেয়ের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে।

পরিশিষ্ট-২: প্রশ্নমালা

Form-1

পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

উপকারভোগী পরিবারেরজন্য প্রশ্নমালা

Treatment

আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইএডিএস (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এবং আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) এর মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্যে এসেছি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (Local Government Engineering Department) কর্তৃক ২০০৪-২০১২ইং সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬ বৃহত্তর ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ও বন্যা পুনর্বাসনের কাজ করা হয়েছে। বর্তমান জরিপের উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ মূল্যায়ন এবং এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং সুবিধাভোগীদের আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। আমরা প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য এসেছি।

আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র গবেষণার কাজেই ব্যবহৃত হবে। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি।

সমীক্ষাধীন খানা নং

উপজেলা	জেলা			
		নমুনা নং		

জেলা : .....

উপজেলা : .....

ইউনিয়ন : .....

প্রকল্পের স্কীমের নাম : (যে স্কীম/প্রকল্প দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন).....

.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ..... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শুরুর সময়:..... শেষসময়:.....

সুপারভাইজারের নাম :..... তারিখ.....

সেকশন-১ :উপকারভোগীর পরিবারেরসাধারণ তথ্যাবলী

১। উত্তরদাতার (পরিবারপ্রধান) নাম:.....মোবাইল নং.....

২। লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা

৩। বয়স ঃ.....(পূর্ণ বছরে)

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা :

১. নিরক্ষর	৪. মাধ্যমিক (৫ম পাশ-দশম শ্রেণি)
২. স্বাক্ষরজ্ঞান	৫. এসএসসি
৩. প্রাথমিক (প্রথম-সপ্তম শ্রেণি)	৬. এচসএসসি, ৭. তদূর্ধ, ৮. কউমি মাদ্রাসা, ৯.অন্যান্য.....

৫। বৈবাহিক অবস্থা :

১. অবিবাহিত	৪. আলাদা/পরিত্যক্ত
২. বিবাহিত	৫. তালাকপ্রাপ্ত
৩. বিধবা/বিপত্নিক	৬. অন্যান্য.....

৬। আপনার পরিবারে বর্তমানে উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা কতজন ?

মোট :.....জন
পুরুষ:..... জন
মহিলা:..... জন

৭। নিজস্ব চাষযোগ্য জমির পরিমান :

জমির ধরণ	**বর্তমানে (শতাংশে)**
নিজস্ব চাষযোগ্য জমি	১. আছে:.....শতাংশ ২. নাই

৮। আপনার পরিবারের মোট আয়ের উৎস ও পরিমাণ: বর্তমানে

আয়ের উৎস	**বর্তমানে গড় মাসিক আয় (টাকায়)**
১. কৃষিখাত থেকে	
২. পশু পালন থেকে (হাঁস/মুরগী/গরু/ছাগল পালন)	
৩. ব্যবসা-বাণিজ্যে থেকে	
৪. শাক্-সবজির বাগান/ফলের বাগান থেকে	
৫. মৎস্য চাষ থেকে	
৬. চাকুরী	
৭. অন্য স্থান থেকে প্রেরিত (অভ্যন্তরিণ)	
৮. বিদেশ থেকে (রেমিটেন্স)	
৯.. বন্ধকী সম্পদ থেকে/লিজ জমি থেকে	
৯. ঋণ দেওয়া থেকে/সুদ থেকে	
১১. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....	
১২. মোট মাসিক আয়	

৯। আপনার মাসিক আয় যদি পূর্বের তুলনায় বেশি না/কম ?

ক) ১. কম ২. বেশী ৩. একই

খ) আয় বাড়লে কারণ.....

গ) আয় কমলে কারণ.....

১০। (ক) আপনার পরিবারের মোট মাসিক ব্যয় বর্তমানে

ব্যয় খাত	**বর্তমানে গড় মাসিক ব্যয় (টাকায়)**
১. খাদ্য	
২. বাসস্থান	

ব্যয় খাত	বর্তমানে গড় মাসিক ব্যয় (টাকায়)
৩. চিকিৎসা	
৪. পোষাক	
৫. স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা	
৬. পরিবহন	
৭. বিল (বিদ্যুৎ/গ্যাস/কেরোসিন)	
৮. উৎসব	
৯. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....	
মোট মাসিক ব্যয়	

১১। বর্তমান খাদ্যাভ্যাস :

খাদ্যের নাম

১. ভাত দিনে কতবেলা	
২. রুটি দিনে কতবেলা	
৩. ডাল সপ্তাহে কত দিন	(১) দৈনিক (২) দৈনিক নয়
৪. মাছ সপ্তাহে কত দিন	(১) দৈনিক (২) ৪-৬ দিন (৩) ২-৩ দিন
৫. মাংস	(১) সপ্তাহে ১ দিন বা তদুর্ধ্ব (২) মাসে ১-৩ দিন (৩) তার কম
৬. ডিম	(১) দৈনিক (২) ২-৩ দিন (৩) ৪-৬ দিন (৪) মোটেই না
৭. দুধ/দুধজাত দ্রব্য	(১) দৈনিক (২) ২-৩ দিন (৩) ৪-৬ দিন (৪) মোটেই না
৮. শাক-সবজি	(১) দৈনিক (২) ২-৩ দিন (৩) ৪-৬ দিন (৪) মোটেই না
৯. ফল	(১) দৈনিক (২) ২-৩ দিন (৩) ৪-৬ দিন (৪) মোটেই না
১০. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)	

১২। আপনার পরিবারে বর্তমানে কতজন স্কুলে যায় ? (৬-১৭ বছর বয়স পর্যন্ত)

বর্তমানে			
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার উপযোগী সদস্যের সংখ্যা কতজন ?		কতজন স্কুলে যায় ?	
ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
..... জন	..... জন	..... জন	..... জন

সেকশন ২ : কৃষি বিষয়ক তথ্য :

১৩। আপনার খামারে বর্তমানে উৎপাদিত শস্যের নাম এবং ফলনের পরিমান বলুন ?

ফসলের নাম	চাষকৃত জমি (একর)	প্রতিএকরফলন (মণ)		
১. ধান :				
আউশ				
আমন				
বোরো				
২. গম				
৩. ভুট্টা				
৪. পাট				
৫. আখ				
৬. সরিষা				

ফসলের নাম	চাষকৃত জমি (একর)	প্রতিএকরফলন (মণ)		
৭. ডাল জাতীয় (মুগ/মসুর/কলাই)				
৮. শাক সবজি				
পালং শাক, ডাটা, আলু				
টমেটো/বেগুন				
ফুলকপি/বাধাকপি/ওলকপি/সিম				
মরিচ/ধনিয়া				
মিষ্টি কুমড়া/চাল কুমড়া/শশা				
৯. ফল (আম, কলা, পেঁপে, কুল, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি)				
১০. অন্যান্য.....				

সেকশন ৩: যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, বাজারজাত করণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

১৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে আপনার বা আপনাদের যাতায়াতের সুবিধা কেমন ?

১. খুব ভালো ২. ভালো ৩. খারাপ

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর কোন কোন জায়গায় যাওয়া-আসা বেশি সহজ হয়েছে ? (হ্যাঁ হলে (✓) টিক চিহ্ন দিন)

বর্তমানে কোন কোন জায়গায় যাওয়া-আসা সহজ হয়েছে
১. গ্রোথ সেন্টার (হাট এবং বাজার)
২. ইউনিয়ন পরিষদ
৩. স্কুল কলেজ
৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র / হাসপাতাল
৫. সরাসরি জেলা শহরে
৬. উপজেলাতে
৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....

১৬। আপনি বা আপনারা উৎপাদিত ফসল কোথায় বাজারজাত করে থাকেন ?

কি পণ্য	কোথায় (কোড)	কোড	কোথায় বাজারজাত করেন
১. ধান		১.	খামারে / বাড়িতে
২.পাট		২.	গ্রাম্য বাজারে
৩. শব্জী / ফল		৩.	GC বাজার/বড় পাইকারি বাজারে
৪. আলু		৪.	উপজেলা / শহরের বাজারে
৫. ভুট্টা			
৬. মাছ			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

সেকশন-৪: শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য প্রশ্নাবলী

১৭। উত্তরদাতার নাম:.....ক. উত্তরদাতার বয়স:.....

খ. উত্তরদাতারর শিক্ষাগত যোগ্যতা:..... গ. উত্তরদাতার পেশা: পূর্বে..... বর্তমানে:.....

১৮। আপনার এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার কি ধরনের উন্নতি হয়েছে ?

১. ব্রীজ/কালভার্টসহ উপজেলা সড়ক নির্মিত হয়েছে

২. ব্রীজ/কালভার্টসহ ইউনিয়ন সড়ক নির্মিত হয়েছে

৩. ব্রীজ/কালভাটসহ গ্রোথ সেন্টার/বাজার নির্মিতহয়েছে

৪. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

১৯। আপনার এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি (রাস্তা/ব্রীজ/কালভার্ট/গ্রোথ সেন্টার বা হাট-বাজার) হওয়ায় আপনার কি ধরনের সুবিধা হয়েছে ?

১. সহজেই উপজেলা/শহরে যাতায়াত করা যায়
২. সহজেই বাজার/গ্রোথ সেন্টারে যেতে পারি
৩. সহজেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারি
৪. কারো সাহায্য ছাড়াই একা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যেতে পারি
৫. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

২০। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের (রাস্তা/ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ) ফলে কৃষিপণ্য বেচাকেনায় মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ আছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি ধরনের পণ্য ?.....

২১। আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে (রাস্তা/ব্রীজ/কালভার্ট/গ্রোথ সেন্টার বা হাট-বাজার হওয়ায়) বর্তমানে মহিলারা পণ্য বাজারজাত করে থাকে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি ধরনের পণ্য ?.....

২২। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মহিলাদের আগের তুলনায় আয়ের সুযোগ বেড়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, শতকরা কতভাগ বেড়েছে ? .....%

২৩। আপনার এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির (রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট হওয়ায়) ফলে আপনার বা এলাকার ছেলেমেয়েরা কি কি ধরনের সুবিধা পাচ্ছে ?

১. সহজেই স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসায় যেতে পারে
২. একা একা যে কোন জায়গায় যেতে পারে
৩. সময় কম লাগে
৪. হেঁটে স্কুলে যেতে হয় না
৫. বাজার/গ্রোথ সেন্টারে যেতে পারে
৬. স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারে
৭. স্কুলগামী মেয়েদের নিরাপত্তা আছে
৮. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

২৪। আপনার এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে (রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট হওয়ায়) আগের তুলনায় মহিলাদের আর্থ-সামাজিক কোন উন্নতি হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরনের উন্নতি হয়েছে ?

১. অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে	৫. জীবন যাত্রার মান বেড়েছে
২. সামাজিক উন্নতি হয়েছে	৬. মহিলাদের ক্ষমতা বেড়েছ
৩. শিক্ষার উন্নতি হয়েছে	৭. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)
৪. স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি হয়েছে	

খ. অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে বললে (জিজ্ঞাসা করুন), অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে আপনার (মহিলার) নিজের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

গ. হ্যাঁ হলে, আপনার কি ধরনের পরিবর্তন বা উন্নতি হয়েছে ?

১. হাঁস-মুরগী/পশু পালন করছি	৪. ক্ষুদ্র ব্যবসা করছি
২. শাক-সবজির বাগান করছি	৫. মহিলাদের ক্ষমতায়ন বেড়েছে
৩. কুটির শিল্পের কাজ করছি	৭. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

২৫। আপনার এলাকায় রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের সময় কোন ধরনের কাজে আপনার অংশগ্রহণ ছিল কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, আপনি কি ধরনের কাজ করেছিলেন ?.....

২৬। উক্ত প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করে আপনি কোন ভাতা বা মজুরী পেয়েছেন কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, ভাতা বা মজুরীর পরিমানঃ দৈনিকঃ.....টাকা

খ. পুরুষের তুলনায় মজুরী কম দেওয়া হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁঃ কত.....টাকা ২. না

২৭। নীচের খাতগুলো খরচের বিষয়ে বর্তমানে কে সিদ্ধান্ত নেয় ?

খাত	বর্তমানে কোডঃ ১. নিজ ২. স্বামী ৩. উভয়ই ৪. অন্যান্য
১. দৈনন্দিন বাজার/খাদ্য সামগ্রী ক্রয়	
২. বাড়ীর বড় ধরনের কেনাটাকা/বাড়ীঘর তৈরি/বিবাহ	
৩. নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবা	
৪. শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা	
৫. শিশুদের লেখাপড়া	

সবার জন্য প্রযোজ্য :

২৮। **ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত**

(ক) আপনার জানামতে আপনার ইউনিয়নে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬ প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণ, স্কুল/কমিউনিটি ভবন নির্মাণ, অন্যান্য কাজে কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না ৩. জানিনা

(খ) ক এর উত্তর হ্যাঁ হইলে.....

কোন কাজে	কোথায়	কোন সনে

(গ) খ এর উত্তর হ্যাঁ হলে.....

আপনার কোন জমি ক্ষতিগ্রস্ত / অধিগ্রহণভূক্ত হয়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

(ঘ) গ এর উত্তর হ্যাঁ হইলে.....

কোন কাজে	কোন সনে	পরিমান শতক	অন্যান্য ক্ষতি

(ঙ) ঘ এর উত্তর হ্যাঁ হইলে, জমির ক্ষতি পূরণ

কোন কাজে	জমি (শতক)	ক্ষতি পূরণ পেয়েছেন (সন)	প্রাপ্ত টাকা	তৎকালীন বাজার মূল্য (শতক)	বর্তমান বাজার মূল্য (শতক)

(চ) ঘ এর উত্তর হ্যাঁ হইলে, অন্যান্য ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ

ক্ষতির ধরণ	পরিমান (সংখ্যা)	ক্ষতির অর্থমূল্য (টাকা)	প্রাপ্ত ক্ষতি পূরণ (সন)	পরিমান (টাকা)

(ছ) ক্ষতি পূরণ না পাইলে কেন পাননি বলে আপনার ধারণা.....
.....

(জ) যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ.....
.....

২৯। আপনার এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির (রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট হওয়ায়) ফলে আগের তুলনায় ছেলেমেয়েদের স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসায় শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

৩০। আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে (রাস্তা/ব্রীজ/কালভার্ট/গ্রোথ সেন্টার বা হাট-বাজার হওয়ায়) আপনাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কোন কোন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে ?

১. কৃষি কাজ	৯. বৃক্ষরোপণ (বনায়ন) এবং এর পরিচর্যার কাজ
২. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে	১০. শাক-সবজির বাগান
৩. যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে	১১. ক্ষুদ্র ব্যবসা
৪. গরু/ছাগল/হাঁস/মুরগী পালন	১২. মৎস্য চাষ
৫. কলকারখানার কাজ	১৩. বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য (নির্দিষ্ট করুন).....
৬. কুটির শিল্পের কাজ	১৪. সাধারণ সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে
৭. মাটি খনন কাজ	১৫. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....
৮. অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ (রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ ও অন্যান্য)	

৩১। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে এলাকার জনগণের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা হয়েছে ?

১. সেবাকেন্দ্রগুলোতে সেবা নেয়ার জন্য সহজেই যেতে পারি
২. নতুন সেবা কেন্দ্র হয়েছে
৩. সময়মত চিকিৎসা নিতে পারি
৪. সেবা কেন্দ্রগুলোতে যাবার যাতায়াত খরচ কমেছে
৫. নতুন ঔষধের দোকান হবার ফলে সহজেই ঔষধ পাওয়া যায়
৬. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

৩২। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে কতভাগ লোক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেত এবং বর্তমানে কতভাগ লোক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় ?

পূর্বে:.....ভাগ	বর্তমানে:.....ভাগ

৩৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে (রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার হওয়ার ফলে) কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে যেমন- বিশেষ করে পরিবেশের উপর ?

১. রাস্তা নির্মার্ণের ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে
২. সামান্য বৃষ্টিতে বন্যার সৃষ্টি হয়
৩. রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপন না করায় পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে
৪. গ্রোথ সেন্টার/মার্কেটগুলোতে জনসমাগম বেড়ে যাওয়ায় ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে গেছে
৫. যান্ত্রিক যানবাহন চলাচলের ফলে বায়ু/শব্দ দূষণ হচ্ছে
৬. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

৩৪। বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো যাতে সব সময়ের জন্য ব্যবহার উপযোগী ও ভালো থাকে (কার্যকর থাকে) সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ? (প্রতিটি ধরে ধরে জিজ্ঞেস করুন)

অবকাঠামো	সুপারিশ
১. রাস্তা-ঘাট	
২. ব্রীজ-কালভার্ট	
৩. গ্রোথ সেন্টার	
৪. রোপণকৃত বৃক্ষ	

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন)

Form-2

পল্লীউন্নয়নপ্রকল্প;অবকাঠামোউন্নয়ন ঃ ২৬ শীর্ষকপ্রকল্পেরপ্রভাবমূল্যায়ন

উপকারভোগীনয়এমনপরিবারেরজন্যপ্রশ্নমালা

Control

(পাকারাস্তা থেকে ১কি.মি. এর বেশীর দূরেঅনুন্নতযাযায়াতব্যবস্থা)

আসসালামুআলাইকুম। আমরাইএডিএস (গবেষণাপ্রতিষ্ঠান) এবংআইএমইডি (পরিকল্পনামন্ত্রণালয়) এরমাঠপর্যায়েমূল্যায়নজরিপেরউদ্দেশ্যে এসেছি। স্থানীয়সরকারপ্রকৌশলঅধিদপ্তর(Local Government Engineering Department) কর্তৃক ২০০৪-২০১২ইং সালেপল্লীউন্নয়নপ্রকল্প; অবকাঠামোউন্নয়নঃ ২৬ বৃহত্তরঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায়অবকাঠামোউন্নয়ন (বিশেষসংশোধিত) শীর্ষকপ্রকল্পেরকাজবাস্তবায়িতহয়েছে। প্রকল্পেরআওতায়রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টারনির্মাণ, ইউনিয়নপরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, রাস্তারপাশেবৃক্ষরোপণ, রক্ষণাবেক্ষণেরকাজ ও বন্যাপুনর্বাসনেরকাজকরাহয়েছে। বর্তমানজরিপেরউদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকল্পটিরনির্মাণকাজমূল্যায়নএবংএরফলে যোগাযোগব্যবস্থা, কৃষিউৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যেরসম্প্রসারণএবংসুবিধাভোগীদেরআয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেকিকিপরিবর্তনহয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহকরা। আমরাপ্রকল্পসম্পর্কে আপনারমূল্যবানমতামতসংগ্রহেরজন্য এসেছি।

আপনিমূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণারকাজেসহযোগিতাকরতেপারেন। আপনারমতামতশুধুমাত্রগবেষণারকাজেইব্যবহৃতহবে। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপনরাখাহবে। আপনারঅনুমতি পেলেআমিসাক্ষাৎকারশুরুকরতেপারি।

সমীক্ষাধীনখানানং

উপজেলা	জেলা			
		নমুনানং		

জেলা : .....

উপজেলা : .....

ইউনিয়ন : .....

প্রকল্পের স্কীমেরনাম : (যে স্কীম/প্রকল্পদ্বারাসবচেয়ে বেশিউপকৃত হয়েছেন).....

.....

সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীরনাম :..... সাক্ষাৎকারগ্রহণেরতারিখ :.....

সাক্ষাৎকারগ্রহণ : শেষ সময়:.....

সুপারভাইজারের নাম..... তারিখ.....

সেকশন-১ :পরিবারেরসাধারণ তথ্যাবলী

১। উত্তরদাতার (পরিবারপ্রধান) নাম:.....মোবাইল নং.....

২। লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা

৩ ।বয়স ঃ.....(পূর্ণ বছরে)

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা :

১. নিরক্ষর	৪. মাধ্যমিক(৫ম পাশ-দশম শ্রেণি)
২. স্বাক্ষরজ্ঞান	৫. এসএসসি
৩. প্রাথমিক(প্রথম-সপ্তম শ্রেণি)	৬. এচসএসসি, ৭. তদূর্ধ, ৮. কউমিমাদ্রাসা, ৯.অন্যান্য.....

৫। বৈবাহিকঅবস্থা :

১. অবিবাহিত	৪. আলাদা/পরিত্যক্ত
২. বিবাহিত	৫. তালাকপ্রাপ্ত
৩. বিধবা/বিপত্নিক	৬. অন্যান্য.....

৬। আপনারপরিবারেবর্তমানেউপর্জনকারীসদস্য সংখ্যাকতজন ?

মোট :.....জন
পুরুষ:..... জন
মহিলা:..... জন

৭। নিজস্ব চাষযোগ্য জমিরপরিমান :

জমিরধরণ	**বর্তমানে (শতাংশে)**
নিজস্ব চাষযোগ্য জমি	১. আছে:.....শতাংশ ২. নাই

৮। আপনারপরিবারের মোটআয়েরউৎস ও পরিমাণ: বর্তমানে

আয়েরউৎস	**বর্তমানে গড় মাসিকআয় (টাকায়)**
১. কৃষিখাত থেকে	
২. পশুপালন থেকে (হাঁস/মুরগী/গরু/ছাগলপালন)	
৩. ব্যবসা-বাণিজ্যে থেকে	
৪. শাক্-সবজিরবাগান/ফলেরবাগান থেকে	
৫. মৎস্য চাষ থেকে	
৬. চাকুরী	
৭. অন্য স্থান (অভ্যন্তরিণ) থেকে প্রেরিত	
৮. বিদেশ থেকে প্রেরিত(রেমিটেন্স)	
৯.. বন্ধকীসম্পদ থেকে/লিজজমি থেকে	
৯. ঋণ দেওয়া থেকে/সুদ থেকে	
১১. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....	
১২. মোটমাসিকআয়	

৯। উত্তরদাতারমাসিকআয়যদি পূর্বেরতুলনায় বেশি হয়, তবেজিজ্ঞাসাকরুন, তারআয়বৃদ্ধিরমূলকারণগুলোকিকি ?

১. পূর্বেরতুলনায় বেশী কম ২. বেশী ৩. একই

খ) বেশীহলেআয়বাড়ার কারণ.....

গ) কম হলেকমার কারণ.....

১০। (ক) আপনারপরিবারের মোটমাসিকব্যয়বর্তমানে

ব্যয়খাত	**বর্তমানে গড় মাসিকব্যয় (টাকায়)**
১. খাদ্য	
২. বাসস্থান	
৩. চিকিৎসা	
৪. পোষাক	
৫. স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা	

ব্যয়খাত	বর্তমানে গড় মাসিকব্যয় (টাকায়)
৬. পরিবহন	
৭. বিল (বিদ্যুৎ/গ্যাস/কেরোসিন)	
৮. উৎসব	
৯. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....	
মোটমাসিকব্যয়	

১১। বর্তমানখাদ্যভাস :

খাদ্যেরনাম

১. ভাতদিনেকতবেলা	
২. রুটিদিনেকতবেলা	
৩. ডালসপ্তাহে কতদিন	(১) দৈনিক (২) দৈনিকনয়
৪. মাছসপ্তাহে কতদিন	(১) দৈনিক (২) ৪-৬ দিন (৩) ২-৩ দিন
৫. মাংস	(১) সপ্তাহে ১ দিনবাতদুর্ধ্ব (২) মাসে ১-৩ দিন (৩) তার কম
৬. ডিম	(১) দৈনিক(২) ২-৩ দিন (৩) ৪-৬ দিন (৪) মোটেইনা
৭. দুধ/দুধজাত দ্রব্য	(১) দৈনিক(২) ২-৩ দিন (৩) ৪-৬ দিন (৪) মোটেইনা
৮. শাক-সবজি	(১) দৈনিক(২) ২-৩ দিন (৩) ৪-৬ দিন (৪) মোটেইনা
৯. ফল	(১) দৈনিক(২) ২-৩ দিন (৩) ৪-৬ দিন (৪) মোটেইনা
১০. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)	

১২। আপনারপরিবারেবর্তমানেকতজন স্কুলেযায় ?(৬-১৭ বছরবয়সপর্যন্ত)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেযাওয়ারউপযোগী সদস্যেরসংখ্যাকতজন ?		কতজন স্কুলেযায় ?	
ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
..... জন	..... জন	..... জন	..... জন

সেকশন২ : কৃষিবিষয়ক তথ্য :

১৩। আপনারখামারেবর্তমানেউৎপাদিতশস্যেরনামএবংফলনেরপরিমানবলুন ?

ফসলেরনাম	চাষকৃত জমি (একর)	প্রতিএকরফলন (মণ)		
১. ধান :				
আউশ				
আমন				
বোরো				
২. গম				
৩. ভুট্টা				
৪. পাট				
৫. আখ				
৬. সরিষা				
৭. ডালজাতীয় (মুগ/মসুর/কলাই)				
৮. শাকসবজি				
পালংশাক, ডাটা, আলু				
টমেটো/বেগুন				
ফুলকপি/বাধাকপি/ওলকপি/সিম				

ফসলেরনাম	চাষকৃত জমি (একর)	প্রতিএকরফলন (মণ)		
মরিচ/ধনিয়া				
মিষ্টিকুমড়া/চালকুমড়া/শশা				
৯. ফল (আম, কলা, পেঁপে, কুল, আনারস, তরমুজইত্যাদি)				
১০. অন্যান্য.....				

সেকশন৩: যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়ন, বাজারজাতকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যেরসম্প্রসারণএবংকর্মসংস্থানবৃদ্ধি

১৪। প্রকল্পবাস্তবায়নেরফলে পূর্বেরতুলনায়বর্তমানেআপনারবাআপনাদেরযাতায়াতেরসুবিধা কেমন ?

১. খুব ভালো ২. ভালো ৩. খারাপ

১৫। প্রকল্পবাস্তবায়নের পর কোন কোনজায়গায়যাওয়া-আসা বেশিসহজহয়েছে ? (হ্যাঁহলে (✓) টিকচিহ্নদিন)

বর্তমানে কোন কোনজায়গায়যাওয়া-আসাসহজহয়েছে
১. গ্রোথ সেন্টার (হাটএবংবাজার)
২. ইউনিয়নপরিষদ
৩. স্কুলকলেজ
৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র / হাসপাতাল
৫. সরাসরি জেলাশহরে
৬. উপজেলাতে
৭. অন্যান্য (উল্লেখকরুন).....

১৬। আপনিবাআপনারাউৎপাদিতফসল কোথায়বাজারজাতকরে থাকেন ?

কিপণ্য	**কোথায় (কোড)**	**কোড**	**কোথায়বাজারজাতকরেন**
১. ধান		১.	খামারে / বাড়িতে
২.পাট		২.	গ্রাম্য বাজারে
৩. শব্জী / ফল		৩.	GC বাজার/বড়পাইকারিবাজারে
৪. আলু		৪.	উপজেলা / শহরেরবাজারে
৫. ভুট্টা			
৬. মাছ			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

সেকশন-৪: শুধুমাত্রমহিলাদেরজন্য প্রশ্নাবলী

১৭। উত্তরদাতারনাম:.....ক. উত্তরদাতারবয়স:.....

খ. উত্তরদাতারশিক্ষাগত যোগ্যতা:..... গ. উত্তরদাতারপেশা: পূর্বে..... বর্তমানে:.....

১৮। আপনারএলাকায় যোগাযোগব্যবস্থার কিধরনেরউন্নতিহয়েছে ?

১. ব্রীজ/কালভার্টসহউপজেলাসড়কনির্মিতহয়েছে

২. ব্রীজ/কালভাটসহইউনিয়নসড়কনির্মিতহয়েছে

৩. ব্রীজ/কালভার্টসহ গ্রোথ সেন্টার/বাজারনির্মিতহয়েছে

৪. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

১৯। আপনারএলাকায় যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি (রাস্তা/ব্রীজ/কালভার্ট/গ্রোথ সেন্টারবাহাট-বাজার) হওয়ায়আপনারকি ধরনেরসুবিধাহয়েছে ?

১. সহজেইযাতায়াতকরতেপারি
২. সহজেইবাজার/গ্রোথ সেন্টারে যেতেপারি
৩. সহজেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতেপারি
৪. কারোসাহায্য ছাড়াইএকাআত্মীয়-স্বজনেরবাড়ী যেতেপারি
৫. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

২০। যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়নের (রাস্তা/ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ) ফলে কৃষিপণ্য বেচাকেনায়মহিলাদেরঅংশগ্রহণ বেড়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁহলে, কিকিধরনেরপণ্য ?.....

২১। আপনারএলাকায়বর্তমানেমহিলারা পণ্য বাজারজাতকরে থাকেকি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁহলে, কিকিধরনেরপণ্য ?.....

২২। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নেরফলেমহিলাদেরআগেরতুলনায়আয়েরসুযোগ বেড়েছেকি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁহলে, শতকরাকতভাগ বেড়েছে ? .....%

২৩। আপনারএলাকায় যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতিরফলে (রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট হওয়ায়) আগেরতুলনায়মহিলাদের আর্থ-সামাজিক কোনউন্নতিহয়েছেকি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁহলে, কিধরনেরউন্নতিহয়েছে ?

১. অর্থনৈতিকউন্নতিহয়েছে	৫. জীবনযাত্রারমান বেড়েছে
২. সামাজিকউন্নতিহয়েছে	৬. মহিলাদেরক্ষমতা বেড়েছ
৩. শিক্ষারউন্নতিহয়েছে	৭. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)
৪. স্বাস্থ্যসেবারউন্নতিহয়েছে	

খ.অর্থনৈতিকউন্নতিহয়েছেবললে (জিজ্ঞাসাকরুন), অর্থনৈতিকউন্নতিরফলেআপনার (মহিলার) নিজের কোন পরিবর্তনহয়েছেকি ? ১. হ্যাঁ ২. না

গ. হ্যাঁহলে, আপনারকিধরনেরপরিবর্তনবাউন্নতিহয়েছে ?

১. হাঁস-মুরগী/পশুপালনকরছি	৪. ক্ষুদ্র ব্যবসাকরছি
২. শাক-সবজিরবাগানকরছি	৫. মহিলাদেরক্ষমতায়ন বেড়েছে
৩. কুটিরশিল্পেরকাজকরছি	৭. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

২৪। আপনারএলাকায়রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণেরসময় কোনধরনেরকাজেআপনারঅংশগ্রহণছিলকি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁহলে, আপনিকিধরনেরকাজকরেছিলেন ?.....

২৫। নীচেরখাতগুলোখরচেরবিষয়ে পূর্বে কে সিদ্ধান্তনিতএবংবর্তমানে কে সিদ্ধান্ত নেয় ?

খাত	বর্তমানে কোড: ১. নিজ ২. স্বামী ৩. উভয়ই৪. অন্যান্য
১. দৈনন্দিন বাজার/খাদ্য সামগ্রী ক্রয়	
২. বাড়ীরবড়ধরনের কেনাটাকা/বাড়ীঘর তৈরি/বিবাহ	
৩. নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবা	
৪. শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা	
৫. শিশুদের লেখাপড়া	

(ধন্যবাদ দিয়েসাক্ষাৎকারগ্রহণ শেষ করুন)

Form-3

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

(চালক ও যানবাহন মালিকদের জন্য প্রশ্নমালা)

প্রতি জেলায় ২টি বাছাইকৃত সড়কে উপকৃত এলাকায় ২ জন পরিবহন মালিক, ২ জন বাস/ট্রাক ড্রাইভার, ২ জন নসিমন ড্রাইভার, ৪ জন রিক্সা/ভ্যান চালক

জেলা:.....কোড নং:.....উপজেলা:..... কোড নং:.....

ইউনিয়ন:..... কোড নং:..... গ্রাম:.....

লোকেশন:.....

রাস্তার নাম:.....দৈর্ঘ্য(কি.মি.):.....

পর্যবেক্ষণকারীর নাম :..... তারিখ:.....

তথ্য প্রদানকরীর নাম:.....পদবী/ঠিকানা.....

মোবাইল নম্বর.....

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, এলাকার লোকদের কাছ থেকে জেনে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে নীচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১। আপনার এলাকার রাস্তাটি RDP-26 এর আওতায় কোন সনে উন্নয়ন করা হয়েছে ?
সন.....

২। রাস্তাটির বর্তমান অবস্থা কেমন ?
১. ভাল, ব্যবহার ব্যাপক
২. ভাল কিন্তু ব্যবহার কম
৩. অবস্থা ভাল-ব্রিজ/কালভাট/এপ্রোচ খারাপ
৪. পেভমেন্ট খারাপ- মেরামত অনিয়মিত / মেরামত হয়নি
৫. অন্যান্য.....

৩। রাস্তা নির্মাণের / পুনর্বাসনের আগে যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন ছিল ?
১. ভাল ২. মোটামুটি/চলাচল যোগ্য ৩. খারাপ ৪. একেবারেই চলাচলের অযোগ্য
৫. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

৪। বর্তমানে রাস্তাটিতে কি ধরনের যানবাহন চলাচল করে ?

ধরন	দৈনিক অনুমান সংখ্যা	ধরন	দৈনিক অনুমান সংখ্যা
১. বাস		২. ট্রাক	
৩. ট্যাক্সি/মাইক্রো		৪.CNG/Baby	
৫. নসিমন		৬. Easy Bike	
৭. ইঞ্জিন রিকশা/ভ্যান		৮. রিকশা / ভ্যান	

৫। এই রাস্তাটি ব্যবহার করে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় ?

কোথায়	দূরত্ব (কি.মি.)	যাতায়াত মাধ্যম ৪নং অনুযায়ী কোড
১. উপজেলা		
২. প্রধান বাজার		
৩. গ্রাম্য বাজার		
৪. অন্যান্য		

৬। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে কোন পণ্য বোঝাইকৃত যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি যানবাহন ও কি মালামাল পরিবহন করছিল ?

যানবাহন ধরন	মালামাল
১. ট্রাক	
২. নসিমন	
৩. ভ্যান	

৭। রাস্তাটির কোন অংশে পূননির্মাণ প্রয়োজন কি না ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. ভাঙ্গা অংশগুলো বা মেরামতযোগ্য অংশগুলো কি কি তার নাম উল্লেখ করুন:

ভাঙ্গা অংশের নাম	কি.মি.	কি কাজ করা প্রয়োজন

৮। রাস্তাটি উন্নয়নের ফলে পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছি কিনা ?

যাতায়াত মাধ্যম	পূর্বে কত % যাত্রী ব্যবহার করত	বর্তমানে কত %	পূর্বে ভাড়া km/person/mnd	বর্তমানে ভাড়া km/person/mnd
বাস				
ট্রাক				
নসিমন				
বেবি/সিএনজি				
ভ্যান/রিক্সা				

৯। রাস্তা উন্নয়নের ফলে যানবাহন মেরামত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে কত %

১. বাস / ট্রাক.....

২. নসিমন .....

৩. বেবি / সিএনজি.....

৪. ভ্যান / রিক্সা.....

১০। রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত সময় কম লাগে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

স্থান	দূরত্ব	পূর্বে সময় মিঃ	বর্তমানে সময় মিঃ
উপজেলা শহরে যাতায়াত			
বৃহৎ বাজারে যাতায়াত			
অন্যান্য			

১১। রাস্তার উন্নয়নের ফলে দুর্ঘটনা বেড়েছে না কমেছে ?.....

১২। এই রাস্তায় গাড়ি চালনার সময় কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

ক) যাত্রী পাওয়া যায় না	ঘ) বেশি দুর্ঘটনার ঝুঁকি
খ) রাস্তা খারাপ	ঙ) অন্যান্য.....(উল্লেখ করুন)
গ) কম ভাড়া	চ) কোন অসুবিধা নেই

১৩। রাস্তাটি উন্নয়নের ফলে আপনার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কি না ?

১. হ্যাঁ.....% ২. না ৩. কমেছে.....%

১৪। সেবা বৃদ্ধির জন্য এই রাস্তা উন্নয়নে কী করা উচিত ? আপনার মতামত দিন।

.....

.....

.....

.....

১৫। রাস্তাটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য (বিস্তারিত লিখুন) বর্তমান রাস্তাটি ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা অর্থাৎ চালু আছে কিনা, নিয়মিত লোকজন রাস্তাটি ব্যবহার করছে কিনা, কোন কোন প্রয়োজনে মানুষ এই রাস্তাটি ব্যবহার করছে, বর্তমানে রাস্তাটির অবস্থা কেমন (যেমন- কাপেটিং ঠিক আছে কিনা, রাস্তায় কোন ভাঙ্গা অংশ আছে কিনা, কাঁচা রাস্তায় মাটি সরে গিয়ে গর্ত হয়েছে কিনা, চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কি ধরনের অসুবিধা, সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিনা, কোন কোনটার কি কি সংস্কারের প্রয়োজন আছে ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করুন), এলাকার জনগণের কাছে এই রাস্তাটির গুরুত্ব কতটুকু বলে পর্যবেক্ষণকারীর কাছে মনে হয়েছে, কি কি যানবাহন চলাচল করছে সে সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য ইত্যাদি।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন)

Form-4

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

(রাস্তা/সড়ক ব্যবহারকারী যাত্রীরজন্য প্রশ্নমালা)

প্রতি জেলায় ২টি বাছাইকৃত সড়ক, ৫ জন যাত্রী, ৫ জন ব্যবসায়ী/কৃষক

আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইএডিএস (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এবং আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) এর মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্য এসেছি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (Local Government Engineering Department) কর্তৃক ২০০৪-২০১২ইং সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬ বৃহত্তর ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপন, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ও বন্যা পুনর্বাসনের কাজ করা হয়েছে। বর্তমান জরিপের উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ মূল্যায়ন এবং এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং সুবিধাভোগীদের আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। আমরা প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য এসেছি।

আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র গবেষণার কাজেই ব্যবহৃত হবে। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি। এতে আধা ঘণ্টার মত সময় লাগবে।

নমুনা নং ঃ | | | | |

জেলা : ..... কোড নং : .....

উপজেলা : ..... কোড নং : .....

ইউনিয়ন : ..... কোড নং : .....

গ্রাম :.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম :..... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :.....

সুপারভাইজারের নাম :..... তারিখ :.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শুরুর সময়:..... শেষ সময়:.....

ইন্টারভিউয়ারদের জন্য নির্দেশনা ঃ ইন্টারভিউয়ার সাক্ষাৎকার শুরুর আগে থেকেই উত্তরদাতাকে প্রশ্নমালায় উল্লিখিত "পূর্বে" এবং "বর্তমানে" সময়ের ব্যাখ্যা দিয়ে নিবেন। 'পূর্বে' এবং 'বর্তমানের' ব্যাখ্যা হলো ঃ 'পূর্বে' অর্থাৎ উক্ত এলাকায় প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বের সময় এবং 'বর্তমান' বলতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ হতে গত ৬ থেকে ১২ মাসের একটা গড় সময়।

রাস্তা সড়ক সম্পর্কিত তথ্য :

১। উত্তরদাতার নাম:.....মোবাইল নং.....

২। লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা

৩। বয়স ঃ.....(পূর্ন বছরে)

৪। রাস্তার নাম ও নির্মাণের সময়/ সাল.....
রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি.মি.).....

৫। (রাস্তার নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করুন) বর্তমানে আপনি বা আপনারা রাস্তাটি ব্যবহার করছেন কি ?
১. হ্যাঁ ২. না

৬। এই রাস্তা দিয়ে আপনি কি উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতেন/করেন ?

প্রকল্পের পরে
১) চাকরি/কর্মস্থলে যাই
২) বাজারে যাই
৩) সেবাকেন্দ্র সমূহে যাই
৪) উপজেলা / জেলা সদরে যাই
৫) ছেলে মেয়েরা স্কুলে / কলেজে যায়
৬) অন্যান্য.....(উল্লেখ করুন)

৭। রাস্তার উন্নয়নের ফলে যাতায়াত সুবিধা- ১) বেড়েছে ২) কমেছে

৮। রাস্তার উন্নয়নের ফলে পরিবেশের অবস্থা- ১) উন্নতি হয়েছে ২) অবনতি হয়েছে

৯। রাস্তাটির বর্তমান অবস্থা কেমন ?

১. এলাকার লোকজন নিয়মিত এই রাস্তাটি ব্যবহার করে	৬. রাস্তাটি ভেঙ্গে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে
২. রাস্তাটি ব্যবহারের উপযুক্ত আছে কিন্তু ব্যবহার কম	৭. রাস্তাটি উঁচুনিচু হয়ে যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে আছে
৩. রাস্তাটি পূনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন	৮. অতি বৃষ্টি/বন্যায় রাস্তার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে
৪. রাস্তা চলাচলের উপযোগী না	৯. রাস্তার কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না
৫. রাস্তায় কোন রকম চলাচল করা যায়	১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....

১০। রাস্তাটি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করা হয় কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১১। রাস্তাটি উন্নয়নের ফলে আপনার যাতায়াত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

কোথায়	**দূরত্ব**	**পূর্বে যাতায়াত মাধ্যম**	**বর্তমান যাতায়াত মাধ্যম**	**পূর্বের ভাড়া**	**বর্তমান ভাড়া**
১. উপজেলা/জেলা সদর					
২. প্রধান বাজার					
৩. গ্রাম্য বাজার					
৪. অন্যান্য					

মাধ্যম কোড ঃ

১. বাইসাইকেল ২. রিক্সা ৩. ভ্যান ৪. বাস ৫. ট্রাক ৬. টেম্পু
৭. নসিমন/ভটভটি ৮. মটর সাইকেল ৯. পায়ে হেটে ১০. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

১২। এই রাস্তাটি উন্নয়নের ফলে আপনার পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

কি পণ্য	কোথায় নেন	দূরত্ব	পূর্বের পরিবহন	বর্তমান পরিবহন	পূর্বের ভাড়া	বর্তমান ভাড়া
	১. উপজেলা/জেলা সদর					
	২. প্রধান বাজার					
	৩. গ্রাম্য বাজার					
	৪. অন্যান্য					

মাধ্যম কোড ঃ

১. বাইসাইকেল ২. রিক্সা ৩. ভ্যান ৪. বাস ৫. ট্রাক ৬. টেম্পু
৭. নসিমন/ভটভটি ৮. মটর সাইকেল ৯. পায় হেটে ১০. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

১৩। রাস্তাটি উন্নয়ন / রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আপনার

মতামত:.....

.....

.....

.....

.....

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার শেষ করুন)

Form-5

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

(গ্রোথ সেন্টার ব্যবহারকারীদেরজন্য প্রশ্নমালা)

৭টি গ্রোথ সেন্টারের প্রতিটিতে ৩ জন স্থায়ী দোকানদার, ৫ জন অস্থায়ী ব্যবসায়ী ও ২ জন এমএমসি নেতা

আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইএডিএস (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এবং আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) এর মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্য এসেছি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (Local Government Engineering Department) কর্তৃক ২০০৪-২০১২ইং সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬ বৃহত্তর ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ও বন্যা পুনর্বাসনের কাজ করা হয়েছে। বর্তমান জরিপের উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ মূল্যায়ন এবং এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং সুবিধাভোগীদের আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। আমরা প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য এসেছি।

আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র গবেষণার কাজেই ব্যবহৃত হবে। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি। এতে আধা ঘণ্টার মত সময় লাগবে।

নমুনা নং ঃ | | | | |

জেলা : ..... কোড নং : .....

উপজেলা : ..... কোড নং : .....

ইউনিয়ন : .....

গ্রাম :.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম :..... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :.....

সুপারভাইজারের নাম :..... তারিখ :.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শুরুর সময়:..... শেষ সময়:.....

ইন্টারভিউয়ারদের জন্য নির্দেশনা ঃ ইন্টারভিউয়ার সাক্ষাৎকার শুরুর আগে থেকেই উত্তরদাতাকে প্রশ্নমালায় উল্লিখিত "পূর্বে" এবং "বর্তমানে" সময়ের ব্যাখ্যা দিয়ে নিবেন। 'পূর্বে' এবং 'বর্তমানের' ব্যাখ্যা হলো ঃ 'পূর্বে' অর্থাৎ উক্ত এলাকায় প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বের সময় এবং 'বর্তমান' বলতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ হতে গত ৬ থেকে ১২ মাসের একটা গড় সময়।

গ্রোথ সেন্টার সম্পর্কিত তথ্য :

১। উত্তরদাতার নাম:.....মোবাইল নং.....

২। লিঙ্গ: ১. পুরুষ ২. মহিলা

৩। বয়স ঃ.....(পূর্ন বছরে)

৪। RDP-26 মারফত উন্নয়নকৃত গ্রোথ সেন্টারের নাম ঃ.....

৫। গ্রোথ সেন্টারের বর্তমান অবস্থা কেমন ?

১. এলাকার লোকজন নিয়মিত এই গ্রোথ সেন্টারটি ব্যবহার করে	৬. গ্রোথ সেন্টার/মার্কেটটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না
২. ব্যবহারের উপযুক্ত আছে কিন্তু ব্যবহার কম, ব্যবহার হয় না	৭. অতিবৃষ্টি বা বন্যার সময় বাজার এলাকায় পানি জমে থাকে
৩. মেরামত করা প্রয়োজন	৮. পাশ্ববর্তী এলাকায় অন্য বাজার চালু হওয়ায় অত্র বাজারের গুরুত্ব কমে গছে
৪. গ্রোথ সেন্টার/মার্কেটের নির্মিত অবকাঠামোগুলো-ভাঙ্গাচোরা/নষ্ট হয়ে গেছে	৯. গ্রোথ সেন্টার/মার্কেট এর প্রয়োজনমত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না
৫. পাকা কাজগুলো ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে	১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....

৬। আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার হবার ফলে কৃষিপণ্য বেচা-কেনার প্রবণতা বেড়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি কৃষি পণ্য ?.....

৭। এলাকার জনগণ প্রধানত কি কি পণ্য বিক্রয়ের জন্য গ্রোথ সেন্টারে নিয়ে যায় ?
১. ধান, ২. পাট, ৩. আলু, ৪. সবজি/ফল, ৫. ভুট্টা/গম, ৬. ইক্ষু,
৭. অন্যান্য.....

৮। আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার হবার ফলে এলাকার জনগণের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কোন কোন খাতে বেড়েছে ?.....

খ. হ্যাঁ হলে, আগের তুলনায় শতকরা কতভাগ বেড়েছে বলে আপনি মনে করেন ? .....%

৯। আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন/নির্মাণের ফলে কি কি সুবিধা হয়েছে ?

১. বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রীর মজুদ বেড়েছে	৮. কুটির শিল্পের উন্নয়ন
২. বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রীর কেনাবেচা বেড়েছে	৯. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
৩. মহিলা ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে	১০. দ্রব্যের ক্ষতির পরিমাণ কমেছে
৪. বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে	১১. জলাবদ্ধতা দুর হয়েছে
৫. বাজারের বার্ষিক আয় বেড়েছে	১২. তেমন কোন উন্নতি হয়নি / মোটেও উন্নতি হয়নি
৬. বাজারের আয়তন বেড়েছে	১৩. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন):.....
৭. সপ্তাহে প্রতিদিনই বাজার বসে	

১০। আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন বা নির্মাণের ফলে মহিলা ক্রেতা-বিক্রেতা বেড়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কোন কোন খাতে মহিলা ক্রেতা-বিক্রেতা বেড়েছে ?

.....

খ. হ্যাঁ হলে, আগের তুলনায় শতকরা কতভাগ বেড়েছে বলে আপনি মনে করেন ? .....%

১১। গ্রোথ সেন্টার/বাজারটি একবারেই নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে নাকি আগে থেকেই ছোট-খাট বাজার হিসেবে চিহ্নিত ছিল তা বড় আকারে উন্নয়ন করা হয়েছে ?

১. একবারেই নতুনভাবে করা হয়েছে, আগে সেখানে কোন বাজার বসত না বা বাজার হিসেবে চিহ্নিত ছিল না
২. আগে থেকেই সেখানে ছোট-খাট বাজার বসত বা বাজার হিসেবে চিহ্নিত ছিল, তা বড় আকারে উন্নয়ন করা হয়েছে
৩. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন):.....

MMC এর জন্য ঃ

১২। গ্রোথ সেন্টারের/বাজারের আকার : .....একর/হেক্টর
ক) বর্তমান বার্ষিক ইজারা মূল্য.....সর্বশেষ ডাকের সন.....ইজারা মূল্য.....
খ) পূর্ববর্তী ২ টি ডাক:
সন.....ইজারা মূল্য.....
সন.....ইজারা মূল্য.....

১৩। এই গ্রোথ সেন্টার/বাজার উন্নয়নের সময় (বাস্তবায়িত প্রকল্পে) কি কি কাজ করা হয়েছে ? (সংক্ষেপে প্রধান কাজগুলো উল্লেখ করুন)

১. শেড নির্মাণ	.....টি
২. ড্রেন নির্মাণ	.....মিটার
৩. বাজার সংশ্লিষ্ট রাস্তা নির্মাণ	.....মিটার
৪. পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল বসানো	.....টি
৫. বাজার সমিতির অফিস নির্মাণ	.....টি
৬. গার্বেজ পীট নির্মাণ	.....টি
৭. কসাই খানা নির্মাণ	.....টি
৮. খোলা-পাকা প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ	.....টি
৯. স্যানেটারী পায়খানা ও প্রস্রাব খানা নির্মাণ	.....টি
১০. মার্কেটকে বন্যামুক্ত রাখার জন্য/জলাবদ্ধতামুক্ত রাখার জন্য মাটি ফেলে/ইট বিছিয়ে/ঢালাই দিয়ে উঁচু করা	..... কি.মি.
১১. বাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কেনা	..... একর
১২. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....	

১৪। মোট ব্যয় (টাকা): নির্ধারিত বরাদ্দকৃত ব্যয়:.....টাকা প্রকৃত ব্যয়:.....টাকা
ক. যদি বরাদ্দকৃত ব্যয়ের চেয়ে প্রকৃত ব্যয় কম বা বেশি হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ কি ?
.....
.....

১৫। এই গ্রোথ সেন্টার/বাজার উন্নয়নের কাজ: শুরু হয়েছিল:.....(মাস ও বছর উল্লেখ করুন)
শেষ হয়েছিল:.....(মাস ও বছর উল্লেখ করুন)

১৬। এই গ্রোথ সেন্টার/বাজার উন্নয়নের সময় কত জনদিবস শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছির ? পুরুষ.....মহিলা.....

১৭। কাজটি কি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়েছিল ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. না হলে, কেন ?
১. সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কাজে অবহেলা
২. সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের দুস্প্রাপ্যতা
৩. প্রয়োজনীয় মালামালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি
৪. প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকা
৫. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা
৬. স্থানীয়ভাবে চাঁদাবাজ, দুস্কৃতকারী ও টাউটদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
৭. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমস্যার সৃষ্টি হওয়া

৮. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

১৮। কাজটি পরিকল্পনা মাফিক সম্পূর্ণরূপে (যা যা করার কথা ছিল সে অনুযায়ী) সমাপ্ত হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. না হলে, কেন হয়নি ?
১. পরিকল্পনা সঠিক হয়নি
২. প্রয়োজনীয় টাকার সংস্থান ছিল না
৩. কাজটি সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া যায়নি
৪. প্রকল্পটির প্রয়োজন ছিল না
৫. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

১৯। গ্রোথ সেন্টার/বাজারটি দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের দায়িত্ব কাদের ?.....

২০। গ্রোথ সেন্টারের মধ্যে মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত দোকান আছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে কতগুলো.....

২১। দোকানগুলো মহিলাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. না হলে কেন হয়নি ?
.....

২২। দোকানগুলো মহিলা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. না হলে কেন হচ্ছে না ?
.....

২৩। কোন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হলে অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন বা এলাকার জনগণের কি কি উপকার বা সুবিধা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?
.....
.....

২৪। কোন এলাকায় গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন হলে এলাকার কি উন্নয়ন হতে পারে বা এলাকার জনগণের কি কি উপকার বা সুবিধা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?
.....
.....

২৫। এলজিইজি কর্তৃক উন্নয়নের আগে থেকেই এখানে এই বাজারটি চালু ছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কবে থেকে এই গ্রোথ সেন্টার/বাজারটি চালু হয়েছে ? ..... (সাল উল্লেখ করুন)

২৬। এলজিইডি কর্তৃক বাজার উন্নয়নের পর কবে থেকে বাজারটি আবার চালু হয়েছে ? ..... (সাল উল্লেখ করুন)

২৭। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচিত হয়েছে কি ?
ক. হ্যাঁ হলে, উক্ত কমিটি কি কি দায়িত্ব পালন করে ?
১. বাজারের নিরাপত্তা বিধান করে
২. বাজারে আগত বিক্রেতাদের বসার ব্যবস্থা করে
৩. বাজারে নির্মিত অবকাঠামোগুলো রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে
৪. বাজারে আগত ক্রেতাবিক্রেতাদের ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা করে
৫. বাজারের তোলা আদায়ে সহায়তা করে
৬. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

খ. উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা কত জন ?.....জন

গ. কারা এই বাজার কমিটির সদস্য ? (শুধুমাত্র পদবী ও পরিচিতি উল্লেখ করুন).....
.....

২৮। গ্রোথ সেন্টারের মধ্যে মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত দোকান আছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে কতগুলো.....

২৯। দোকানগুলো মহিলাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২.
ক. না হলে কেন হয়নি ?
.....

৩০। দোকানগুলো মহিলা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে তারা কি কি ধরনের পণ্য বিক্রয় করে ?.....
খ. না হলে কেন হচ্ছে না ?.....
.....

৩১। পরিচালিত দোকানগুলো থেকে মহিলারা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে ?
.....

৩২। মহিলাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

৩৩। মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, বিস্তারিত বলুন ?.....

৩৪। বর্তমানে গ্রোথ সেন্টার / বাজারটি চালু আছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

৩৫। বর্তমানে গ্রোথ সেন্টার / বাজারটিতে কোন ধরনের সমস্যা আছে কি ?
ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে ?
১. পাকা কাজগুলো ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে
২. অতিবৃষ্টি বন্যার সময় বাজার এলাকায় পানি জমে থাকে
৩. পার্শ্ববর্তী এলাকায় অন্য বাজার চালু হওয়ায় অত্র বাজারের গুরুত্ব কমে গেছে
৪. গ্রোথ সেন্টার / বাজারের ভিতর ও বাহিরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব
৫. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

৩৬। এলজিইডি কর্তৃক গ্রোথ সেন্টার / বাজারটি উন্নয়নের ফলে বাজারটির গুরুত্ব পূর্ব থেকে বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে কি ?
১. হ্যাঁ ২. না

৩৭। বাজারের পূর্বের ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলুন: (বাজার কমিটির লোকদের কাছ থেকে জেনে তথ্য লিপিবদ্ধ করুন) (টেবিলের ভিতরের প্রতিটি প্রশ্ন ধরে ধরে জিজ্ঞেস করুন এলজিইডি কর্তৃক বাজার উন্নয়নের আগে বাজারের অবস্থা এবং উন্নয়নের পরে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে)

পূর্বে (এলজিইডি কর্তৃক উন্নয়নের আগে)	**বর্তমানে (এলজিইডি কর্তৃক উন্নয়নের পরে)**
ক. পূর্বে বাজারের বার্ষিক আয় কত ছিল:.....টাকা	ক. বর্তমানে বাজারের বার্ষিক আয় কত:.....টাকা
খ. পূর্বে বাজারে কত টাকার পণ্য লেনদেন হত:.....	খ. বর্তমানে বাজারে কত টাকার পণ্য লেনদেন হয়:.....
গ. পূর্বে বাজারের আয়তন কত ছিল.....একর	গ. বর্তমানে বাজারের আয়তন কত.....একর
ঘ. পূর্বে বাজারে কি কি প্রধান প্রধান পণ্য/জিনিসপত্র কেনাবেচা হত (বিস্তারিত লিখুন):.....	ঘ. বর্তমানে বাজারে কি কি প্রধান প্রধান পণ্য/জিনিসপত্র কেনাবেচা হয় (বিস্তারিত লিখুন):..... .....
ঙ. পূর্বে দৈনিক কি পরিমাণ কৃষি পণ্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য এলাকার লোকজন নিয়ে	ঙ. বর্তমানে দৈনিক কি পরিমাণ কৃষি পণ্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য এলাকার লোকজন নিয়ে আসে:.....

আসত:.....	
চ. পূর্বে দৈনিক কি পরিমাণ কৃষি পণ্য বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হত: ক্রয় হত..... বিক্রয় হত:.....	চ. বর্তমানে দৈনিক কি পরিমাণ কৃষি পণ্য বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়: ক্রয় হয়..... বিক্রয় হয়:.....
ছ. পূর্বে সপ্তাহে কত দিন বাজার বসত:..... দিন	ছ. বর্তমানে সপ্তাহে কত দিন বাজার বসে:..... দিন
জ. বিশেষ বাজারের দিনে কতজন লোকের সমাগম হত:.....	জ. বিশেষ বাজারের দিনে কতজন লোকের সমাগম হয়:.....
ঝ. পূর্বে এই বাজারে কি কি পণ্য / জিনিস বাইরে থেকে আসত:.....	ঝ. বর্তমানে এই বাজারে কি কি পণ্য / জিনিস বাইরে থেকে আসে: .....
ঞ. পূর্বে কোথায় কোথায় থেকে এই বাজারে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসত:.....	ঞ. বর্তমানে কোথায় কোথায় থেকে এই বাজারে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসে:.....
ট. পূর্বে এই বাজারে কি পরিমাণ কৃষিপণ্য মজুদ থাকত:.....	ট. বর্তমানে এই বাজারে কি পরিমাণ কৃষিপণ্য মজুদ থাকে:.....
ঠ. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....	ঠ. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

৩৮। গ্রোথ সেন্টার/বাজার এর দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের দায়িত্ব কাদের ?.....

৩৯। গ্রোথ সেন্টার/বাজারের দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের খরচ কারা বহন করে থাকে ?.....

৪০। গ্রোথ সেন্টার/বাজারটি উন্নয়নের পর থেকে এখন পর্যন্ত কোন সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, সংস্কারের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

৪১। গ্রোথ সেন্টার/বাজারটি সম্বন্ধে বাজার কমিটির সদস্যদের অন্যান্য মন্তব্য: (এটি হওয়ায় এলাকার জনগণের কি কি সুবিধা হয়েছে, এলাকার কি কি উন্নয়ন হয়েছে, কৃষিপণ্য বেচা-কেনার প্রবণতা বেড়েছে কিনা, মহিলারা বাজার-হাটে আসছে কিনা, বাজারটি উন্নয়নের আগে মহিলা দোকানী ছিল কিনা, মহিলা দোকানী আগের চেয়ে বেড়েছে কিনা, গ্রোথ সেন্টার/বাজারটি হওয়াতে কোন সমস্যা হয়েছে কিনা, গ্রোথ সেন্টার/বাজারটিতে বর্তমানে কি কি সমস্যা রয়েছে, ইত্যাদি)
.....
.....

<u>পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য ঃ</u>

(৪২ থেকে ৫১ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণকারী নিজে গ্রোথ সেন্টারটি/বাজারটি ঘুরে দেখবেন ও তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন)
(পর্যবেক্ষণকারী অবশ্যই যখন গ্রোথ সেন্টারটি/বাজারটি খোলা অবস্থায় থাকবে সেই সময় পর্যবেক্ষণ করবেন)

৪২। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে গ্রোথ সেন্টারটি/বাজার খোলা ছিল না বন্ধ ছিল ? ১. খোলা ছিল ২. বন্ধ ছিল

৪৩। (পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে) আপনার উপস্থিতিতে ১ ঘণ্টার মধ্যে আনুমানিক কতজন লোক গ্রোথ সেন্টার/বাজারে এসেছিলেন ?
মোট:.....জন এদের মধ্যে মহিলা কতজন .....জন

ক. কি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তারা এসেছিলেন ?
বিক্রয়ের জন্য.....
ক্রয়ের জন্য.....

৪৪। গ্রোথ সেন্টার/বাজারে কি কি পণ্য/জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, বিশেষ করে কি কি কৃষিপণ্য বাজারে আছে কিনা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করুন:
.....

৪৫। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে গ্রোথ সেন্টার/বাজারে কোন মহিলা দ্বারা পরিচালিত দোকান দেখেছেন কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে কতগুলো.....
খ. তারা কি কি ধরনের পণ্য বিক্রয় করে ?.....

৪৬। পরিচালিত দোকানগুলো থেকে মহিলারা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে ?

.....

৪৭। মহিলাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

৪৮। মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, বিস্তারিত ?

.....

৪৯। গ্রোথ সেন্টার/বাজারে মোট কতগুলো দোকান বা সেড আছে এবং কিসের সেড ?

ক. মোট.....টি, স্থায়ী কতগুলো.....অস্থায়ী কতগুলো.....কিসের সেড.....

৫০। গ্রোথ সেন্টার/বাজারের ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন নির্দিষ্ট ঘর আছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

৫১। গ্রোথ সেন্টারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য (বিস্তারিত লিখুন: বর্তমানে গ্রোথ সেন্টার/বাজারটি চালু আছে কিনা, এলজিইডি কর্তৃক যে যে কাজ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিটির বর্তমান অবস্থা কেমন-সেগুলো চালু আছে কিনা, সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিনা, কোনটার কি কি সংস্কারের প্রয়োজন আছে, কোন কোন প্রয়োজনে মানুষ এই গ্রোথ সেন্টারে আসে, এলাকার জনগণের কাছে গ্রোথ সেন্টার/বাজারটির গুরুত্ব কতটুকু বলে পর্যবেক্ষণকারীর কাছে মনে হয়েছে, সেটি সঠিকভাবে চলছে কিনা সে সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য ইত্যাদি)

.....

.....

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন)

Form-6

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন
ঘাট ব্যবহারকারীদের জন্য প্রশ্নমালা
(মাঝি, ইজারাদার প্রতিনিধি, দোকানদার, যাত্রী)

জেলা:.....কোড নং:.....উপজেলা:..... কোড নং:.....

ইউনিয়ন:..... কোড নং:..... গ্রাম:.....

লোকেশন:.....

পর্যবেক্ষণকারীর নাম :..... তারিখ:.....

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, এলাকার লোকদের কাছ থেকে জেনে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে নীচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(১ থেকে ১৩ পর্যন্ত এলজিইডি-র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে)

তথ্যপ্রদানকারীর নাম:.....পদবী ও

ফোন নম্বর..... .....

১। ঘাটের নাম:.....
.....

২। ঘাট নির্মাণেরসময় (বাস্তবায়িত প্রকল্পে) কি কি কাজ করা হয়েছে ? (সংক্ষেপে প্রধান কাজগুলো উল্লেখ করুন)
সিড়ি কতটি.....যাত্রী শেড কতটি.....জেটি কতটি.....

৩। প্রকল্পটির আওতায় এই ঘাট নির্মাণের জন্য :
মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ঃ.....(টাকা) মোট প্রকৃত ব্যয় কত হয়েছিল ? .....(টাকা)

৪। ঘাট নির্মাণ কাজ : শুরু হয়েছিল:.....(মাস ও বছর) শেষ হয়েছিল:.....(মাস ও বছর)

৫। ঘাট নির্মাণ কাজের সময় কত জনদিবস শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল? পুরুষ.....জন মহিলা.....জন

৬। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন ?

১. সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কাজে অবহেলা	৬. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা
২. সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের দুস্প্রাপ্যতা	৭. স্থানীয়ভাবে চাঁদাবাজ, দুস্কৃতকারী ও টাউটদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
৩. প্রয়োজনীয় মালামালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি	৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমস্যার সৃষ্টি হওয়া
৪. সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত না থাকা	৯. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)..... .....
৫. প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকা	

৭। কাজটি পরিকল্পনা মাফিক সম্পূর্ণরূপে (যা যা করার কথা ছিল সে অনুযায়ী) সমাপ্ত হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন হয়নি ?.....

৮। যখন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় তখন ঘাটের ধরণ কি রকম ছিল ?

.....

৯। মূল ডিপিপি অনুযায়ী ঘাটের স্থান কোথায় ছিল.....
ক. বর্তমানে কোথায় নির্মিত হয়েছে.....

১০.১। ঘাটের ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় কোন কমিটি আছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

১০.২। কমিটি নির্বাচিত কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না ৩. জানিনা

ক. কমিটির নাম কি ?.....
খ. কারা এই কমিটির সদস্য ?.....
গ. এই কমিটিতে শতকরা কতভাগ মহিলা ও কতভাগ পুরুষ ? পুরুষ.....% মহিলা.....%
ঘ. এই কমিটি কি কি কাজ করে থাকে ?.....
ঙ. কাদের মাধ্যমে (কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে) এই কমিটি কাজ করে থাকে ?.....
চ. অর্থের যোগান কারা দিয়ে থাকে (কোন প্রতিষ্ঠান বা অধিদপ্তর) ?.....

১১। ঘাটটি নির্মাণের পর হতে এ যাবৎ কতবার সংস্কার (রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত) করা হয়েছে.....বার

১২। ঘাটটি নির্মাণের পর হতে একবারও রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ করা না হলে, কিকারণে হয়নি?

.....

১৩। ঘাটের ইজারা মূল্য (বিগত ৩ বার)

সন.....ইজারা মূল্য.....
সন.....ইজারা মূল্য.....
সন.....ইজারা মূল্য.....

(১৪ থেকে ১৯ পর্যন্ত ঘাট ব্যবহারকারীদের বিশেষ করে কৃষিকাজ ও ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে)

তথ্য প্রদানকারীর নাম, পেশা ও ফোন নম্বর (একাধিত হতে পারে) ঃ.....
.....

১৪। ঘাটটি নির্মাণের আগে যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন ছিল ?
১. ভালো ২. মোটামুটি ৩. খারাপ ৪.অন্যান্য(নির্দিষ্ট করুন).....

১৫। ঘাটটি নির্মাণের আগে কি কি যানবাহন বেশি চলাচল করত/ভিড়ত এবং বর্তমানে কি কি যানবাহন বেশি চলাচল করে/ভিড়ে?

সময়	বর্তমানে কি কি যানবাহন বেশি চলাচল করে	ঘাটটি উন্নয়নের পূর্বে কি কি যানবাহন বেশি চলাচল করত
কোন বিশেষ দিন বা হাটের দিন		
কোন বিশেষ দিন বা হাটের দিন বাদে		

ধরন কোড ঃ ১. নৌকা ২. ইঞ্জিন নৌকা ৩. লঞ্চ ৪. স্প্রীড বোর্ড ৫. অন্যান্য.....

১৬। ঘাটটি নির্মিত হওয়ায় এলাকার লোকজন কি কি সুবিধা ভোগ করছে ?

.....
.....

১৭। ঘাট পার হতে টোল দিতে হয় কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. যাত্রী প্রতি কত টাকা:.....

খ. টোল বাবদ ঘাটে দৈনিক কত টাকা আয় হয় ? .....

১৮। ঘাটটি কোন কোন এলাকার সাথে সংযোগ (যোগাযোগ) সৃষ্টি করেছে ?

.....

১৯। আনুমানিক কতজন লোক দৈনিক এই ঘাটটি দিয়ে চলাচল করে ? ..... জন

(২০ থেকে ২৪ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণকারী নিজে ঘাটটি সরেজমিনে ঘুরে দেখবেন ও তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন)

২০। বর্তমানে ঘাটটি দিয়ে কি কি যানবাহন ও মালামাল পরিবহন/ চলাচল করে ? (পর্যবেক্ষণকারী নিজে পর্যবেক্ষণের সময় যে যে যানবাহন চলাচল করে)

ধরন	পরিমান
১. নৌকা	
২. ইঞ্জিন নৌকা	
৩. লঞ্চ	
৪. স্প্রীড বোর্ড	
৫. অন্যান্য.....	

পরিমান কোড ঃ১. প্রচুর ২. কম ৩. না

২১। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে কোন মাল/পণ্য বোঝাইকৃত যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি যানবাহন ও কি মালামাল পরিবহন করছিল ?.....

.....

২২। বর্তমানে ঘাটটির কোন অংশ ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে আছে কিনা বা মেরামত যোগ্য কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. ভাঙ্গা অংশগুলো বা মেরামতযোগ্য অংশগুলো কি কি তার নাম উল্লেখ করুন:.....

.....

২৩। সংযুক্ত রাস্তাটি বর্তমানে চলাচলের উপযোগী কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

২৪। ঘাটটির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য (বিস্তারিত লিখুন: বর্তমানে ঘাটটি ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা অর্থাৎ চালু আছে কিনা, এলজিইডি কর্তৃক যে যে কাজ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিটির বর্তমান অবস্থা কেমন-সেগুলো চালু আছে কিনা, সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিনা, কোন কোনটার কি কি সংস্কারের প্রয়োজন আছে, কোন কোন প্রয়োজনে মানুষ এই ঘাটটি ব্যবহার করছে, এলাকার জনগণের কাছে এই ঘাটটির গুরুত্ব কতটুকু বলে পর্যবেক্ষণকারীর কাছে মনে হয়েছে, সেটি সঠিকভাবে চলছে কিনা সে সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য ইত্যাদি)

.....

.....

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন)

Form-7

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

(রাস্তার পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট)

(প্রতি জেলায় ২টি নির্বাচিত উপজেলা সড়ক ও ২টি নির্বাচিত ইউনিয়ন সড়ক পর্যবেক্ষণ করুন)

জেলা:.....কোড নং:.....উপজেলা:..... কোড নং:.....

ইউনিয়ন:..... কোড নং:..... গ্রাম:.....

লোকেশন:.....

পর্যবেক্ষণকারীর নাম :.....

তারিখ:.....

তথ্যপ্রদানকরীর

নাম:..... পদবী

ও ঠিকানা .....মোবাইল

নং.....

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, এলাকার লোকদের কাছ থেকে জেনে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে নীচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(১ থেকে ৮ পর্যন্ত এলজিইডি-র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে)

১। স্কীমের বা বাস্তবায়িত প্রকল্পের (রাস্তার) নাম :.....

২। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত রাস্তার পরিমাপ:

রাস্তার পরিমাপ	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিজাইন অনুসারে করার কথা ছিল)	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা (বাস্তবে নির্মিত)	পর্যবেক্ষণের ফলাফল (সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সময় লিপিবদ্ধ করুন)
দৈর্ঘ্য	..... কি.মি.	..... কি.মি.	BC/CC..... km
প্রস্থ	..... মিটার	..... মিটার	গড়..... মিটার
সোল্ডার (উভয় পাশে)	..... মিটার	..... মিটার	গড়..... মিটার
ঢাল	..... মিটার	..... মিটার	গড়..... মিটার

৩। রাস্তা নির্মাণ/পুনর্বাসনের কাজ : শুরু হয়েছিল:.....(মাস ও বছর)
শেষ হয়েছিল: .....(মাস ও বছর)

৪। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. না হলে, কেন ?

১. সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কাজে অবহেলা	৬. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা
২. সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের দুস্প্রাপ্যতা	৭. স্থানীয়ভাবে চাঁদাবাজ, দৃস্কৃতকারী ও টাউটদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
৩. প্রয়োজনীয় মালামালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি	৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমস্যার সৃষ্টি হওয়া

৪. সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত না থাকা	৯. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ....
৫. প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকা	

৫। কাজটি পরিকল্পনা মাফিক সম্পূর্ণরূপে (যা যা করার কথা ছিল সে অনুযায়ী) সমাপ্ত হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন হয়নি ? .....

.....

৬। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের কাজের জন্য স্থানীয় কোন কমিটি (লেবার কন্ট্রাকটিং সোসাইটি) আছে কিনা ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কমিটির নাম কি ? .....

খ. কারা এই কমিটির সদস্য ?.....সভাপতি..... সেক্রেটারি.....

গ. এই কমিটিতে শতকরা কতভাগ মহিলা ও কতভাগ পুরুষ ? মহিলা.....% পুরুষ.....%

ঘ. এই কমিটি কি কি কাজ করে থাকে ?

.....

ঙ. কাদের মাধ্যমে (কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে) এই কমিটি কাজ করে থকে ?

.....

চ. অর্থের যোগান কারা দিয়ে থাকে (কোন প্রতিষ্ঠান বা অধিদপ্তর) ?

.....

৭। রাস্তা নির্মাণের / পুনর্নির্মাণ পর হতে এ যাবৎ কতবার সংস্কার (রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত) করা হয়েছে ? ..... বার

৮। রাস্তা নির্মাণের / পুনর্নির্মাণের পর একবারও রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ করা না হলে, কি কারণে হয়নি ?

.....

.....

বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

৯। এই রাস্তাটি নির্মাণ / বাস্তবায়ন পরিকল্পনার সাথে এই রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণ হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, মোট কতটি বৃক্ষরোপন করার কথা ছিল ? ..... টি

খ. পরিকল্পনা মোতাবেক কতটি বৃক্ষরোপন করা হয়েছে ? ..... টি

গ. রাস্তার দুপাশে কি কি ধরনের গাছ লাগানো হয়েছে ?

.....

ঘ. রাস্তার ধারে গাছ লাগানো কাজে সেই এলাকার দরিদ্র মহিলাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১০। বর্তমানে রোপনকৃত গাছগুলো শতকরা কতভাগ গাছ বেঁচে আছে ? ..... %

ক. মরে যাওয়া গাছগুলোর জায়গায় পুনরায় গাছ লাগানো হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

১১। বৃক্ষরোপণের পরে সঠিকভাবে গাছগুলোর পরিচর্চা করা হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে ও কাদের দিয়ে এই গাছ দেখাশোনার কাজ করানো হয় ?

১. দৈনিক বেতন ভিত্তিক মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করে

২. মাসিক বেতন ভিত্তিতে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করে

৩. স্থানীয় জনগনের স্ব-উদ্যোগে

৪. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

১২। গাছের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য স্থানীয় কোন কমিটি আছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

(১৩ থেকে ১৯ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণকারী নিজে রাস্তাটি / সড়কটি সরেজমিনে ঘুরে দেখবেন ও তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন)

১৩। গাছ রোপণ পরিচর্চা বিষয়ে কোনরূপ চুক্তি করা হয়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না ৩. জানিনা

হ্যাঁ হলে, কাদের সাথে-

১) এলসিএস মহিলা দল

২) এলসিএস পুরুষ দল

৩) অন্যান্য স্থানীয় ভূমিহীন গ্রুপ

৪) অন্যান্য

এই চুক্তিতে কারা কারা সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এর আয় ভাগ কিভাবে বণ্টনের চুক্তি করা হয়। বাস্তবে কি হয়েছে ?

চুক্তির পক্ষ	আয়ের ভাগ অংশ (%) বর্তমানের ব্যয়		ডালপালা/ফল ইত্যাদি		মন্তব্য
	চুক্তি	বাস্তব	চুক্তি	বাস্তব	
১. উপকারভোগী দল					
২. এনজিও					
৩. ইউপি					
৪. পাশ্ববর্তি জমির মালিক					
৫. এলজিইডি					
৬. সরকার					
৭. অন্যান্য					
মোট					

১৪। রাস্তাটি বর্তমানে চলাচলের উপযোগী কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

১৫। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে রাস্তায় লোক চলাচল ও যানবাহন চলাচলের অবস্থা কেমন ছিল ?

১) প্রচুর

২) তেমন বেশী নয়

৩) হাল্কা পাতলা

১৬। বর্তমানে রাস্তাটিতে কি কি যানবাহন চলাচল করছে ? (পর্যবেক্ষণকারী পর্যবেক্ষণের সময় যে যে যানবাহন চলাচল করতে দেখেছেন)

যানবাহন ধরন	পরিমান ১. প্রচুর ২. বেশী নয় ৩. কম/অল্প
১. বাস/মিনি বাস	
২. কার/জিপ/মাইক্রোবাস	
৩. টেক্সি/টলি	
৪. সিএনজি/নসিমন	
৫. রিক্সা/ভ্যান	

১৭। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে কোন মালামাল / পণ্য বোঝাইকৃত যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি যানবাহন ও কি মালামাল পরিবহন করছিল ? .....

.....

১৮। বর্তমানে রাস্তার কোন অংশ ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে আছে কিনা কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. ভাঙ্গা অংশগুলো বা মেরামতযোগ্য অংশগুলো কি কি তার নাম উল্লেখ করুন:.....

ভাঙ্গা অংশের স্থান	বর্তমান অবস্থা	পরিমাণ মিটার

১৯। রাস্তাটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য (বিস্তারিত লিখুন) বর্তমান রাস্তাটি ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা অর্থাৎ চালু আছে কিনা, নিয়মিত লোকজন রাস্তাটি ব্যবহার করছে কিনা, কোন কোন প্রয়োজনে মানুষ এই রাস্তাটি ব্যবহার করছে, বর্তমানে রাস্তাটির অবস্থা কেমন (যেমন- কাপেটিং ঠিক আছে কিনা, রাস্তায় কোন ভাঙ্গাচুরা আছে কিনা, কাঁচা রাস্তায় মাটি সওে গিয়ে গর্ত হয়েছে কিনা, চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কি ধরনের অসুবিধা, সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিনা, কোন কোনটার কি কি সংস্কারের প্রয়োজন আছে ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করুন), এলাকার জনগণের কাছে এই রাস্তাটির গুরুত্ব কতটুকু বলে পর্যবেক্ষণকারীর কাছে মনে হয়েছে, কি কি যানবাহন চলাচল করছে সে সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য ইত্যাদি।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন)

Form-8

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন
(ব্রীজ/কালভার্ট পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট)

প্রতি উপজেলায় ৪টি রাস্তা, ২টি ব্রীজ, ৪টি কালভার্ট পর্যবেক্ষণ করুন

জেলা:.....কোড নং:.....উপজেলা:..... কোড নং:.....

ইউনিয়ন:..... কোড নং:..... গ্রাম:.....

লোকেশন:.....

পর্যবেক্ষণকারীর নাম :..... তারিখ:.....

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, এলাকার লোকদের কাছ থেকে জেনে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে নীচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(১ থেকে ১৪ পর্যন্ত এলজিইডি-র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে)

তথ্যপ্রদানকারীর নাম.....

পদবী..... মোবাইল নম্বর:.....

১। স্কীমের নাম ও আইডি নং (যে রাস্তার উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে):.....
.....

২। ব্রীজ/কালভার্ট এর কাজের পরিমাপ ঃ

রাস্তার পরিমাপ	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিজাইন অনুসারে করার কথা ছিল)	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা (বাস্তবে নির্মিত)	পর্যবেক্ষণের ফলাফল (সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সময় লিপিবদ্ধ করুন)
ক. স্প্যান সংখ্যা			
খ. ব্রীজ/কালভার্ট এর পরিমাপ	দৈর্ঘ্য:.....মিটার	দৈর্ঘ্য:.....মিটার	দৈর্ঘ্য:.....মিটার
	প্রস্থ.....মিটার	প্রস্থ.....মিটার	প্রস্থ.....মিটার

৩। বিশেষ পর্যবেক্ষণ ঃ

ক. ব্রীজ/কালভার্ট এর স্ল্যাব এর বর্তমান অবস্থা কেমন ? **কি পর্যবেক্ষণ করবেন:** বিস্তারিত বর্ণনা নির্দিষ্ট করে লিখুন ● ব্রীজ/কালভার্ট এর স্ল্যাব এর আর সি সি ঢালাই ঠিকমত আছে কিনা অর্থাৎ ব্রীজ/কালভার্ট এর স্ল্যাব এর উভয় পাশের (উপর ও নীচের) সারফেস মসৃণ বা স্মুথ আছে কিনা, কোথাও রড ও স্টোন চীপস বের হয়ে আছে কিনা,	
খ. ব্রীজ/কালভার্ট এর দুইপাশের রেলিং এর বর্তমান অবস্থা কেমন ? ● ব্রীজ/কালভার্ট এর দুইপাশের রেলিং এর আর সি সি ঢালাই ঠিকমত আছে কিনা অর্থাৎ ব্রীজ/কালভার্ট এর দুইপাশের রেলিং এর সারফেস মসৃণ বা স্মুথ আছে	

কিনা, কোথাও রড ও স্টোন চীপস বের হয়ে আছে কিনা, • দুইপাশের রেলিং সোজাসুজি (খাড়াখাড়ি/লম্বালম্বি) অবস্থায় আছে কিনা বিস্তারিত বর্ণনা নির্দিষ্ট করে লিখুন • ব্রীজ/কালভার্ট এর উভয় পাশের এ্যাপ্রোচ রোড সঠিকভাবে নির্মাণ হয়েছে অর্থাৎ এ্যাপ্রোচ রোড এর সঙ্গে ব্রীজ/কালভার্ট ও দুইপাশের রাস্তার সংযোগ এর ঢাল/স্লপ মসৃণ বা স্মুথ আছে কিনা, • এ্যাপ্রোচ রোড এর কোথায় ভাঙ্গা আছে কিনা, গর্ত আছে কিনা, • যানবাহন চলাচলের উপযোগী কিনা বিস্তারিত বর্ণনা নির্দিষ্ট করে লিখুন। • ব্রীজ/কালভার্ট এর উজান ও ভাটিতে এবার্টমেন্ট এর চতুর্দিকে রিভার ট্রেনিং ওয়ার্কস/প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা আছে কিনা অর্থাৎ সি সি ব্লক (খোয়া ও সিমেন্টের মিশ্রণে তৈরি ব্লক) দিয়ে প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা আছে কিনা-করা থাকলে সি সি ব্লকগুলো সঠিকভাবে স্থাপন করা আছে কিনা অর্থাৎ ব্লকগুলো সুন্দরভাবে সেট করা আছে নাকি চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো ভাবে আছে বিস্তারিত বর্ণনা নির্দিষ্ট করে লিখুন। • ব্রীজ/কালভার্ট এর উইং ওয়াল ও রিটার্ন ওয়াল দুটোই আছে কিনা, • ব্রীজ/কালভার্ট এর উইং ওয়াল ও রিটার্ন ওয়াল এর চারপাশের মাটি সঠিকভাবে ভরাট করা আছে কিনা, মাটি কোথাও সরে গেছে কিনা। • উইং ওয়াল ও রিটার্ন ওয়াল এর কনক্রিট ঢালাই কাজ (আর সি সি ঢালাই) কেমন অবস্থায় আছে অর্থাৎ ওয়াল সারফেস মসৃণ স্মুথ আছে কিনা, রড বের হয়ে আছে কিনা, স্টোন চীপস বের হয়ে আছে কিনা বিস্তারিত বর্ণনা নির্দিষ্ট করে লিখুন। • দুইপাশের এবার্টমেন্টের থেকে এবার্টমেন্ট পর্যন্ত গার্ডারের নীচ থেকে তলদেশ পর্যন্ত ওপেনিং ক্লিয়ার আছে কিনা, • কোথাও পলিমাটি ও বালি দিয়ে ভরাট হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ করে বিস্তারিত বর্ণনা নির্দিষ্ট করে লিখুন • ব্রীজ/কালভার্ট এর টপ স্লাবের আর সি সি কাস্টিং এর পর পরই এক ইঞ্চি থিকনেসে (ঘনত্ব) ছোট আকারের স্টোন চীপস ও সিমেন্ট মিক্সচার দিয়ে সমস্ত স্লাবের উপরিভাগে ঢালাই করা হয় এটাকেই বলে ওয়্যারিং কোর্ট। • এই ওয়্যারিং কোর্ট এর বর্তমান অবস্থা কেমন অর্থাৎ কোথাও গর্ত কিংবা ওয়্যারিং কোর্ট নষ্ট হয়েছে কিনা, মসৃণ বা স্মুথ আছে কিনা, স্টোন চীপস বের হয়ে আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করে বিস্তারিত বর্ণনা নির্দিষ্ট করে লিখুন।	

৪। বর্তমানে ব্রীজ/কালভার্ট দিয়ে কি কি বড় যানবাহন চলাচল করে ? (পর্যবেক্ষণকারী নিজে পর্যবেক্ষণের সময় যে যে যানবাহন চলাচল করতে দেখবেন)
ডিজাইন লোড বর্তমানে সর্বোচ্চ কয় টন মালবাহি ট্রাক চলে.....টন।

৫। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে কোন মাল/পণ্য বোঝাইকৃত যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কি যানবাহন ও কি মালামাল পরিবহন করছিল ?.....
.....

৬। বর্তমানে ব্রীজ/কালভার্টটির কোন অংশ ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে আছে কিনা যোগ্য কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. ভাঙ্গা অংশগুলো বা মেরামতযোগ্য অংশগুলো কি কি তার নাম উল্লেখ করুন:.....
.....

৭। যে রস্তায় ব্রীজ/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে সেই রাস্তাটি বর্তমানে চলাচলের উপযোগী কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. পর্যবেক্ষণকৃত ব্রীজ/কালভার্টটি বর্তমানে চলাচলের উপযোগী কিনা ? ১. হ্যাঁ ২. না

৮। রাস্তা ও ব্রীজ/কালভার্টটির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য (বিস্তারিত লিখুন: বর্তমানে ব্রীজ/কালভার্টসহ রাস্তাটি ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা অর্থাৎ চালু আছে কিনা, এলজিইডি কর্তৃক যে যে কাজ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিটির বর্তমান অবস্থা কেমন-সেগুলো চালু আছে কিনা, সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিনা, কোন কোনটার কি কি সংস্কারের প্রয়োজন আছে, কোন কোন প্রয়োজনে মানুষ এই ব্রীজ/কালভার্টটি ব্যবহার করছে, এলাকার জনগণের কাছে এই ব্রীজ/কালবার্টসহ রাস্তাটির গুরুত্ব কতটুকু বলে পর্যবেক্ষণকারীর কাছে মনে হয়েছে, সেটি সঠিকভাবে চলছে কিনা সে সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণকারীর মন্তব্য ইত্যাদি)

.....
.....

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন)

Form-9

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
(বিশেষ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

উপজেলায় অফিস পর্যায়ে আলোচনা

(প্রজেক্ট এরিয়ার জন্য: যে এলাকায় রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, বৃক্ষ রোপন, স্কুল/কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং বন্যা পুনর্বাসনের কাজ করা হয়েছে)

আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইএডিএস (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এবং আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) এর মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্য এসেছি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (Local Government Engineering Department) কর্তৃক ২০০৪-২০১২ইং সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬ বৃহত্তর ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন, মাটি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষনের কাজ ও বন্যা পুনর্বাসনের কাজ করা হয়েছে। বর্তমান জরিপের উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ মূল্যায়ন এবং এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং সুবিধাভোগীদের আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। আমরা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য এসেছি।

আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র গবেষণার কাজেই ব্যবহৃত হবে। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি।

নমুনা নং ঃ | | |

উত্তর দাতার নাম	পদবী	বয়স	কত বছর যাবৎ এই উপজেলায় আছেন	মোবাইল

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম :..... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :.....

সুপারভাইজারের নাম :..... তারিখ :.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শুরুর সময়:..... শেষ সময়:.....

1.Upazila Office Organizational Set up

Sl. No.	Designation	Sanction Strengths (No.)	Present Strengths (Actually working in the UZ) (No.)[1]
01	Upazila Engineer	1	
02	Sub Assistant Engineer	3	
03	Drafts Man	1	
04	Surveyor	1	
05	Store Keeper	1	
06	Work Assistant	4	
07	Accountant	1	
08	Account Assistant	1	
09	Electrician	1	
10	Guard	1	
11	Peon	2	
12	Typist	1	
13	MLSS	1	

2. Whether the present strength is sufficient for performing the assigned workload ?
[Sufficient=1, Insufficient=2, Surplus=3]

3. Logistic Facilities :

SL. No	Type	Number	Remarks (adequacy and operational)
1	Motorcycle		
2	Office equipment		
	Computer		
	Printer		
	Photocopy		
	Scanner.....		
3	Engineering Equipment, implement and accessories		
4	Office accommodation		
	Building/Shade		
	Room		
5	Other		

৪। এই উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬এর আওতায় কখন, কোথায় কি কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে (২০০৪-২০১২) ?

কাজের নাম	সন		কোন UP	শুরু ও শেষ এলাকা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	ব্যয় টাকা বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয় (হাজার)	অগ্রগতি %
	শুরু	শেষ						
UZR Road (Code)								

[*] Excluding vacant positions and those deputed elsewhere.

UNR Road								
Bridge								
Ghat								
GC								
School Cum Community Centre								

৫। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কোন কোন কাজ কম হয়েছে কেন ?

.....

৬। প্রকল্পের কাজ বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিদামত পাওয়া গেছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কত (%) পাওয়া গেছে ? কত বিলম্বে পাওয়া গেছে ?

.....

৭। প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত সকল সড়ক ও অন্যান্য যে সব কাজ যেখানে যেখানে হবার কথা ছিল সেগুলো এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কত % হয়েছে ?

.....

৮। প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত কাজের বাইরে কোন সড়ক বা অন্যান্য অবকাঠামো এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বা নির্মিত হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কাজ ?

.....

৯। আপনার উপজেলা পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬এর টেন্ডার / Procurement সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক) নির্মাণ[২] ঃ

কাজের নাম	টেন্ডার আহ্বান তারিখ	প্রকল্পটির টেন্ডার সংখ্যা	Valid PP Budget	টেন্ডার মূল্য	Work Order তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ মূল work Order অনুযায়ী	শেষ সংশোধিত work Orderঅনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সম্মন্ন %	শেষ বিল পরিশোধের তারিখ	মোট পরিশোধ টাকা

[২]নির্মাণ কাজে Procurement সংক্রান্ত কোনো Audit আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কি আপত্তি এবং তার সুরাহা পর্যায় ও Involved Financial Amount:.....

খ) পণ্য ক্রয়[৩] ঃ

কাজের নাম	এলাকার L/P	পরিমান	টেন্ডার আহ্বান তারিখ	প্রকল্পটির টেন্ডার সংখ্যা	PP Budget	টেন্ডার মূল্য	Work Order তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ মূল work Orderঅনুযায়ী	শেষ সংশোধিত work Orderঅনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সম্মন্ন %	শেষ বিল পরিশোধের তারিখ	মোট পরিশোধ টাকা

[৩]পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত কোন Audit আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কি আপত্তি এবং তার সুরাহা পর্যায় ও Involved Financial Amount:.....

গ) সেবা[৪] ঃ

কাজের নাম	এলাকার L/P	পরিমান	টেন্ডার আহ্বান তারিখ	প্রকল্পটির টেন্ডার সংখ্যা	PP Budget	টেন্ডার মূল্য	Work Order তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ মূল work Order অনুযায়ী	শেষ সংশোধিত work Order অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সম্পন্ন %	শেষ বিল পরিশোধের তারিখ	মোট পরিশোধ টাকা

[৪]সেবা ক্রয়/Consultancy/Design Supervision সংক্রান্ত কোন Audit আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কি আপত্তি এবং তার সুরাহা পর্যায় ও Involved Financial Amount:.....

১০। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছিল ?

.....

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরনের অংশগ্রহণ ছিল ?

.....

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে / প্রভাবশালী মহল থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা এসেছিল কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি.....

১৩। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে ?

.....

১৪। প্রকল্পের আওতায় কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল ? .....

খ. কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল ?

.....

১৫। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত কোন সমস্যা সৃস্টি হয়েছে কি (যেমন জলাবদ্ধতা) ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সৃষ্টি সমস্যা হয়েছে ?

.....

১৬। প্রকল্পের অবকাঠামোগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন সঠিকভাবে কাজ করছে না ?

.....

১৭। প্রকল্পের অবকাঠামোগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কোন কমিটি আছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি কমিটি (MMC/RUC) ?.....

খ. এই কমিটি কি কি কাজ করে থাকে ? .....

.....

১৮। কত দিন পর পর প্রকল্পের অবকাঠামোগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ও মেরামত করার কথা ? .....

১৯। বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ?

.....

খ. কারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে ?

.....

গ. না হলে, কেন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না ?

.....

ঘ. কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় ?

.....

২০। আপনার কর্মএলাকার বিভিন্ন জায়গায় এই প্রকল্পের আওতায় যতগুলো রাস্তার ও ব্রীজ/কালভার্টের কাজ হয়েছে তার মধ্যে কতটি রাস্তার কোন কোনটি এ যাবৎ রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কারের কাজ করা হয়েছে ? .....টি

২১। প্রকল্পের সফলতাগুলো বা শক্তিশালী দিকগুলো কি কি ?

.....

.....

২২। প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি কি ?

.....

.....

.....

২৩। ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে উপরি উক্ত দুর্বলতাগুলো না থাকে সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

.....

.....

.....

২৪। বাস্তবায়িত প্রকল্পের অবকাঠামোগুলো যাতে ভবিষ্যতে ব্যবহার উপযোগী থাকে (আরও কার্যকর রাখার জন্য) সেজন্য আপনার মতামত বা সুপারিশ কি ?

.....

.....

.....

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন)

Form-10/a

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

দলীয় আলোচনার নির্দেশিকা: প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে
(FGD Guideline at Union Level)

প্রতি ইউনিয়নে তিনটি করে ক, খ, গ

অংশগ্রহণকারী: ক) শিক্ষক, বড় কৃষক, মধ্যম কৃষক, ব্যবসায়ী, সমাজপতি

[প্রতি FGD-তে অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে ৮ জন]

জেলা:	কোড নং :.....
উপজেলা :.....	কোড নং :.....
ইউনিয়ন :.....	কোড নং :.....

এফজিডি সমন্বয়কারীর নাম ঃ..... সহায়তাকারীর নাম ঃ.....

দলীয় আলোচনার স্থান ঃ..... তারিখ ঃ.....

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	নাম	লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা	বয়স	শিক্ষা	পেশা	পদবী (সদস্য)	মোবাইল নং
১.							
২.							
৩.							
৪.							
৫.							
৬.							
৭.							
৮.							

নির্দেশনা ঃ নির্ধারিত নমুনা এলাকায় (ইউনিয়ন-এ) প্রকল্পের আওতায় যে কম্পোনেন্টের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে শুধুমাত্র সেই সেই কম্পোন্টের ওপর অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

ক. অবকাঠামো নির্মাণ, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ

১. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন -২৬ প্রকল্পের আওতায় এলাকায় কি কি কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ?

২. প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত ঃ

- (রাস্তার নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করুন) উক্ত রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে কিনা ?
- রাস্তার পাশে রোপনকৃত বৃক্ষগুলোর বর্তমান অবস্থা কেমন ?
- বৃক্ষগুলোর দেখাশোনা নিয়মিত করা হয় কিনা ?
- কারা এই বৃক্ষ দেখাশোনার কাজ করে থাকে ?
- তাদেরকে কিভাবে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে এবং কারা নিয়োগ দিয়ে থাকে ?
- বৃক্ষরোপন কাজে এলাকার দুঃস্থ মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিল কিনা ? এতে তাদের কি লাভ হয়েছে ?
- রাস্তার ধারে রোপনকৃত বৃক্ষগুলোর পরিচর্যার বা দেখাশোনার কাজে এলাকার দুঃস্থ মহিলারা নিয়োজিত আছে কিনা ?
- রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন হওয়ায় এলাকার জনগণ কিভাবে উপকৃত বা লাভবান হচ্ছেন ?
- রাস্তার পাশে রোপনকৃত বৃক্ষের পাশাপাশি এলাকার জনগণ রাস্তার ধারে ফসল উৎপাদন করে কি ? কি কি ফসল উৎপাদন করে?

৩. প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত গ্রোথ সেন্টার সংক্রান্ত ঃ

- আপনাদের এলাকায় গ্রোথ সেন্টার আছে কি ? আনুমানিক কবে গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে ? কে বা কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে ?
- গ্রোথ সেন্টারটি ব্যবহার হচ্ছে কিনা অর্থাৎ চালু আছে কিনা ? গ্রোথ সেন্টারে কি কি বেচাকেনা হয়ে থাকে ?
- এলাকার লোকজন তাদের উৎপাদিত কি কি ফসল বিক্রয়ের জন্য এই গ্রোথ সেন্টারে নিয়ে আসে ?
- এই গ্রোথ সেন্টারে মহিলা বিক্রেতা বা দোকানদার আছে কিনা ? মহিলা দোকানীরা কি ধরনের জিনিস বিক্রয় করে থাকে ?
- আগের চেয়ে মহিলা ক্রেতা-বিক্রেতার হার বেড়েছে কিনা ? মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা ?
- গ্রোথ সেন্টার হওয়ায় এলাকার লোকজনের মধ্যে কৃষি পণ্য বা ফসল উৎপাদনের আগ্রহ বেড়েছে কিনা ? কি কি ধরনের ফসল উৎপাদনের আগ্রহ বেড়েছে ?
- আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন হবার ফলে কৃষিপণ্য বেচা-কেনার প্রবণতা বেড়েছে কি ?
- আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার হবার ফলে এলাকার জনগণের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে কি ?
- বর্তমানে গ্রোথ সেন্টার এর অবস্থা কেমন (বিস্তারিত বলুন)

৪. প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ঘাট সংক্রন্ত ঃ

- আপনাদের এলাকায় ঘাট আছে কি ?
- আনুমানিক কত সালে ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে ? কে বা কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে ?
- এলাকার জনগণ ঘাট ব্যবহার করে কিনা?

খ. প্রকল্পের প্রভাব ঃ আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য উন্নয়নে

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট ও রাস্তার উপর ব্রীজ-কালভার্ট হওয়ার ফলে:

- কৃষিক্ষেত্রে কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ?

- কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ?

- কৃষি পণ্য ও অন্যান্য জিনিস আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে পরিবহন খরচ কমেছে কিনা ? (বিস্তারিত বলনু)

- রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়নের ফলে (রাস্তা ব্যবহারের ফলে) এলাকার জনগণের মধ্যে চাষাবাদ বেশি করে করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে কি ?

- যাতায়াতের ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এবং কোথায় কোথায় যাওয়া-আসা আগের চেয়ে সহজ হয়েছে ?

- যাতায়াতের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে সময় সাশ্রয় হয়েছে কিনা ? পূর্বে কোন জায়গায় যেতে গড়ে কত সময় লাগত এবং বর্তমানে কত সময় লাগে উদাহরণসহকারে বলুন ?

৬. মহিলাদের কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ? কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী) কি ধরণের সুবিধা বেড়েছে ?

৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে কি ধরণের সুবিধা হয়েছে বা কিভাবে লাভবান হয়েছেন ? কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ?

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী) কি ধরণের সুবিধা বেড়েছে ?

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় শিক্ষার হার বেড়েছে কিনা ?

১০.প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কি কি উন্নতি হয়েছে ?

১১.প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কি কি কৃষিজাত শিল্প গড়ে উঠেছে ?

১২.প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের এলাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান (কাজের সুযোগ) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় শতকরা কতভাগ (%) বেড়েছে ?

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে- যেমন বিশেষ করে পরিবেশের ওপর ?

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের এলাকার কি কি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন ?

১৫. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত

ক) RDP-26 প্রকল্পের কোন কাজে আপনার ইউনিয়নে ভূমি অধিগ্রহণ হয়েছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না
উত্তর হ্যাঁ হইলে,

কোন কাজে	কোন সনে	স্থান	পরিমান শতক	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন (পরিবার সংখ্যা)	শতক প্রতি কত টাকা	ক্ষতিপূরণ পাননি (পরিবার সংখ্যা)	নির্মাণ কাজে জমির বাজারদর (শতক)	বর্তমান বাজার মূল্য (শতক)

খ) RDP-26 প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে আপনার মতামত

সমস্যা ঃ

সমাধানের উপায় ঃ

গ. সুপারিশ

১৬. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজগুলো (রাস্তা ব্রীজ-কালভার্ট/গ্রোথ সেন্টার, ঘাট, রাস্তার পাশে রোপনকৃত বৃক্ষযাতে সব সময়ের ব্যবহার উপযোগী ও ভালো থাকে সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন ?

ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

Form-10/b

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

দলীয় আলোচনার নির্দেশিকা: প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে
(FGD Guideline at Union Level)

প্রতি ইউনিয়নে তিনটি করে ক, খ, গ

অংশগ্রহণকারী: খ) মহিলা এলসিএস/মহিলা খানা প্রধান

[প্রতি FGD-তে অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে ৮ জন]

জেলা:	কোড নং :.....
উপজেলা :.....	কোড নং :.....
ইউনিয়ন :.....	কোড নং :.....

এফজিডি সমন্বয়কারীর নাম ঃ..... সহায়তাকারীর নাম ঃ.....

দলীয় আলোচনার স্থান ঃ..... তারিখ ঃ.....

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	নাম	লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা	বয়স	শিক্ষা	পেশা	পদবী (সদস্য)	মোবাইল নং
১.							
২.							
৩.							
৪.							
৫.							
৬.							
৭.							
৮.							

নির্দেশনা ঃ নির্ধারিত নমুনা এলাকায় (ইউনিয়ন-এ) প্রকল্পের আওতায় যে কম্পোনেন্টের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে শুধুমাত্র সেই সেই কম্পোন্টের ওপর অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

ক. অবকাঠামো নির্মাণ, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ

১. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন -২৬ প্রকল্পের আওতায় এলাকায় কি কি কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ?

২. প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত ঃ

- (রাস্তার নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করুন) উক্ত রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে কিনা ?
- রাস্তার পাশে রোপণকৃত বৃক্ষগুলোর বর্তমান অবস্থা কেমন ?
- বৃক্ষগুলোর দেখাশোনা নিয়মিত করা হয় কিনা ?
- কারা এই বৃক্ষ দেখাশোনার কাজ করে থাকে ?
- তাদেরকে কিভাবে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে এবং কারা নিয়োগ দিয়ে থাকে ?
- বৃক্ষরোপণ কাজে এলাকার দুঃস্থ মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিল কিনা ? এতে তাদের কি লাভ হয়েছে ?
- রাস্তার ধারে রোপনকৃত বৃক্ষগুলোর পরিচর্যার বা দেখাশোনার কাজে এলাকার দুঃস্থ মহিলারা নিয়োজিত আছে কিনা ?
- রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন হওয়ায় এলাকার জনগণ কিভাবে উপকৃত বা লাভবান হচ্ছেন ?
- রাস্তার পাশে রোপনকৃত বৃক্ষের পাশাপাশি এলাকার জনগণ রাস্তার ধারে ফসল উৎপাদন করে কি ? কি কি ফসল উৎপাদন করে?

৩. প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত গ্রোথ সেন্টার সংক্রান্ত ঃ

- আপনাদের এলাকায় গ্রোথ সেন্টার আছে কি ? আনুমানিক কবে গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে ? কে বা কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে ?
- গ্রোথ সেন্টারটি ব্যবহার হচ্ছে কিনা অর্থাৎ চালু আছে কিনা ? গ্রোথ সেন্টারে কি কি বেচাকেনা হয়ে থাকে ?
- এলাকার লোকজন তাদের উৎপাদিত কি কি ফসল বিক্রয়ের জন্য এই গ্রোথ সেন্টারে নিয়ে আসে ?
- এই গ্রোথ সেন্টারে মহিলা বিক্রেতা বা দোকানদার আছে কিনা ? মহিলা দোকানীরা কি ধরনের জিনিস বিক্রয় করে থাকে ?
- আগের চেয়ে মহিলা ক্রেতা-বিক্রেতার হার বেড়েছে কিনা ? মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা ?
- গ্রোথ সেন্টার হওয়ায় এলাকার লোকজনের মধ্যে কৃষি পণ্য বা ফসল উৎপাদনের আগ্রহ বেড়েছে কিনা ? কি কি ধরনের ফসল উৎপাদনের আগ্রহ বেড়েছে ?
- আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন হবার ফলে কৃষিপণ্য বেচা-কেনার প্রবণতা বেড়েছে কি ?
- আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার হবার ফলে এলাকার জনগণের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে কি ?
- বর্তমানে গ্রোথ সেন্টার এর অবস্থা কেমন (বিস্তারিত বলুন)

৪. প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ঘাট সংক্রন্ত ঃ

- আপনাদের এলাকায় ঘাট আছে কি ?
- আনুমানিক কত সালে ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে ? কে বা কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে ?
- এলাকার জনগণ ঘাট ব্যবহার করে কিনা?

খ. প্রকল্পের প্রভাব ঃ আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য উন্নয়নে

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট ও রাস্তার উপর ব্রীজ-কালভার্ট হওয়ার ফলে:

- কৃষিক্ষেত্রে কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ?

- কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ?

- কৃষি পণ্য ও অন্যান্য জিনিস আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে পরিবহন খরচ কমেছে কিনা ? (বিস্তারিত বলনু)

- রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়নের ফলে (রাস্তা ব্যবহারের ফলে) এলাকার জনগণের মধ্যে চাষাবাদ বেশি করে করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে কি ?

- যাতায়াতের ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এবং কোথায় কোথায় যাওয়া-আসা আগের চেয়ে সহজ হয়েছে ?

- যাতায়াতের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে সময় সাশ্রয় হয়েছে কিনা ? পূর্বে কোন জায়গায় যেতে গড়ে কত সময় লাগত এবং বর্তমানে কত সময় লাগে উদাহরণসহকারে বলুন ?

৬. মহিলাদের কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ? কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী) কি ধরণের সুবিধা বেড়েছে ?

৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে কি ধরণের সুবিধা হয়েছে বা কিভাবে লাভবান হয়েছেন ? কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ?

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী) কি ধরণের সুবিধা বেড়েছে ?

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় শিক্ষার হার বেড়েছে কিনা ?

১০. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কি কি উন্নতি হয়েছে ?

১১. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কি কি কৃষিজাত শিল্প গড়ে উঠেছে ?

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের এলাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান (কাজের সুযোগ) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় শতকরা কতভাগ (%) বেড়েছে ?

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে- যেমন বিশেষ করে পরিবেশের ওপর ?

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের এলাকার কি কি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে আপনার মনে করেন ?

গ. সুপারিশ

১৫. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজগুলো (রাস্তা ব্রীজ-কালভার্ট/গ্রোথ সেন্টার, ঘাট, রাস্তার পাশে রোপনকৃত বৃক্ষ যাতে সব সময়ের ব্যবহার উপযোগী ও ভালো থাকে সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন ?

ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

Form-10/c

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

দলীয় আলোচনার নির্দেশিকা: প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে
(FGD Guideline at Union Level)

প্রতি ইউনিয়নে তিনটি করে ক, খ, গ

অংশগ্রহণকারী: গ) ভূমিহীন পুরুষ, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

[প্রতি FGD-তে অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে ৮ জন]

জেলা:	কোড নং :.....
উপজেলা :.....	কোড নং :.....
ইউনিয়ন :.....	কোড নং :.....

এফজিডি সমন্বয়কারীর নাম ঃ..... সহায়তাকারীর নাম ঃ.....

দলীয় আলোচনার স্থান ঃ..... তারিখ ঃ.....

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	নাম	লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা	বয়স	শিক্ষা	পেশা	পদবী (সদস্য)	মোবাইল নং
১.							
২.							
৩.							
৪.							
৫.							
৬.							
৭.							
৮.							

নির্দেশনা ঃ নির্ধারিত নমুনা এলাকায় (ইউনিয়ন-এ) প্রকল্পের আওতায় যে কম্পোনেন্টের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে শুধুমাত্র সেই সেই কম্পোন্টের ওপর অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

ক. অবকাঠামো নির্মাণ, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ

১. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন -২৬ প্রকল্পের আওতায় এলাকায় কি কি কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ?

২. প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত ঃ

- (রাস্তার নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করুন) উক্ত রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে কিনা ?
- রাস্তার পাশে রোপনকৃত বৃক্ষগুলোর বর্তমান অবস্থা কেমন ?
- বৃক্ষগুলোর দেখাশোনা নিয়মিত করা হয় কিনা ?
- কারা এই বৃক্ষ দেখাশোনার কাজ করে থাকে ?
- তাদেরকে কিভাবে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে এবং কারা নিয়োগ দিয়ে থাকে ?
- বৃক্ষরোপণ কাজে এলাকার দুঃস্থ মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিল কিনা ? এতে তাদের কি লাভ হয়েছে ?
- রাস্তার ধারে রোপণকৃত বৃক্ষগুলোর পরিচর্যার বা দেখাশোনার কাজে এলাকার দুঃস্থ মহিলারা নিয়োজিত আছে কিনা ?
- রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ হওয়ায় এলাকার জনগণ কিভাবে উপকৃত বা লাভবান হচ্ছেন ?
- রাস্তার পাশে রোপণকৃত বৃক্ষের পাশাপাশি এলাকার জনগণ রাস্তার ধারে ফসল উৎপাদন করে কি ? কি কি ফসল উৎপাদন করে?

৩. প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত গ্রোথ সেন্টার সংক্রান্ত ঃ

- আপনাদের এলাকায় গ্রোথ সেন্টার আছে কি ? আনুমানিক কবে গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে ? কে বা কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে ?
- গ্রোথ সেন্টারটি ব্যবহার হচ্ছে কিনা অর্থাৎ চালু আছে কিনা ? গ্রোথ সেন্টারে কি কি বেচাকেনা হয়ে থাকে ?
- এলাকার লোকজন তাদের উৎপাদিত কি কি ফসল বিক্রয়ের জন্য এই গ্রোথ সেন্টারে নিয়ে আসে ?
- এই গ্রোথ সেন্টারে মহিলা বিক্রেতা বা দোকানদার আছে কিনা ? মহিলা দোকানীরা কি ধরনের জিনিস বিক্রয় করে থাকে ?
- আগের চেয়ে মহিলা ক্রেতা-বিক্রেতার হার বেড়েছে কিনা ? মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা ?
- গ্রোথ সেন্টার হওয়ায় এলাকার লোকজনের মধ্যে কৃষি পণ্য বা ফসল উৎপাদনের আগ্রহ বেড়েছে কিনা ? কি কি ধরনের ফসল উৎপাদনের আগ্রহ বেড়েছে ?
- আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন হবার ফলে কৃষিপণ্য বেচা-কেনার প্রবণতা বেড়েছে কি ?
- আপনার এলাকায় গ্রোথ সেন্টার হবার ফলে এলাকার জনগণের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে কি ?
- বর্তমানে গ্রোথ সেন্টার এর অবস্থা কেমন (বিস্তারিত বলুন)

৪. প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ঘাট সংক্রন্ত ঃ

- আপনাদের এলাকায় ঘাট আছে কি ?
- আনুমানিক কত সালে ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে ? কে বা কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে ?
- এলাকার জনগণ ঘাট ব্যবহার করে কিনা?

খ. প্রকল্পের প্রভাব ঃ আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য উন্নয়নে

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট ও রাস্তার উপর ব্রীজ-কালভার্ট হওয়ার ফলে:

- কৃষিক্ষেত্রে কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ?

- কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ?

- কৃষি পণ্য ও অন্যান্য জিনিস আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে পরিবহন খরচ কমেছে কিনা ? (বিস্তারিত বলনু)

- রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়নের ফলে (রাস্তা ব্যবহারের ফলে) এলাকার জনগণের মধ্যে চাষাবাদ বেশি করে করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে কি ?

- যাতায়াতের ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এবং কোথায় কোথায় যাওয়া-আসা আগের চেয়ে সহজ হয়েছে ?

- যাতায়াতের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে সময় সাশ্রয় হয়েছে কিনা ? পূর্বে কোন জায়গায় যেতে গড়ে কত সময় লাগত এবং বর্তমানে কত সময় লাগে উদাহরণসহকারে বলুন ?

৬. মহিলাদের কি কি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ? কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী) কি ধরণের সুবিধা বেড়েছে ?

৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে কি ধরণের সুবিধা হয়েছে বা কিভাবে লাভবান হয়েছেন ? কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ?

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের (স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী) কি ধরণের সুবিধা বেড়েছে ?

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় শিক্ষার হার বেড়েছে কিনা ?

১০. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কি কি উন্নতি হয়েছে ?

১১. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কি কি কৃষিজাত শিল্প গড়ে উঠেছে ?

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের এলাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান (কাজের সুযোগ) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় শতকরা কতভাগ (%) বেড়েছে ?

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে- বিশেষ করে পরিবেশের ওপর ?

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের এলাকার কি কি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন ?

গ. সুপারিশ

১৫. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজগুলো (রাস্তা ব্রীজ-কালভার্ট/গ্রোথ সেন্টার, ঘাট, রাস্তার পাশে রোপনকৃত বৃক্ষ যাতে সব সময়ের ব্যবহার উপযোগী ও ভালো থাকে সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন ?

ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

Form-11

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬

শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

নিবিড় আলোচনার প্রশ্নমালা

প্রতি নির্বাচিত উপজেলায় Upazila Chariman, Vice Chairman/ UNO প্রতিনিধি /সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মহিলা সদস্য (১ জন), ওয়ার্ড সদস্য (১ জন) এর সাক্ষাৎকার।

ভূমিকা : আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইএডিএস (গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এবং আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) এর মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের উদ্দেশ্য এসেছি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (Local Government Engineering Department) কর্তৃক ২০০৪-২০১২ইং সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬ বৃহত্তর ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপন, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ও বন্যা পুনর্বাসনের কাজ করা হয়েছে। বর্তমান জরিপের উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ মূল্যায়ন এবং এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং সুবিধাভোগীদের আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। আমরা প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত সংগ্রহের জন্য এসেছি।

আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র গবেষণার কাজেই ব্যবহৃত হবে। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি। এতে আধা ঘণ্টার মত সময় লাগবে।

নমুনা নং ঃ | | | | |

জেলা : ..... কোড নং : .....

উপজেলা : ..... কোড নং : .....

ইউনিয়ন : .....

গ্রাম :.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম :..... সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :.....

সুপারভাইজারের নাম :..... তারিখ :.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শুরুর সময়:..... শেষ সময়:.....

ইন্টারভিউয়ারদের জন্য নির্দেশনা ঃ ইন্টারভিউয়ার সাক্ষাৎকার শুরুর আগে থেকেই উত্তরদাতাকে প্রশ্নমালায় উল্লিখিত "পূর্বে" এবং "বর্তমানে" সময়ের ব্যাখ্যা দিয়ে নিবেন। 'পূর্বে' এবং 'বর্তমানের' ব্যাখ্যা হলো ঃ 'পূর্বে' অর্থাৎ উক্ত এলাকায় প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বের সময় এবং 'বর্তমান' বলতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ হতে গত ৬ থেকে ১২ মাসের একটা গড় সময়।

১। নাম :.....মোবাইল নং.....

২। পদবী : 1.Upazila Chairman

2. Upazila Vice Chairman
3. Union Parishad Chairman
4. Union Parishad Member
5. Upazila Nirbahi Officer (UNO)
6. Upazila Education Officer
7. Upazila Agriculture Officer
8. UHFPO
9. Woman Member
10. Others (Specify).....

৩। কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম.....

৪। প্রকল্পের কাজে আপনি জড়িত ছিলেন কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, উক্ত প্রকল্পে আপনি কিভাবে জড়িত ছিলেন বা আপনার ভূমিকা/অবদান কি ছিল ?

.....

.....

৫। প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

৬। আপনার এলাকায় এই প্রকল্পের কি ধরনের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ?

কাজের বিবরণ	কোন সালে হয়েছে
১. উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	
২. ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	
৩. গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন	
৪. ঘাটনির্মাণ কাজ	
৫. বৃক্ষরোপন	
৬. রাস্তা ও ব্রীজে মাটি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ	
৭. বন্যা পুনর্বাসন কাজ (রোড/ব্রীজ/কালভার্ট)	
৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....	

৭। উপরোক্ত কাজগুলো ছাড়াও আরও কোন কাজের প্রয়োজন ছিল কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরনের কাজের প্রয়োজন ছিল ? .....

.....

৮। অত্র প্রকল্পের পরিকল্পনা মাফিক আপনার এলাকার সবকাজগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না ৩. জানিনা

ক. না হলে, কেন হয়নি ? .....

৯। প্রকল্পে বাস্তবায়িত অবকাঠামোগুলো বর্তমানে সঠিকভাবে কাজ করছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কি ধরনের সমস্যা আছে ? .....

.....

১০। বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কত সময় পর পর করা হয় ?

১. মাসিক	৫. কিছুই করা হয় না

২. ৬ মাস অন্তর	৬. প্রয়োজন অনুযায়ী করা হয়
৩. এক বছর অন্তর	৭. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....
৪. মাঝে মাঝে করা হয়	

১১। উক্ত রক্ষণাবেক্ষণ কাজে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন ভূমিকা আছে কি ? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি ভূমিকা পালন করেন ? .....

১২। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত কি কি সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ?

১. রাস্তা নির্মানের ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে
২. সামান্য বৃষ্টিতে বন্যার সৃষ্টি হয়
৩. রাস্তার দুধারে গাছপালা কেটে ফেলায় পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে
৪. রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপন না করায় পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে
৫. গ্রোথ সেন্টার / মার্কেটগুলোতে জনসমাগম বেড়ে যাওয়ায় ঝগড়া বিবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে
৬. কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি
৭. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

১৩। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত কি কি উন্নতি সাধিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

.....

.....

১৪। আপনার এলাকায় ফসলের নিবিড়তা কত (উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা) ?

১৫। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবার পরে এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কি কি ধরনের প্রসার ঘটেছে বিস্তারিত বলুন ?

.....

১৬। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার কতভাগ (%) উন্নতি সাধিত হয়েছে ?

.....

১৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় কোন কোন স্থানে (জায়গার নাম উল্লেখ করুন) যাওয়া আসার জন্য জনগণের যোগাযোগ সহজ হয়েছে ?

.....

.....

১৮। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকার কি কি সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে ?

.....

.....

১৯। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত অবকাঠামোগুলো (রাস্তাঘাট, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, ইউপি কমপ্লেক্স) বর্তমানে এলাকার লোকজন সহজভাবে ব্যবহার করতে পারছে কি ?

১. সহজভাবে ব্যবহার করতে পারছে ২. ব্যবহারে সমস্যা আছে

ক. ব্যবহারে সমস্যা থাকলে কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে ?

.....

.....

২০। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবার পরে এলাকার জনগণ কি কি সুবিধা ভোগ করছে অর্থাৎ প্রকল্পের সফলতাগুলো কি কি ?

.....

.....

২১। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ইতিবাচক বা শক্তিশালী দিকগুলো কি কি ?

.....

.....

২২। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি কি ?

.....

.....

ক. ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে উপরোক্ত দুর্বলতাগুলো না থাকে সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

২৩। বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো (অবকাঠামোগুলো) যাতে সব সময়ের জন্য ব্যবহার উপযোগী ও ভালো থাকে (কার্যকর থাকে) সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

.....

.....

(ধন্যবাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করুন)

Form-12

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ ২৬
(বিশেষ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ইউনিয়ন তথ্য চেকলিস্ট

(এই তথ্যগুলো ফিল্ড সুপারভাইজার সংগ্রহ করবে)

ইউনিয়ন:..... উপজেলা:.....

জেলা:..... তথ্যসংগ্রহকারীর নাম:.....

তারিখ:.....

তথ্যপ্রদানকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা:.....

১. মোট আয়তন:	..... বর্গ কিলোমিটার
২. মোট লোকসংখ্যা :	..... জন দরিদ্র:.....% দরিদ্র নয়:.....%
৩. পাকা রাস্তা:	..... কিলোমিটার
৪. আধাপাকা রাস্তা:	..... কিলোমিটার
৫. কাঁচা রাস্তা:	১. ..... কিলোমিটার
৬. রাস্তার ধারে প্রকল্প মারফত বৃক্ষরোপন করা আছে কি ?	১. হ্যাঁ কত.....কি.মি. ২. না
৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা:..... সরকারী প্রাইমারী স্কুল..... নিবন্ধিত প্রাইমারী স্কুল..... বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল..... কেজি স্কুল..... জুনিয়ার হাইস্কুল..... মাদরাসা, এবতেদায়ী, দাখিল, কামিল, কউমি..... এনজিও স্কুল..... কলেজ..... হাইস্কুল.....	
৮. বাজার/মার্কেটের সংখ্যা: ক. বাজার/মার্কেটের ধরন ও সংখ্যা	.....টি ১. দৈনিক বাজার.....টি ২. শুধু সাপ্তাহিক হাট / বাজার বসে:.....দিন ৩. সাপ্তাহিক হাট /দৈনিক বাজার..... ৪. গ্রোথ সেন্টার.....
৯. গ্রোথ সেন্টার আছে কি ?	১. হ্যাঁ:.....টি ২. না
১০. ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স আছে কি ?	১. হ্যাঁ:.....টি ২. না
১১. কতটি এনজিও কাজ করে ?	.....টি
১২. এনজিওগুলোর নাম ঃ	....
১৩. এনজিওগুলোর প্রধান কাজ কি কি এবং কাদের নিয়ে কাজ করে ?	....
১৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র / হাসপাতাল / ক্লিনিক / CC	..... টি
১৫. এলাকার জনগণের প্রধান পেশা কি ?	

১৬. এলাকার জনগণের দ্বিতীয় পেশা কি ?	
১৭. এলাকার জনগণের প্রধান ব্যবসা কি ?	
১৮. এলাকার/ইউনিয়নের প্রধান প্রধান উৎপাদিত ফসল কি কি ?	
১৯. ইউনিয়ন থেকে উপজেলা যাবার সরাসরি সংযোগ রাস্তা আছে কিনা ?	১. হ্যাঁ ২. না

২০. এই প্রকল্প ছাড়া উক্ত ইউনিয়নে আর কি কি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় করেছে ?

প্রকল্পের নাম ও কাজের ধরন	বাস্তবায়ন শুরু	বাস্তবায়ন শেষ	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয়ের নাম

এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (ইএডিএস)
বাড়ী # ৫৪৮, রোড # ১০, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১৩৩০১২, ০২-৯১৩২৩৮৩, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১৭৬৫৬, ই-মেইল: eads.bd@gmail.com